ছোট ছোট গল্প

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

প্রণীত

কলিকাতা

আশুতোষ লাইব্রেরী

১৩২২

মূল্য ১৲ এক টাকা।

৫০।১, কলেজ ষ্ট্রীট, আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে
শ্রীআশুতোষ ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বাণী প্রেস
১২ নং চোরবাগান লেন, কলিকাতা।
শ্রীগোষ্ঠবিহারী কয়ড়ী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ছোট গল্প।

চিত্র ও চরিত্র

১

"সহজ প্রকৃতিগত সংস্কার আমাদিগের চরিত্র হইতে লুপ্ত হইয়া যাওয়াতে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে।"

বিনোদ এই মতের পোষকতায় আত্মবিসর্জ্জনে বদ্ধপরিকর হইয়া মাথায় একটা পাগড়ী বাঁধিলেন, পায়ে দিল্লীবাজ জরির জুতা পরিলেন, গোঁফে তা দিয়া 'ডবল-ব্রাকেট'র সৃষ্টি করিলেন, একখানা রেশমের কাপড় মালকোঁচা করিয়া পরিলেন, এবং পরিশেষে মল্লিক কোম্পানীর পঞ্জাব-আস্তীন 'শার্ট' পরিধান করিয়া উদ্যানবাটীতে কমলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কমল সান্ধ্য বেশ পরিধান করিয়া আসিতেছিল। অনতিদূরে একটা কাঠখোট্টার মত লোক দেখিয়া ফিরিল।

বিনোদ ঈষৎ হাসিয়া করোত্তোলনপূর্ব্বক ডাকিলেন,

"উহুঁ! শোন, শোন, আমি!"

কমল সত্রাসে একেবারে বাটীর মধ্যে গিয়া ছোটদিদিকে ডাকিল, "ছোটদিদি! ওঁর কি আক্কেল! বাগানে এক জন কাঠখোট্টাকে কোথা থেকে জুটাইয়াছেন? সেটা এমন অসভ্য যে, আমাকে দেখে হাত তুলে ডাক্‌ছিল!"

ছোটদিদি। বিনোদের সম্মুখে?

কমল। না, সে মিন্‌সে একলা ব'সে আছে।

ছোটদিদি ছাতে উঠিলেন। অপেরা-গ্লাস সহযোগে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন।

"কমল তোর 'ইভ্‌নিং ড্রেসটা' খোল্।"

কমল। কেন?

ছোটদিদি। কারণ আছে।

কমল তাই করিল। ছোটদিদি কমলকে একখানি নীলাম্বরী শাড়ী পরাইয়া দিলেন। গতবর্ষের ঠাকুর ভাসানের সময় ইন্দু একখানা দুর্গা ঠাক্‌রুণের মুকুট লুটিয়া আনিয়াছিল; সেটা মাথায় বাঁধিয়া দিলেন। পায়ে একজোড়া মখমলের চটী দিলেন, এবং হাতে একটা বীণা দিয়া বলিলেন, "তুই এখন যা।"

কমল। ছোটদিদি! তুমি কি পাগল হয়েছ? তিনি দেখলে বল্‌বেন কি?

ছোটদিদি। তিনি কাঠখোট্টা সাজিয়াছেন, তুই একবার বুদ্ধি দিয়ে আস্‌গে যা।

কমল হাসিয়া খুন! তাই ত, তাঁর রঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি ত এত অধিকমাত্রায় ছিল না!

কমলের আকস্মিক প্রস্থানে বিনোদ প্রথমে বিরক্ত হইয়াছিলেন। "আজ কাল্‌কার মেয়েরা কেবল স্বামীর 'বেশ' দেখিয়া চেনে, কিন্তু একটা ছাগল কি গরু এক মাইল দূর হইতে আত্মীয় কুটুম্বের ডাক শুনিয়া অভ্রান্তচিত্তে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পঁহুছে। মানব আবার শ্রেষ্ঠ কিসে?"

তিনি উঠিয়া যাইবেন, এমন সময় কাঁঠাল গাছের উত্তর-পশ্চিম কোণে সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন দেখিয়া বিনোদ দাঁড়াইলেন। বাগানটা অতি ছোট, 'হোরাইজনে'র দিকে একটা সুরকির কলের মাথা, দগ্ধ আকাশে একখানা মেঘ নাই।

"এরূপ স্থলে সূর্য্যদেবের গলায় দড়ি দিয়া মরা উচিত। এমন একটা কিছু নাই, যাহাতে সূর্য্যাস্তের শোভা একটু দেখিয়া লই?"

ইতিমধ্যে কমল বীণাহস্তে কামিনীগাছের নীচে দুইটা কাগজের পদ্ম পাতিয়া বসিয়া পড়িল।

অস্তগামী সূর্য্যের প্রতি অনেকক্ষণ তাকাইয়া বিনোদের দৃষ্টিবৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল। বিনোদ স্বভাবের উপাসক, এবং কিছু 'নারভাস্'। এই অপরূপ দৃশ্যে তাঁহার মনে উদয় হইল, কোনও পূর্ব্বসংস্কার স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিয়াছে। ধীরে ধীরে বিনোদ বলিলেন, "দেবী! একটা পূরবী বাজাও।"

কমল নিখাদ হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত একটা মিড় কসিতেই বিনোদের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। আহা! এটা যদি 'লেক কমো'তে হইত!

২

বিনোদ যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন ইতালীর 'কমো' হ্রদ দেখিবার সখ হয়। Lake Como সার চার্লস টারনারের প্রসিদ্ধ চিত্র।

একটা gorgeous সন্-সেটের সময় কমো হ্রদের অনতি-দূরে একখণ্ড শিলায় উপবেশন করিয়া বিনোদ নিজের 'পোর্টফোলিওটা'র উপর 'স্কেচ' করিতেছিলেন।

হঠাৎ একটা ছায়া পোর্টফোলিওর ঈশান কোণে বিলম্বিত হইল। "যাঃ! মেঘ উঠ্‌ল বুঝি?"

বিনোদ মুখ তুলিয়া চাহিলেন। একখানি ম্যাডোনার ছবি তাঁর স্কন্ধের বার ইঞ্চি দূরে উঁকি মারিতেছে।

'সন্-সেট'-বিজড়িত মধুর হাসি ঢালিয়া দিয়া বালিকা ইতালীয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ল্যাণ্ডস্কেপ্-পেণ্টার?"

বিনোদ ইতালীয় ভাষা জানিতেন। ল্যাণ্ডস্কেপের মুখে ছাই! বিনোদ সলজ্জে পোর্টফোলিও রাখিয়া দিলেন।

"আমি নূতন ব্রতী—শিক্ষানবীশ। এ ল্যাণ্ডস্কেপ ইতালীর জন্য। আমি ভারতবাসী ভ্রমণকারী, বসিয়া সময় কাটাইতেছি।"

বালিকা। আপনি ভারতবাসী? কিন্তু দেখিতে ইতালীয়ের ন্যায়। আপনি ইচ্ছা করিলে ভাল Portrait Painter হইতে পারিতেন। আমি অনেকক্ষণ দেখিতেছিলাম।

আপনার Curve ল্যাণ্ডস্কেপের উপযোগী নয়। অস্তগামী সূর্য্যের পরিধি মানুষের মাথার মত হইয়াছে।

বিনোদ। আপনার নাম কি?

বালিকা। "রোসেটা"। আমি ঐ হোটেলে থাকি। আমার পিতা হোটেলের স্বত্বাধিকারী। আপনি কোথায় আছেন?

বিনোদ। বেশী দূর নহে; আমি ঐ হোটেলেই যাইব।

রোসেটার পিতা চিত্রকর। বিনোদ এক সপ্তাহ সেই হোটেলে থাকিয়া Potraitএর টচ্ (স্পর্শকৌশল) শিক্ষা করিলেন। এক সপ্তাহের পর একটা বড় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ব্রিণ্ডিসি রওনা হইলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বিনোদের হৃদয়ের অর্দ্ধেকটা ইতালীর লেক কমোতে বিসর্জ্জিত হইয়াছিল।

বাকী অর্দ্ধেক তিনি ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় কমলের নিকট রাখিয়া যান, সেটুকু লইয়া কোনও গোলমাল হয় নাই। বিনোদের মতে, প্রেম স্বোপার্জ্জিত ধন। ইহার বণ্টনের ভার মালিকের হস্তে। তবে একবার দিয়া পুনরায় ফিরাইয়া লইলে 'কালীঘাটের কুকুর হইতে হয়', তাহা সত্য!

আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি আমি জলে ফেলিয়া দিয়াছি, ইহাতে কাহারও দাবী দাওয়া নাই। এটা আইনানুমোদিত সহজ-সংস্কার।

বিনোদ কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া রোসেটার ক্ষুদ্র হাফ্‌টোনখানা অফিস বাক্সে Evidence Actএর মলাটের

মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কমল বোকা, তাই এত দিন Evidence Act কখনও খুলিয়া দেখে নাই।

বীণা শুনিতে শুনিতে বিনোদের চিত্ত কমো হ্রদের দিকে গেল। মনে হইল, "রোসেটীর মাথায় মুকুট কেন?" তাহাই আধ-আধ স্বরে প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

কমল ভাবিল, "রোসেটী" মানে গোলাপ। কড়িমধ্যম কাঁপাইয়া পুরা মধ্যমে মিড় দিয়া গান্ধারে নামিল।

কমল। ভেবে দেখ না!

বিনোদ ভাবিয়া দেখিলেন। "তোমার কাপড়খানা নীল, আকাশও নীল। তোমার মুখ Orange, আর 'সন্-সেট্'টাও Orange। তোমার মখমলের জুতা Dark Sienna, সেটার সহিত প্রস্ফুটিত পদ্মের Contrast বেশ হয়েছে। তবে তোমার মুকুটটা Setting Sunএর সঙ্গে harmony রাখিতে পারে নাই।"

কমল। তোমার পাগড়ী শাদা, আর সুরকীর কলের ধূমটা কাল। তোমার পঞ্জাবীটা পাটকিলে, আর কাঁঠাল গাছটা সবুজ। তোমার কাপড়খানা ধূসর, আর সন্ধ্যাও পাটল। এ সব বেশ হয়েছে, কিন্তু তোমার জরীর নাগরা জুতোটার সঙ্গে 'সন্-সেট্'টার harmony মোটেই হয় নাই।

বিনোদ সমালোচনার Force অনুভব করিলেন।

"তবে কি করি?"

কমল। তুমি জরীর জুতা ফেলিয়া দাও।

বিনোদ। তুমি মুকুট খোল। আর দেখ "রোসেটী", তুমি বাঙ্গালা শিখলে কবে?

কমল। অল্প দিন।

বিনোদ। আমার শেষ চিঠি পেয়েছিলে?

কমল। কোন্ চিঠি?

বিনোদ। তবে বুঝি পাও নাই? কমল সেখানা নিয়ে একদিন টানাটানি ক'রেছিল। বোধ হয় তার সন্দেহ হয়েছিল।

কথাটা সত্য। হঠাৎ কমলের মনে হইল, ইহার মধ্যে কিছু আছে। তার হাত কাঁপিতে লাগিল। ভুলিয়া ধৈবতটা কোমল করিয়া ফেলিল। পুরবীটা পরজের মত বাজিতে লাগিল।

কমল বিনোদের স্বভাব জানিত। বিনোদ "Dreamer"। জাগিয়া স্বপ্ন দেখেন

কমল। বোধ হয় কমল চুরি করেছে।

বিনোদ। সর্ব্বনাশ! তোমার মুখখানা আমি Evidence Actএর মলাটের মধ্যে রেখেছি, কমল সেটার সন্ধান পায়নি ত?

কমল। না, তুমি ঘুমোও, আমি সেখানা নিয়ে আসি।

কামিনীগাছের তলে বিনোদ সুশীতল বাতাস পাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। কমল দৌড়িয়া গিয়া Evidence Actএর মলাট খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহা অপূর্ব্ব!

একটি ছোট হাফ্‌টোন-চিত্রে 'লেক কমো'র ধারে আলু-লায়িতকেশে একটি ভুবনমোহিনী বালিকা দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ-নয়নে সূর্য্যাস্ত দেখিতেছে!

কমল বলিল, "বটে, দাঁড়াও, তোমার কাঠখোট্টামি আমি বার কর্‌ছি।"

৩

কমলের প্রথম উদ্বেগে ছবিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিবার দুর্দ্দম্য ইচ্ছা হইল, কিন্তু সেটা যুক্তিসঙ্গত নহে বিবেচনা করিয়া ছোট দিদির নিকট গেল।

ছোট দিদি প্লটখানা অবিলম্বে বুঝিয়া লইলেন।

কমল। দেখ্‌লে ত?

ছোট দিদি বিনোদের কনিষ্ঠা ভগিনী; মনে মনে বিনোদের রুচির প্রশংসা করিলেন। এ ছবির কাছে বৌ কোথায় লাগে।

ছোট দিদি। বৌ! ওটা বিনুর একটা খেয়াল, কিছু মনে করিস্‌নি।

কমল। খেয়াল নয় দিদি, এটা টপ্পা। পূর্ব্বরাগ। সোজা কথায় এটা চুরি। বিশ্বাসঘাতকতা। প্রবঞ্চনা।

এই ধারাবাহী অভিযোগে ছোট দিদির সহানুভূতি প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি ঈষৎ ভ্রূভঙ্গী করিয়া কমলের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন।

"আচ্ছা, দাঁড়া। তুই আমার কাছে এতেলা দে। বুঝলি ত? তোর প্রথম অভিযোগটা আমি লিখিয়া লই।"

ছোট দিদি নোট করিলেন।

"সংবাদদাত্রী—কমল। আসামী—বিন্নু। অভিযোগ—চুরি, ৩৭৯ ধারা (কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা ৪০৬ ধারা)। ঘটনার তারিখ—জানা নাই—১৮৯৬ খৃঃ—স্থান ইটালী লেক কমো।

অপহৃত মাল—?"

ছোট দিদি থামিয়া গেল।

"কমল, কি চুরি?"

কমল। কেন, চোরা মাল ধরেছি ত।

ছোট দিদি। ঐ ছবিখানা?

কমল। হাঁ।

ছোট দিদি। ও কার জিনিস?

কমল। ওটা আমার নয় কি? আমার স্বামীর যত কিছু, সব আমার, আমাদের না ব'লে যখন লুকিয়ে রেখেছে, তখন চুরি বৈকি।

ছোট দিদি নোট করিলেন—"অপহৃত মাল—হাফ্‌টোন চিত্র—মূল্য।০।"

কমল। দিদি! চারি আনা কি? এত বড় চুরির দাম চারি আনা?

ছোট দিদি। আচ্ছা; "মূল্য অজ্ঞাত।" তার পর?

কমল। তদন্ত কর।

ছোট দিদি। আমার 'জুরিশ্‌ডিক্‌শনে'র বাহিরে।

কমল। কেন?

ছোট দিদি। ইতালী আমার এলেকায় নয়।

কমল। দিদি, চালাকী কর কেন? তুমি ত আর দারোগা নও। যখন চোব এখানে, আর তুমি দারোগার ভার লইয়াছ, তখন 'জুরিশ্‌ডিক্‌শনে'র আপত্তি তোল কেন?

ছোট দিদি কমলকে বলিলেন, "বৌ, ছবিটা নিয়ে যেখানে ছিল, সেইখানেই রাখিয়া আয়।"

কমল। কেন?

ছোট দিদি। বোকা! তোর উপর প্রমাণের ভার যে, বিন্নুর অভিসন্ধি অসৎ। Dishonest intention না হ'লে ফৌজদারী অপরাধ হয় না।

কমল। বাগানে সব কথা টের পেয়েছি।

ছোট দিদি। ওটা স্বপ্নাবস্থায়। দিবাস্বপ্ন মোটেই প্রমাণ নয়। তুই বাড়াবাড়ি করিস্‌নে। আমি যা বলি, তাই কর। তোকে দেখতে হবে, বিন্নু ছবিখানা মলাট থেকে মাঝে মাঝে বার করে কি না, কি রকম ক'রে ওটার সঙ্গে ব্যবহার করে, যেমন:—বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকে কি না, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কি না, চ'খের কোণে জল আসে কি না, ইত্যাদি—

কমল। মুখের কাছে আনে কি না?

ছোট দিদি। সেটা ভুল। ছবিখানা নষ্ট হয়ে যাবে। তুই মানব-চরিত্র এখনও ভাল বুঝিস্‌নি।

কমল তাহাই করিল। ছবিখানা Evidence Actএর মলাটের মধ্যে আবার রাখিযা আসিল।

গোয়েন্দাগিরিটা যাহাতে সুচারুরূপে সাধিত হয়, তজ্জন্য বিনোদের আফিস-কাম্‌রার গবাক্ষের পার্শ্বে একটা সিকির মত ছিদ্র সেই সন্ধ্যাকালেই হইযা গেল।

সন্ধ্যার পর বিনোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল! বীণা বাগানে লইযা গিযাছিল কে?"

কমল। তা আমি কি জানি? আমি আর ছোটদিদি ঠাকুরদের বাড়ী বেডাইতে গিযাছিলাম।

উপরন্তু একটা সাক্ষী থাকায বিনোদ অন্য কোনও জেরা করিলেন না, কিন্তু মনে একটা খট্‌কা থাকিযা গেল।

৪

চিত্রে বেখাপ্পা রঙ্গ পড়িযা গেলে জল দিয়া মুছিযা ফেলিতে হয। অন্য রঙ্গ দিয়া ঢাকিতে গেলে সেটা আরও বেতর হইয়া পড়ে! মানবচরিত্রে 'ওভারটোন' পড়িলে নয়নের জলে মিটাইযা ফেলা ভাল। কমল সে দিক্ দিয়া গেল না। রঙ্গ চাপিয়া রাখিল।

কমল তাহার পর দিবস হইতে চুল বাঁধিল না। ভিনোলিয়া সোপগুলি ছোট দিদিকে দান করিল। একখানা গেরুয়া রঙ্গের রেশমী শাড়ী বাছিয়া লইল, এবং নির্জ্জনে বসিয়া রবি ঠাকুরের সন্ধ্যা-সঙ্গীতের উদাস ভাগগুলি পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করিল।

বৈরাগ্যের উচ্ছ্বাস দেখিয়া ছোট দিদি পরম প্রীত হইলেন।

কমল রাগ করিয়া বীণার খরজের তার ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। পঞ্চমের তার পাকা, তাই ছিঁড়িতে পারে নাই। সন্ধ্যার সময় বিনোদ বীণাটা পরীক্ষা করিয়া তাহার দুর্দ্দশা দেখিতে পাইলেন। বীণার উপর তাঁর বড় মায়া ছিল।

"ভুলু! এ তার ছিঁড়িল কে?"

বিনোদের ষষ্ঠবর্ষীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভুলু আসল কথা জানে, কিন্তু বৌদিদিকে সঙ্গীন অপরাধে অভিযুক্ত করা তাহার যুক্তি-যুক্ত বোধ হইল না।

"ওটা বেরালে ছিঁড়েছে!"

বিনোদ। তুই গাধা! নিজে দেখেছিস?

ভুলু। বেরাল যখন ঘরে ছিল, তখন টুং টাং শব্দ হচ্ছিল।

বিনোদ। আচ্ছা, যা।

মার্জ্জারের এরূপ অলৌকিক শক্তিপ্রকাশ বিনোদের ন্যায়সঙ্গত মনে হইল না। তিনি বীণাটা লইয়া কমলের নিকট গেলেন।

"দেখ ত এটার কি অবস্থা হয়েছে।"

কমল। যত্ন না করিলে অমনিই হয়। যখন বুকের তার ভাঙ্গে, তখন ক'টা লোক দেখ্‌তে আসে?"

বিনোদের নিকট কমলের 'টোন' যেন বর্ণচাপা বোধ হইল। তিনি জড়-বীণার সহিত হৃদয়-বীণার তুলনা এ সময় সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করিয়া বলিলেন,—

"আজকাল খরজের তার বাজারে বড় পাওয়া যায় না। কলিকাতার পিতলের তারগুলায় শীঘ্র মরিচা ধরিয়া যায়; যেটা ছিঁড়েছে, ওটা রূপার তার, ইতালী হইতে আনিয়াছিলাম।"

কমল। ও! তা আমি জানিতাম না। ইতালীর তারে বুঝি কখনও মরিচা ধরে না?

বিনোদ। না।

কমল। তবে দেশী তারের দরকার কি? তুমি ইতালীতে গিয়ে রূপার তার বাজাওগে।

বিনোদ একটু বিস্মিত হইলেন।

"কমল, তুমি বুঝ নাই। ইতালীয় খরজ ভাল, কিন্তু এ দেশের পঞ্চমের মত পাকা ইস্পাতের তার সে দেশে হয় না। দুটোর সংযোগ হ'লে বীণার ঝঙ্কারটা মধুর হয়।"

কমল। আচ্ছা, আমি ভিক্ষা ক'রে ইতালীর তার এনে দেব; তুমি এখন যাও।

বিনোদ। কমল, তোমার কি সর্দ্দি হয়েছে? আজ অমন কচ্ছ কেন?

কমল। আমার শরীর ভাল নাই।

বিনোদ। আজ চুল বাঁধ নাই কেন?

কমল। চুলগুলো পাকা ইস্পাতের তারের মত, জোর ক'রে বাঁধলে থাকে না।

বিনোদ। ছিঃ! তোমার হয়েছে কি?

বিনোদ কমলের আলুলায়িত কেশের এক গুচ্ছ তুলিয়া

দেখিলেন, ঠিক রেশমের মত। তাহারই মধ্যে একটা লইয়া সন্ধ্যার অস্তমিত জ্যোতির সাহায্যে বাতায়নপথে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বিনোদ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন ;—

"কমল, তোমার চুল ঠিক ইতালীয় দেশের ন্যায়!"

কমলের সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা হইল। ছুটিয়া ছোট দিদির কামরায় গিয়া একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া কাঁদিবার চেষ্টা করিল। একবার ইচ্ছা হইল, চুলগুলা কাটিয়া ফেলে।

সন্ধ্যার আঁধার হইতেও কমলের চুল কালো। সন্ধ্যাতারার আলোক হইতেও কমলের নয়নজ্যোতিঃ মধুর। সুদূরপ্রবাহিণী অসিতবরণা স্রোতস্বতীর ক্ষীণ কুলকুলধ্বনি হইতেও কমলের হৃদয় নীরব ঔদাস্যময়। সেই স্রোতস্বতীর উপকূলে একটি পর্ণকুটীর বাঁধিয়া কমল হৃদয়ের মাঝে একখানা Landscape আঁকিয়াছে।

"দীননাথ! আমার জীবনের সন্ধ্যা কি এইখানেই?"

ছোট দিদি ইজিচেয়ারের আড়াল হইতে বাহির হইয়া কমলের কানে কানে বলিল, "বিনু আফিস-ঘরে গিয়াছে।"

দুই জনে আড়ি পাতিতে গেল।

৫

ছোটদিদি বলিলেন, "তুই দ্যাখ।"

কমলের ভয় হইল। "না দিদি, তুমিই দেখ, আমার শরীর কেমন কচ্ছে।"

পূর্ব্বদিবসে উভয়েরই একটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়াছিল। একটা ছিদ্র দিয়া দুই জনে দেখা অসম্ভব, তাহা কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

প্রথমে কমল দেখিল।

কমল (চুপি চুপি)। "সব অন্ধকার।"

ছোট দিদি দেখিলেন।

ছোট দিদি। কি নজর তোর! ঐ ত বিনু চেয়ারে ব'সে। এক চোখ বন্ধ করে দেখ্।

কমলের Focusটা ঠিক হয় নাই, তাই 'পার্সপেকটিভে'র নিয়মানুসারে বিনোদের দেহ চেয়ারের সঙ্গে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। ছোট দিদির পরামর্শানুসারে কমল একটা চক্ষু টিপিয়া দেখিল, বিনোদ একগাছি চুল লইয়া গ্রন্থি দিতেছে। এক, দুই, তিন, গ্রন্থি সমাপ্ত হইল।

ছোট দিদি। কি কচ্ছে?

কমল। আঙ্গুল নাড়ছে। তুমি দেখ না।

ছোট দিদি দূরত্ববশতঃ চুলগাছি দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন, "তাই ত।"

ধীরে ধীরে, বিনোদ Evidence Act খানা বাহির করিয়া মলাটের মধ্যে চুলগাছি রাখিয়া দিলেন।

কমল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

ছোট দিদির নিকট প্রক্রিয়াটা অস্বাভাবিক বলিয়া অনুমিত হইল।

"কমল কিছু বুঝতে পাচ্ছিস ?"

কমল। পাচ্ছি বৈ কি। খরজের সঙ্গে পঞ্চম বাঁধছেন।

ছোট দিদি। সে আবার কি ?

কমল। সে কিছু না, এখন চল।

নিশিকালে বিনোদ ঘুমাইলে পর কমল হাফটোনখানা চুরি করিয়া সারা রাত্রি অনিমেষনয়নে দেখিল। প্রত্যুষে ছোট দিদি দেখিলেন, কমল বাতায়নপথে প্রভাত-তারার পানে তাকাইয়া আছে।

কমলের মুখের দিকে তাকাইয়া ছোট দিদি চমকিয়া উঠিলেন, ছোট দিদি দেখিলেন, কমলের মুখের সহিত হাফ্-টোনের মুখের কোনও পার্থক্য নাই। সেই বালিকাসুলভ দৃষ্টি! সেই 'লাইট,' সেই 'শেড্'। সূর্য্যের প্রথম কিরণে কমলের মুখ উজ্জ্বলতর হইয়া ঘরের অন্ধকারের সহিত অপূর্ব্ব Contrast এর সৃষ্টি করিল।

সে ঘরের অন্ধকার, না হৃদয়ের বিষাদ, তা ছোট দিদি জানিতে পারেন নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরেই কমল ছবিখানি মলাটের মধ্যে রাখিয়া চুপি চুপি ছোট দিদির ঘরে গেল।

ছোট দিদি দেখিলেন, এ নূতন কমল!

কমল। ছোট দিদি 'সন্-সেট' (সূর্য্যাস্ত) আর 'সন্-রাইজে' (সূর্য্যোদয়) তফাৎ কি ?

ছোট দিদি। উদয়ের রঙ্গ এক রকম, আর অস্তের রঙ্গ

আলাদা। উদয়ের রঙ্গে জ্যোতিঃ বেশী সাদা, আর অস্তের রঙ্গে জ্যোতিঃ বেশী সিঁদুরে। উদয়ের রঙ্গ বিধবার মত, আর অস্তের রঙ্গ সধবার মত, মাথায় সিঁদুর থাকে। সন্ধ্যাসুন্দরী সিঁদুর সীমন্তে দিয়া রাত্রিকালে ঘুমাইয়া থাকে, সকালে সেটা মুছিয়া যায়। তুই এত দিন পেণ্টিং শিখ্‌ছিস্,—আর এটা জানিস না?

কমল। ছোট দিদি! তুমি কবি।

ছোট দিদি। নে, চালাকি করিস্‌নে। আজ দুপুর বেলা রঙ্গ আর তুলি নিয়ে আসিস্, বিনু আপিসে গেলে দেখিয়ে দেব।

কমল। দিদি! সূর্য্যদেবও ত দিনে আপিস ক'রে রাত্তিরে ঘুমায়?

ছোট দিদি। তোর বল্‌বার মানে যে, 'তবে কমলিনী 'সন্‌সেটে' কাঁদিতে বসে কেন?'

কমলের মুখ লাল হইয়া গেল।

"না দিদি, সে কথা বল্‌ছি না। আমি বল্‌ছিলাম—আচ্ছা তাই হউক—আমার বল্‌বার মানে যে, সূর্য্যদেব, যদি সন্ধ্যাকালে অন্য দেশে চলিয়া যায়—না হয় তাই হ'ল—না হয় কমলিনীই কাঁদিল—কিন্তু সে দেশেও ত কমলিনী থাকে,—সে কি রকম?"

ছোট দিদি। সে তোর মাথার মত। তুই বড় বোকা। সেও কমল, এও কমল;—একটা আর একটার প্রতিকৃতি।

কমল। তবে সন্ধ্যাকালে মন উদাস হয় কেন?

ছোট দিদি। ঐ ত মজা! ওটা সহজ সংস্কার—মানবচরিত্র।

৬

কমল যথার্থই বদলাইয়া গিয়াছে। কমলের কতকগুলি মিশ্রবর্ণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এখানে ওখানে সরিয়া গিয়া নূতন আলোক ও ছায়ার সঞ্চার করিয়াছে।

বিনোদ কেবল স্বপ্নই দেখিতেছে। বিনোদের নির্ব্বিকার অবস্থা!

বিনোদ আপিসে গেলে কমল প্রত্যহ লুকাইয়া স্বামীর পোর্ট-ফোলিওর উপর 'লেক কমো'র হাফটোনখানা স্কেচ্ করিত। ছোট দিদি ও কমলের আড়িপাতার কল্পনা নিস্ফল হইয়াছিল। কাজেই অন্য উপায় ছিল না।

এক সপ্তাহ পরে কমল একখানা 'ক্যান্‌ভ্যাসে'র উপর ইতালীর বিখ্যাত 'সন্‌সেট'টা নিপুণতাসহকারে রঙ্গ দিয়া আঁকিয়া ফেলিল। কিন্তু কমল বড় দুঃখিনী। কমল Potrait আঁকিতে জানে না।

"দিদি, এ দিক ত হয়েছে, কিন্তু রোসেটীর চিত্রটা কি করিয়া আঁকি?"

ছোট দিদি। আগে একটা কাগজে আঁকিয়া নে, তার পর Hard pencil দিয়া ক্যান্‌ভাসে লাইনের উপর উপর চাপিয়া দিলে Outline ত হবে, তার পর আমি দেখিয়া লইব।

কমলের চেষ্টা বৃথা হইল। যেটা টানে, ভূতের মত হয়। হয় কান বড়, নয় চক্ষু লম্বা, অঙ্গুলি গণিয়া দেখিলে কখনও ছয়টা হয়, কখনও চারিটা হয়। ইহার উপায় কি?

ছোট দিদি বলিলেন "একটা কথা মনে হয়েছে।"

কমল। কি?

ছোট দিদি। বিনু বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তোর যে ফটোগ্রাফ নিয়ে গেছ্‌লো, সেইখানা আল্‌পীন দিয়া ক্যানভাসে বসাইয়া দে।

কমল দুঃখের হাসি হাসিল। বলিল, "দিদি, সে চেহারা কি আর এ 'ল্যাণ্ডস্কেপে' মানায়?"

ছোট দিদি। একবার নিয়ে আয় না ছাই!

কমল কম্পিতহস্তে হাতবাক্স হইতে একখানা পুরানো ফটোগ্রাফ লইয়া আসিল।

পঞ্চদশবর্ষীয়া কমল বেণী বাঁধিয়া ড্রয়িংরুমে বসিয়া আছে।

ছোট দিদি। দুটো চেহারাতে মেলা ত।

কমল তাহার ফটোগ্রাফের সহিত রোসেটীর সাদৃশ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন ড্রয়িংরুমের কমল 'লেক কমো'র তটে দাঁড়াইয়া আছে।

ছোট দিদি। কি দেখ্‌ছিস্?

কমল। এ আমার ফটো নয়?

ছোট দিদি। "পাগলী, নিজের চেহারা কি মনে থাকে? তাতে আবার এক মাস ধরিয়া আর্সিতে মুখ দেখিসনি।

কমল। দিদি, যখন আর্সিতে মুখ দেখি, তখন কি ছাই মুখের দিকে মন থাকে ?

ছোট দিদি। বিনুর দিকে থাকে বুঝি ? তবে দেখিস কি ?

কমল অনেক দুর স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে, এখন ফিরাইয়া লওযাটা দূষণীয় বিবেচনা করিল।

'আমার এখন আর লজ্জা কি ? তিন বৎসর ধরিযা আর্সিতে তারি মুখ দেখিতাম, আমার মুখ কখনও দেখি নাই। দিদি, সে কি কখন তা ভেবে দেখেছে ?'

কমলের ক্যান্‌ভ্যাস দুই এক ফোঁটা জল পাইয়া আরও উজ্জ্বল হইল। কমল তুলি দিয়া মুছিতে লাগিল।

ছোট দিদি বলিলেন "বৌ.—তুই সোনার বৌ—কিন্তু বড় বোকা। একে ত যে কাঁদে, সে বোকা; আর যে সহজ-সংস্কারবশতঃ কাঁদে, সে ডবল্ বোকা।"

কমল। কেন দিদি ?

ছোট দিদি। তোর সংস্কার যে, একটা মেযেমানুষের ছবি লুকিয়ে রাখ্‌লেই বুঝি স্বামীর চরিত্র বিগড়াইযা যায ? তোর কি চোখ নাই ? এই দেখ !

ছোট দিদি দেখাইলেন। কমল বিস্ফারিতনয়নে দেখিল, ফটোগ্রাফের পৃষ্ঠে বিনোদের লেখা,—

"My Rosetti"

Lake Como, Italy. 23—9—1896.

B. B. Mukherjee.

কমল হেঁয়ালিটা ভাল বুঝিল না।

"তবে দিদি, রোসেটিকে পত্র কি লিখিয়াছিল?"

ছোট দিদি। তার কৈফিয়ৎ কল্যকার সন্‌সেটে হবে। তুই একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাক্।

৭

বিনোদ সাদা মানুষ। কোনও অভাবনীয় ঘটনা হইলেও তার মর্ম্ম বুঝিতে বিনোদের তিন দিন লাগিত।

এত বড় কারখানা হইয়া গেল, বিনোদ তার বিন্দুবিসর্গও জানে না।

আজ আপিস হইতে আসিয়া বিনোদ দেখিল, লুচি ঠাণ্ডা। অনুমান করিল, মেয়েরা সকাল সকাল লুচি ভাজিয়া কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে।

বিনোদ দুইটা গোলাপী সিগারেট এবং একটা দেশলাই লইয়া বাগানের দিকে গেল।

অবিচলিতচিত্তে বাগানের এক দিকে বসিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে বিনোদ আকাশের দিকে চাহিল। আজ যেন আকাশটা একটু বেশী নীলবর্ণ।

বিনোদের দৃষ্টি একটা অভিনব পদার্থে পড়িয়াছে। সেটা কমলের সেদিনকার পেণ্টিং। "ওটা কি," "ওখানে কেন," "কার ছবি," এ সব প্রশ্ন অন্য লোকের মনে উদিত হইতে পারে, কিন্তু বিনোদের মনে হওয়া অসম্ভব। বিনোদ দেখিল, ছবিখানা বেশ। সেটার distant view লইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া

বিনোদ প্রায় পঁচিশ হাত পশ্চাৎ হটিয়া একটা চাঁপা গাছের নীচে গেল।

"না, এ Positionটা ঠিক হয় নাই।"

বিনোদ একবার সেখান হইতে উত্তর কোণে গিয়াছে। ছবিখানা প্রায় পঞ্চাশ হস্ত দূরে থাকিল।

এই নূতন স্থানপরিবর্ত্তনে একটা আরও নূতন ঘটনা ঘটিল। বিনোদ দেখিল, ঠিক ত্রিশ হাত দূরে, ছবির এক অংশ নয়ন-পথ হইতে ছাইয়া বক্র বিষুবরেখার ন্যায় একটি মৃণালবাহু সলজ্জে 'নর্থ পোলে'র দিকে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠন দিবার উপক্রম করিছে।

লজ্জা বাহুতে না চোখে?

বিনোদ এক দৃষ্টিতে চক্ষু দুটির তারা অন্বেষণ করিলেন। পাইলেন না। দৃষ্টি স্থির নহে।

রোসেটীর অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি!

বিনোদ ডাকিলেন, "রোসেটী! ভয় পাইয়াছ?" ভয় পাইবারই কথা। নীল আকাশ কাল মেঘে ভরিয়া গিয়াছে। দূরে তালবৃক্ষের মাথায় সাদা পাতা কাঁপিতেছে। দুই একটা সাদা বক মেঘের কোলে উড়িয়া 'লাইটে'র প্রতিভা বিস্তার করিয়াছে।

খুব ঝড় আসিবে।

কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল। অদূরে বজ্র পড়িয়া একটা নারিকেল বৃক্ষ ঝলসিয়া গেল।

কমল দৌড়িয়া বিনোদের কোলে লুকাইল।

বিনোদ শীঘ্রগতি কমলকে ধরিয়া বৈঠকখানায় লইয়া গেল। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। বিনোদের বুক ভিজিয়া গিয়াছে, কিন্তু দেহ ভিজে নাই।

বিনোদ সাত পাঁচ ভাবিল, অবশেষে বলিল, "রোসেটী! তোমার বিরহ হয়েছে?" বিনোদের মতে বর্ষার সময় বিরহটা স্বভাবসিদ্ধ।

কমল। তোমার রোসেটী ঝড়ে হ্রদে ডুবিয়া মরিয়া গিয়াছে।

বিনোদ। তবে তুলিয়া আনিলাম কাহাকে?

কমল। রোসেটীর ভূত।

বিনোদ বলিল, "দেখ কমল! যখন প্রবাসে থাকিতাম, তখন ইতালীয় নবেলগুলা পড়িয়া তোমার মুখ নব্য ইতালীর বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিলাম। তোমার বালিকা-মুখের পূর্ব্বস্মৃতি আমাকে স্বপ্নাবস্থায় চিত্রকর করিয়া তুলে। এক দিন 'কমো' হ্রদের তটে বসিয়া তোমাকে সজীব দেখিতে পাইলাম। ইতালীর কি মহিমা! সাত দিনে তোমার মুখখানি গ্রাণ্ড হোটেলে বসিয়া তুলি দিয়া আঁকিয়া ফেলিলাম। সেটার হাফ্‌টোন করিয়া লইয়া আসিয়াছি।"

কমল। সেখানা কোথায়?

বিনোদ। সেটা এক যায়গায় লুকান আছে।

কমল। বল না কোথায়?

বিনোদ। হৃদয়ে।

কমল। তবে তাকে লুকিয়ে চিঠি লিখিতে কেন ?

বিনোদ। তোমার ভয়ে। সেগুলি তোমাকে দেখাব ?

কমল। অনেক চিঠি লিখেছ ?

বিনোদ। অনেক। তুমি যদি সত্য রোসেটী হ'তে ত পাইতে। কাল্পনিক রোসেটী ছিলে, তাই দিই নাই। আর দেখ ! আজ তোমাতে সত্য সত্যই রোসেটী দেখিতে পাইয়াছি। কমো হ্রদের স্মৃতির সঙ্গে যে প্রেমের অংশটুকু বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, তাহা ফিরিয়া পাইয়াছি।

কমল। তবে সত্য সত্য রোসেটী বলিয়া আর কেহ নাই ?

বিনোদ। তুমিই কলিকাতার কমল, আর ইতালীর রোসেটী।

কমল। আমার সন্দেহ হয়েছিল।

বিনোদ। প্রেম সহজ-সংস্কার। জীবনের আলোক। প্রকৃতির বিভিন্ন চিত্রে পড়িয়া চরিত্রের তারতম্য হয়। স্বামী একটাই হয়, দুটো হয় না। স্বামীর ভালবাসাও একটা। সেই ভালবাসা একটা চিত্রের মধ্যে আঁকিয়া প্রকৃতি জগৎকে দেখায়। কিন্তু সংসার কি কুহকময়, চিত্র ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। আমার যেন বোধ হয়, সব স্বপ্নময়।

কমল স্বামীর মুখের সুবাস প্রাণ ভরিয়া লইতেছিল। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। ঘোর রক্তবর্ণ মেঘের কোলে সূর্য্য ডুব দিতেছে।

কমল বলিল, "যা সর্ব্বনাশ!"

বিনোদ। কি?

কমল। ঐ দেখ! আমার ছবিখানা ঝড়ে উড়িয়া তাল গাছের মাথায় লাগিয়া আছে!

সত্য সত্যই চিত্র উড়িয়া গিয়াছে, চরিত্র বর্ষার ভরা জলে ভাসিতেছে।

সবিরাম জ্বর

১

প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া সংসারের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত আত্ম-সম্বন্ধ-স্থাপনের নিমিত্ত ব্যাকুলমনে ইতস্ততঃ চাহিতেছিলাম, এমন সময় আমার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া পিসীমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দারপরিগ্রহ কর্ম্মটা অত্যন্ত সোজা নহে, এবং এরূপ আকস্মিক ঘটনায় স্নায়ুর উত্তেজনা সহজে হইতে পারে, তাহা পিসীমাকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম।

মনের ভিতর ডুব দিয়া মনের কথা বুঝিতে পিসীমা ভীষ্মতুল্য; কাজেই আমার আপত্তি বাণগুলি ব্রহ্মাস্ত্রে নিবারণ করিয়া আমাকে পরাস্ত করিলেন। অপিচ, আমার পিতৃমাতৃ-

বিয়োগের পর পিসীমা তাঁহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এমন পবিত্র স্থান হইতে তাঁহাকে ভ্রষ্ট করাটা নিতান্ত নীতিবিরুদ্ধ ও অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক।

কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি সন্ধানপূর্ব্বক যাহা দেখিতে পাইলাম, তাহা বড় সুখের নহে, এবং কিঞ্চিৎ অন্ধকারময়।

আমার নাম 'খোঁড়া কার্ত্তিক'। কিঞ্চিৎ খঞ্জ; দেখিতে মন্দ নহি। গণ্যমান্যবংশোদ্ভূত, এবং অর্থাভাব মোটেই নাই।

কন্যাটি সুন্দরী। দেখি নাই, শুনিলাম। তাহাই যথেষ্ট! সুহাসিনী লেখা পড়া জানে। সে কথাও মন্দ নহে। আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "তোমার কত দূর?" তাহার উত্তরে এখন কিছু বলাটা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি না। অতএব দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেছি, "ক্রমে জানিতে পারিবেন।" ক্রমশঃ বিস্তার, জগতের বিধান।

ভাদ্র মাস। নিরাস দিনাজপুর। কাজেই বেলা চারিটার সময় প্রত্যহ জ্বর আসে। ঈশ্বরের অনুকম্পায়, কিংবা স্নায়ুর উত্তেজনায়, যে কারণেই হউক, জ্বরটা রাত্রি দশটার সময় ছাড়িয়া গেল। পরদিন জ্বর আসিল না। অত্যন্ত সুলক্ষণ বিবেচনা করিয়া চট্পট্ বিবাহটা মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলাম।

৩

সেই সন্ধ্যা! বর্ণনা অনাবশ্যক। অসিতবরণা সন্ধ্যা। মনের সঙ্গে সেটার চিরকাল একটা সম্বন্ধ থাকিয়া গিয়াছিল।

সেই এক দিন! দিনের কোনও বিশেষত্ব ছিল না। একই

দিন, সকলের পক্ষে পৃথক। আমার পক্ষেও তাহাই, অতএব বিশেষত্ব ছিল।

অনেক আন্দোলন, অনেক চিন্তা, অনেক অনুধাবনের পর পিসীমাকে পুনরায় ডাকিলাম।

পিসী। মত বদ্‌লে যায়নি ত?

আমি। মোটেই না। বরং দৃঢ়। বিবাহটা যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল।

পিসীমা পুলকিত হইলেন। আমিও আনন্দে অশ্রু ও শ্মশ্রু মোচন করিলাম। শেষোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করাতে বন্ধুগণ সকলেই একমতে বলিলেন, "তোমার সহিত বায়রণের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।" আমি অন্যমনস্ক হইয়া দুই তিন বার শূন্য গোঁফে তা দিয়াছিলাম। তাহাতে কি যায় আসে?

সংস্কারের অধীন মানব। আবার সেই সংস্কার যদি পূর্ব্বসংস্কার হয়, তাহা হইলে কি রক্ষা আছে!

তৎপরদিন হইতে গ্রামে একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলেই বলিল, "খোঁড়া কার্ত্তিকের বিয়ে।"

সুহাসিনীর পিত্রালয় রংপুরে।

বরযাত্রীর মধ্যে ফৌজদারী পেস্কার মহাশয় শীর্ষস্থানীয়, এবং মিয়াজান দপ্তরী গোড়ায়। বিবাহ-আলয়ে উপস্থিত হইতে তিন সপ্তাহ লাগিয়াছিল। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আমার একটা বিশেষ চরিত্রলক্ষণ। সেটার পরিচয় ক্রমশঃ পাইবেন। অতএব সঙ্গে আদার কুচি, কুইনাইন, বিজয়া বটিকা প্রভৃতি যথেষ্ট-

পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। বরযাত্রিবর্গের মধ্যে অধিকাংশই গো-শকটে আরোহণপূর্ব্বক মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে পেস্কার মহাশয়ের মাথায় পথিমধ্যে অকারণে টাক্ পড়িয়া গিয়াছিল, এবং হঠাৎ একটা বন্যবরাহ দেখিয়া মিযাজানের কর্ণ অস্থায়িভাবে বধির হইয়া যায়। সে কালে রেলপথ হয় নাই। এই ত সে দিনের কথা। সময়ের গুণে ঘটনাস্রোতের পরিবর্ত্তন হয়।

বিবাহটা হইয়া গেল। বরকন্যা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। যাহাদের সন্ধ্যার সময় জ্বর আসিয়াছিল, তাহারা মিষ্টান্ন প্রভৃতি অঞ্চলে বাঁধিয়া সানন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অবশিষ্ট জ্বরাক্রান্ত স্ত্রী ও পুরুষ, কেহ অন্দরে, কেহ বহির্বাটীতে, নিদ্রাক্রান্ত হইয়া শয়ন করিল।

বাসর-ঘর শূন্য।

বোধ হয় কেহ কেহ ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন,—বর অতিশয় শান্ত ও সুন্দর। তাহার উপর, আমি যে উদ্বাহ আনন্দে একেবারেই স্পৃহাহীন, তাহা জানাইবার জন্য আপাদমস্তক মুড়ি দিলাম। আসল কথাঃ আমার জ্বর আসিতেছিল। এমন সময় আমার পূর্ব্বে কখনও জ্বর আসে নাই। এটা বোধ হয় স্থানপরিবর্ত্তনের ফল। কিংবা হয় ত রংপুরের জ্বর এই সময় আসে।

দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া বহির্ব্বাটী হইতে পেস্কার মহাশয়ের জুতা চুরীর কলরব তখনও আসিতেছে। বাসরগৃহ

দোতালায়। নিশাচর পক্ষী যে ডাকে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না; তবে স্মরণ নাই। আকাশে যে তারা ছিল না, এমন নহে; তবে দেখিতে পাই নাই। বাহিরে সম্ভবতঃ দুই একটা শৃগাল দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু তাহাদিগের রাগিণী ভাঁজিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

দীপাবলী নিস্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল, কেবল একটা দেয়াল-গিরি তখনও নিভিয়া যায় নাই। ম্যালেরিয়া-বাহী প্রভাতবায়ু পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ধাবমান হইয়া সূর্য্যোদয়ের পথ পরিষ্কৃত করিতেছিল। জ্বরের সম্পূর্ণাবস্থা। এমন সময়, কি জানি কেন, সঙ্গিনীর অবস্থা নিরূপণ করিবার একটা দুর্দ্দম্য ইচ্ছা হইল।

দেখিলাম, সে ঘুমাইতেছে। অতি ধীরে অবগুণ্ঠন খুলিলাম। হাতখানা ঈষৎ কম্পিত হইয়াছিল। ওটা স্বভাবের দোষ। কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহা অনির্ব্বচনীয়!

মুখখানি সুন্দর! অতি সুন্দর। এমন সুন্দর যে মোটেই বর্ণনার আবশ্যক করে না। অধীর হইয়া পড়ি নাই, তবে বোধ হয় নাড়ী দেখিবার নিমিত্ত কোমল করপল্লব স্পর্শ করিয়াছিলাম। তাহার উষ্ণতাপ্রভাব ক্রমশঃ ত্বক্‌ভেদ করিয়া আমাকে জানাইয়া দিল যে, সুহাসিনী জ্বরে বেহুঁস হইয়া আছে। মনে অনেকটা সাহস হইল।

৩

অতি মৃদুস্বরে ডাকিলাম, "ও গো!"

এই সম্বোধনটি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, পবিত্র ও রুচিকর।

ডাকিয়াই আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। হঠাৎ চারি চক্ষুর সম্মিলন হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি নাই! বলা বাহুল্য, বরণের সময় সুহাসিনী চক্ষু উন্মীলন করে নাই।

আবার মিটি মিটি চাহিয়া দেখিলাম। যেন বোধ হইল, তাহাব চক্ষু ইতিপূর্ব্বেই স্বীয় অভিনয় সমাপ্ত করিয়া বসিয়া আছে। আবাব ডাকিলাম, "ও গো।"

এবার সে চাহিল। জ্বরেব উপর যত দূর লজ্জা সম্ভব, তাহা সুন্দব মুখে প্রকাশিত হইল। একটি বৃহৎ পতঙ্গ বাতায়ন-পথে গৃহে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, সুহাসিনী তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

বলি কি? "তুমি কেমন আছ?" এ উক্তি নিতান্ত সাধারণ হইয়া পড়ে। প্রথম সম্ভাষণটা প্রায়ই পূর্ব্বে ভাবিয়া রাখা উচিত। এত বড় পবিত্র—আজীবনব্যাপী—উদ্বাহ ব্যাপারের মুখপাতটা আমাদিগের ভাগ্যে বৃথা হইয়া পড়ে।

আমি বড় প্রেমিক রকমেব লোক ছিলাম না। তবে প্রেম আমার মধ্যে যথেষ্ট বর্ত্তমান আছে, তাহার প্রমাণে একটা কবুলজবাব ছাড়িয়া দিলাম।

"তোমার মত আর একটি বালিকাকে ভালবাসিয়া-ছিলাম!"

কথাটা পূর্ব্বস্মৃতি, এবং ইহাতে সহৃদয় ভাবুকের নয়ন-কোণের অবস্থান্তরপ্রাপ্তির খুব সম্ভাবনা। সুহাসিনীর তাহাই

হইল। তবে ভাবটা বরুণের দিকে না গিয়া অনেকটা অরুণের দিকে গেল।

এই এক কথায় বালিকার মুখ খুলিয়া গেল। বলা উচিত, সুহাসিনীর বয়স চতুর্দ্দশের ন্যূন নহে।

সু। তার নাম কি?

আমি। নাম কি মনে আছে? কত লোককে ভালবাসিয়াছি, তাহাদের নাম কি মনে থাকে?—বাঃ!

[আমার বক্তৃতা দীর্ঘ হইলে লাঙ্গুলে একটা "বাঃ!"—(ধ্বন্যাত্মক এবং ভাবাত্মক শব্দ) জুড়িয়া দিয়া শেষ রক্ষা করিতাম।]

সুহাসিনী আর কোনও কথা কহিল না। এইরূপে কথোপকথন বন্ধ রাখিয়া জ্বরাবস্থায় ঘুমাইলে ক্লেশবৃদ্ধির সম্ভাবনা স্থির করিয়া পুনরায় বলিলাম, "তোমার জ্বর কয় ডিগ্রী?"

সু। ১০২।

আমি। আমার ১০১। বোধ হয়, বাড়িবে। বায়ুর প্রকোপ হইলে আদার কুচিতে অনেকটা উপকার হয়। অসময়ে এমন ঔষধ আর নাই। খাইবে কি? খাও না! বাঃ!—

অঞ্চলে গাঁইট দিয়া আদার কুচি সাবধানে রক্ষা করিয়াছিলাম। খুলিতে সময় লাগিল। সুহাসিনী খাইল না।

আমি। খাবে না?

সু। না।

"তবে আমি খাই," বলিয়া একটি দুইটি করিয়া গলাধঃকরণ করিলাম।

সুহাসিনী নীরব। কথার উত্তর না পাইলে আমার স্নায়ু সচরাচর উত্তেজিত হইত। তাহাই ঘটিল।

৪

সংসার দুঃখে পরিপূর্ণ। বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকারে বোধ হয এই সুখ দুঃখের সৃষ্টি হয়।

ঈষৎ-জ্বর-সংযুক্তা মধুযামিনী পোহাইতে লাগিল। আকাশ মেঘময়, সারানিশি জাগরণ করিয়া সকলেই সেইটুকুর সুবিধা লইতেছিল। আমি কোনও কথা না কহিয়া অনেক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। মনে কত কথা আসিল। প্রথম আলাপটার ফল কিছু গুরুতর দাঁড়াইবে, বিবেচনা করিলাম। কিন্তু তাহা হইল না দেখিয়া আর একবার অন্যরূপ চেষ্টা দেখিলাম। বলিলাম, "তোমার কষ্ট হচ্ছে ?"

সু। না।

আমি। বোধ হয় জ্বর বাড়িবে।

সু। না ছাড়িয়া গিয়াছে।

আমি। আমার বোধ হয়—আমারও ছাড়িয়া গিয়াছে।

তাহার পর ঈষৎকম্পিতস্বরে বলিলাম, "তুমি কখনও ভালবাসিয়াছ ?"

সু। না।

আমি। ভালবাসিবে ?

সু। না।

আমি। যদি সুন্দর হয়, মনে কর—মনে কর—আমার মত ?

সু। তোমার চেয়ে অনেক সুন্দর মুখ আছে।

আমি। এক জনের নাম কর ত।

সু। আমার কি মনে আছে? কত সুন্দর মুখ দেখিয়াছি।

আমি। তবে নিশ্চয় কাহাকেও ভালবাসিয়াছিলে।

সু। বোধ হয়।

উভয়েই ঘর্ম্মাপ্লুত হইতেছিলাম।

জানি না কেন, ক্রমেই মাথাটা ঘুরিতে লাগিল। বাতায়ান পার হইয়া পতঙ্গটা নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ নিভাইয়া দিল। সেই অন্ধকারে প্রতিজ্ঞা করিলাম,—"ইহার প্রতিশোধ লইব।"

তাহার পরদিনই নববধূ লইয়া স্বদেশে চলিলাম। পথিমধ্যে কাহারও সহিত কথা কহি নাই। অবস্থা উদ্ভ্রান্ত! সুযোগ পাইয়া একদিন প্রাতঃকালে পেস্কার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌ মনে লাগিয়াছে ত?"

আমি। দিনাজপুরে যাইয়া সে কথা হইবে।

পেস্কার। আমার জুতাজোড়ার কি হইবে?

আমি। তদপেক্ষা ভাল জুতা কিনিয়া দিব। বরযাত্রী আসিলেই জুতা চুরি যায়। সে কথা জনেন না? বাঃ!—

পেস্কার। আপনার মনটা কিছু উচাটন দেখিতেছি।

তাহার পর, শ্বশুর মহাশয় অতি ভদ্র, বিনীত ও বড়লোক, শ্যালক অতি সুপুরুষ ও বিদ্বান, মিষ্টান্ন অতি পরিপাটী রকমের, বিদায়কালে যথাযোগ্য সম্মানপ্রদর্শন প্রভৃতি সারসত্যের

অবতারণা করিয়া পেস্কার মহাশয় পথের প্রথা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, "আমার সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই।"

আমি উন্মনা হইয়া একটা কথা ভাবিতেছিলাম। কখন বাটীতে পদার্পণ করিয়াছি, জানি না। তৎপরদিন পিসীমাকে বলিলাম, "বধুকে লইয়া একবার পশ্চিমে হাওয়া বদলাইতে যাইব। তুমি উপরের ঘরটা মেরামত করিয়া রাখিও।"

পিসীমা বলিলেন, "বাবা, তোমাদের ভাব বুঝি না। এমন সুন্দর, শান্ত বউটি—দু' দিন দেখি না?" আমি বলিলাম, "আবার ফিরিলে দেখিবে। জ্বরটা সারিয়া যাউক—উভয়েরই শরীরের অবস্থা বড় খারাপ—বাঃ "

৫

সংসারের মধ্যে আমার পুরাতন ও বিশ্বাসী ভৃত্য—মকরাক্ষ নস্য। নস্য জাতিতে ছোট। দিনাজপুরে নস্যের প্রাদুর্ভাবটা বেশী। নস্যগণ মুসলমান। তাহাদিগের হাতে জল খাইতে নাই। মকরাক্ষ নস্য আমার খাস চাকর হইলেও বিবাহের বরযাত্রী যায় নাই।

মকরাক্ষের গোঁফ "জোড়া" নহে। নস্যের উভয় দিকের গোঁফের মধ্যে একটি শ্বেতরেখা সীমা নির্দ্দেশপূর্ব্বক ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে নাসিকাপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মকরাক্ষ নস্যের সহধর্ম্মিণীর জীবদ্দশায় তিনিই গোঁফের কর্ত্তা ছিলেন।

বোধ হয়, কর্ত্তার বিয়োগে গোঁফ বিধবার আকার ধারণ করে। ইহার নিগূঢ় কথা কেবল নস্য জানিত। মকরাক্ষ নস্যের চুল কালো, মন সাদা, চক্ষু দুইটা পীতবর্ণ। ইহারই সামঞ্জস্যে নস্য নীলবস্ত্র পরিধান করিত।

নস্যের সহিত যাহা পরামর্শ হইল, তাহা আপাততঃ অপ্রকাশ্য থাকিল।

বৈদ্যনাথে একটি বাসা ভাড়া করিয়া তৎসমাচার পিসীমাকে এবং অন্যান্য পুরজনকে দিলাম। সঙ্গে কেবল বধূ ও মকরাক্ষ যাইবে।

বিকালে চারিটার সময় সুহাসিনী পশ্চিমদুয়ারী ঘরের কোণে বসিয়া পত্র লিখিতেছিল। আমি ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম, "সব ঠিক।"

সু। (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বেশ।

আমি। তুমি চিঠি লিখ্‌ছ কাহাকে?

সু। যমকে।

আমি বলিলাম, "বাঃ!—" তৎপরে গৃহাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। তিন দিন পরেই বৈদ্যনাথ!

বাটীর সম্মুখেই উদ্যান—লতাকুঞ্জ, পুষ্পকুঞ্জ, ভ্রমরের গুঞ্জন, অদূরে খণ্ডশৈল, হিমানীসিক্ত মলয়বাতাস! কি সুন্দর দৃশ্য! তাহার উপর সুসজ্জিত কুটীর, লেমোনেড ও জিঞ্জারেড, এবং সময়বিশেষে দুই একখানা কাটলেট ও সিগারেট। মকরাক্ষ আনন্দে অধীর। তাহার প্লীহাটা দুই দিনে বাতাসের গুণে

ক্ষুদ্রাকারে পরিণত হইল। পীতবর্ণ ঘুচিয়া চক্ষুর কোণে হিঙ্গুলবর্ণ দেখা দিল।

অন্দরমহলে বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। একদিন প্রেমোচ্ছ্বাসের চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু ফলে কিছুই দাঁড়ায় নাই। স্তম্ভিত তুষারের ন্যায় নয়নের দৃষ্টি আমার প্রতি স্থাপিত করিয়া প্রিয়া বলিলেন, "আর যাতনা দিও না।" সত্যসত্যই কি যাতনা দিয়াছি? এমন সময় কে বহির্ব্বাটী হইতে ডাকিল, "ওহে খোঁড়া কার্ত্তিক!"

স্বর নবীনের। নবীনচন্দ্র আমার মাতুলের মামাত শ্যালক। বৈদ্যনাথে থাকে। বাহিরে গেলাম। দেখিলাম, অন্য এক জন আগন্তুক। দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয়, চিনি না।

আগন্তুক। চিনিতে পারেন কি?

আমি। বোধ হয় এগ্‌জিবিশনে দেখিয়া থাকিব।

আগন্তুক। আমি আপনার শ্বশুরবাটীর লোক। সুহাকে লইতে আসিয়াছি।

আমি। আপনি কে হন?

নবীনচন্দ্র ও আগন্তুক পরস্পরের মুখ চাহিয়া ঘরে তামাক খাইতে গেল। আমি বলিলাম, "বাঃ!—"

৬

সবই যেন বেতর রকমের। লোকটা পরিচয় না দিয়াই আমার বৈঠকখানা অধিকার করিয়া বসিয়াছে! আরও বিশেষ বিদ্বেষের কারণ এই যে, তাহার মুখশ্রী বেতর সুন্দর। মনে

হইল, বোধ হয় প্রিয়ার বাসরঘর-কথিত সুন্দর পুরুষবর্গের মধ্যে আগন্তুক একটি, এবং বোধ হয়, দিনাজপুরে যাহাকে পত্র লিখিতেছিলেন, ইনিই সেই!

ধূমকেতু ও বিড়ালের ন্যায় আপদ সঙ্গে সঙ্গে আসে।

গবাক্ষদ্বারে প্রিয়া উঁকি মারিতেছিলেন, এবং বোধ হইল, যেন একটু হাসিতেছিলেন। মকরাক্ষ সুসংবাদ লইয়া আসিল। অন্দরমহলে ডাক পড়িয়াছে। ডাকাত পড়িলেও এত আশ্চর্য্য হইতাম না। গেলাম।

প্রিয়া বলিলেন, "ওঁকে জল টল খাওয়াও, উনি আমাদের আপনার লোক।"

আমি। যেই হউন, আমি (স্বগত—উহার সঙ্গে) তোমাকে যাইতে দিব না।

সুহা। সে পরের কথা।

আগন্তুক বিনা বাক্যব্যয়ে বাটীর মধ্যে গেলেন, এবং হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিয়া আমার শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।

আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সভ্যতা রংপুরে মোটেই প্রবেশ করে নাই।

আমি। আপনার শরীরের গঠন তো বেশ। আপনার জ্বর জ্বালা হয় না?

একটি সিগারেটের ধূম উদ্গিরণ করিয়া আগন্তুক বলিলেন, "আমার বড় জ্বর হয় না. তবে একবার রেমিটেণ্ট জ্বর হইয়াছিল, মনে পড়ে।"

সেটার পুনরুদয়ের সম্ভাবনা আমার মনে উদিত হইল। আমি বলিলাম, "আপনার নাম ?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া আগন্তুক বলিলেন, "প্রসাদ।"

আমি যেন শুনিলাম, "প্রতিশোধ।"

আমি। আবার বলুন ত ?

আগন্তুক। প্রসাদ। মুখে সিগারেট থাকিলে স্পষ্ট করিয়া কথা কওয়া যায় না। মার্জ্জনা করিবেন।

তাহার পর প্রসাদ বাবু ঘুমাইলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর সর্ব্বাঙ্গে সাবান মাখিয়া স্নান করিলেন। পুনর্ব্বার ঘুমাইলেন। বেলা তিনটার সময় আহারের চেষ্টায় অন্দরমহলে গেলেন। আমি পূর্ব্বেই আহার করিয়াছিলাম।

বাহিরে মকরাক্ষ নস্য প্লীহায় ঔষধ মালিশ করিতেছিল। আমি বলিলাম, "নস্য! এ লোকটা কি রকম ?

মকরাক্ষ। ভাল বোধ হয় না।

আমি। এরূপ অজানিত লোকের সঙ্গে তাহার কথা-বার্ত্তাটা, এবং উহার সঙ্গে তাহাকে পাঠান, কিরূপ-, বাঃ—

মকরাক্ষ। আপনি শ্বশুরবাড়ীর কাহারও সঙ্গে আলাপ করেন নাই ?

আমি। না।

মকরাক্ষ। সেটা আপনার ভুল হইয়াছে—এমন অবস্থায় ভাল করিয়া পরিচয়টা লউন না। আপনার এত লজ্জা কেন ?

লজ্জা আমার আর একটি চরিত্রলক্ষণ। আমি মুখ কুটিয়া

পরিচয়টা লইব মনে করিতেছি, এমন সময় মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া দেখিলাম, প্রসাদ ও সুহাসিনী উভয়েই এক শয্যায় বসিয়া অশ্রু মুছিতেছে!

অশ্রুত্যাগের কোনও কারণ থাকিতে পারে না—ব্যতীত একটি—কেবল একটি!—আমার শিরায় শিরায় রক্ত ছুটিতে লাগিল—

আমি একটি ক্রোধকটাক্ষপাত করিয়া দূরে সরিয়া গেলাম। উভয়েই বোধ হয় দেখিল।

"মকরাক্ষ!"

মকরাক্ষ। বাবু!

আমি। তোমার সহিত পরামর্শ আছে—কথাটা সঙ্গীন—বিদেশে আসিয়াও শান্তি নাই? এ কি রকম? বাঃ!—

৭

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ঘোর সংসারবর্ত্মে এক সপ্তাহ বড় সোজা নয়। সৌর-জগতে চন্দ্র সূর্য্য ইতিমধ্যে কতবার আসিয়াছে গিয়াছে, তাহা জানিতেও পারি নাই। মনের মধ্যে কেবল দুইটি বিষয়—অবিশ্বাস!—প্রতিহিংসা! আমি বুঝিতে পারিয়াছি, প্রসাদই তাহার হৃদয়ের আনন্দ, নয়নের জ্যোতিঃ, ইত্যাদি। প্রসাদ নহিলে সে এক দণ্ড থাকিতে পারে না। শনিবার প্রত্যূষে প্রসাদ বাবুর ঘরে গেলাম। প্রসাদ বাবু বলিলেন, "জ্বর হইয়াছে!" জ্বর সামান্য। আমি মনে মনে ভাবিলাম, এটা প্রেমজ্বর। এ জ্বরমগ্নের বন্দোবস্ত

আমি করিয়াছি! টেবিলের উপর প্রসাদ বাবুর একখানা পত্র পড়িয়াছিল। বোধ হয়, রাত্রিকালে পত্রখানি লিখিয়া জ্বরে পড়িয়াছেন। প্রসাদ বাবু বাহিরে যাইবামাত্র পত্রখানি হস্তগত করিলাম। দেখিলাম, পত্র নয়—ঈশ্বরের নিকট আকুল হৃদয়ের প্রার্থনা! প্রেমের কোনও প্রমাণ পাইলাম না। মনে হইল, প্রিয়ার হস্তাক্ষর ও ইহার হস্তাক্ষর প্রায় এক রকমের। এ কি জ্বালা! মস্তকে বৃশ্চিক দংশন করিল। ঘরে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিলাম। নস্যের সহিত যাহা পরামর্শ করিয়াছিলাম, সেটা কার্য্যে পরিণত করিবার পথ বিধাতা দেখাইয়া দিলেন। দুইখানি পত্র লিখিলাম। একখানি এই,—

"সুহা! আর পারি না। এ জন্মে তুমি আমার হইলে না, সেই শোক হৃদয়ে থাকিল—হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। যদি ভগ্ন হৃদয় জোড়া দিতে চাও, তবে কল্য ঠিক ৯॥০টা রাত্রির সময় আমার সহিত বাবলা গাছের নীচে দেখা করিও। তোমারি সাধের প্রসাদ। পুনশ্চঃ।—মুখে বলিতে পারি নাই, তাই পত্রে লিখিলাম। আমার জ্বর হইয়াছে। প্রঃ—"

এই পত্র প্রসাদের হস্তাক্ষরে পরিণত করিয়া আপনাকে বাহাদুরী না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। অতঃপর ২নং পত্র সমাপ্ত করিলাম,—

"প্রাণের প্রসাদ! কল্য রাত্রিকালে কাণ্ডিক নবীন বাবুর বাসায় আহার করিতে যাইবেন। আমি আর এ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারি না। পূর্ব্বদুয়ারী ঘরে রাত্রি ১০টার সময়

এস। অনেক কথা আছে। মকরাক্ষকে সাবধান। তোমারই দাসী—সু।"

এই পত্র প্রিয়ার হস্তাক্ষরে লিখিলাম।—দুইখানি পত্রই মকরাক্ষকে দেখাইলাম। নস্য লেখাপড়া জানিত। আমার অসাধারণ বুদ্ধির মধ্যে নস্য ব্যতিরেকে (এবং পিসীমা) অন্য কেহ ঢুকিতে পারিত না। মকরাক্ষকে বলিলাম, "আমি বাবলাতলায় যাব, আর তুমি পূর্ব্বদ্বারী ঘরের আড়ালে লুকাইয়া থাকিবে, তাহার পর যাহা হয়, ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে।"

মকরাক্ষ। আপনি মার যেন অপমান করিবেন না।

আমি। তুমি কি পাগল? কখনই না।

মকরাক্ষ। আর উনি ঘরে আসিলে কি করিব?

আমি। তালা বন্ধ করিয়া দিবে।

উভয় পত্র ডাকে রওনা হইল। এবং সেই দিনই পরস্পরের করযুগলে শোভা পাইতে লাগিল! ওঃ! সেই কল্য! কবে আসিবে? আমি চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিলাম। আমি জানিতাম, উভয়েই সাবধান, এবং প্রথম সেই ক্রোধকটাক্ষপাতের দিনের পরে আর বড় একটা আমার অসাক্ষাতে তাহারা কথোপকথন করিত না।

পরদিন! পরদিনের মধ্যাহ্নে মকরাক্ষ বলিল, "বাবু, ও লোকটা জজ আদালতের উকীল, চালাক লোক—"

আমি। আমিও ফৌজদারী আদালতের মোক্তার, দেখা, যাবে—বাঃ!—

৮

নির্দ্দিষ্ট সন্ধ্যাকালে আকাশের তারার দিকে দুই একবার চাহিলাম। সেই এক সন্ধ্যা, আর এই এক!

রাত্রি ঘোর অন্ধকার। রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটেই আমার বাসা, এবং রেলওয়ে লাইনের নিকটেই সেই উল্লিখিত বাবলা গাছ। স্থানটা অনেক চিন্তা করিয়া মনে মনে বাছিয়া লইয়াছিলাম। যে টোপ ফেলিয়াছি, আর যায় কোথা? প্রমাণ হাতে হাতে। রাত্রি ৮টার সময় প্রসাদ বাবুকে বলিলাম, "আমি নবীন দারোগার বাসায় আহার করিতে যাইতেছি।" পূর্ব্বোক্ত নবীনচন্দ্র বৈদ্যনাথের পুলিস-দারোগা। প্রসাদ বাবু বলিলেন, "আমি ষ্টেশনে যাইতেছি, গাড়ী বাহির হইয়া গেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত প্রসাদ বাবুর খুব আলাপ। রাত্রি ১০টার সময় গাড়ী ছাড়ে। বুঝিলাম, তিনি ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া প্রিয়ার আবাহন অনুরোধ রক্ষা করিবেন।

৯টার সময় বাবলাগাছের নীচে উপস্থিত হইলাম। ৯৷৷০টার সময় বোধ হইল, দুইটী লোক অন্ধকারে রেলওয়ে লাইন পার হইয়া ষ্টেশনের অভিমুখে চলিয়া গেল। আমি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সুহাসিনীর আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। বোধ হইল, শীঘ্রই চাঁদ উঠিবে। বৃক্ষ হইতে একটা কাল পেঁচক রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে উড়িয়া গেল। উৎসাহে উদ্বেগে হৃদয় নাচিতেছিল।

সে উৎসাহ আনন্দের উৎসাহ নহে। সে উৎসাহ শোণিতের, সে উদ্বেগ প্রতিহিংসার। কতক্ষণ বসিয়াছিলাম, জানি না। ট্রেণ ছাড়িয়া গেল। এক, দুই, তিন করিয়া প্রত্যেক গাড়ী আমার নয়নের সম্মুখে ছুটিতে লাগিল। হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া গেল। বোধ হইল, যেন প্রিয়া ও প্রসাদ বাবু একখানি সেকেণ্ডক্লাস কম্পার্টমেণ্টের গবাক্ষে সহাস্যমুখে দাঁড়াইয়া, আমি যেখানে ছিলাম, সেই বাবলাগাছের অভিমুখে অঙ্গুলি দ্বারা কি একটা সঙ্কেত করিতেছিল!

সর্ব্বনাশ! বাটীর দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখি, আমার গৃহের ল্যাম্প নিভিয়া গিয়াছে। এক লম্ফ দিয়া উঠিলাম। পদতল বাবলা-কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। ভ্রূক্ষেপ নাই। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। তখনও অন্ধকার। সহসা মনে হইল, আমি কি পাগল? বোধ হয় আমার ভ্রম হইয়া থাকিবে। রেলগাড়ীতে তাহাদের যাওয়া অসম্ভব।

পূর্ব্বদুয়ারী ঘরের নিকট আসিয়া স্থিরনেত্রে একটা আবছায়ার মত মকরাক্ষ নস্যকে বারাণ্ডার কোণে দণ্ডায়মান দেখিলাম।

বুঝিলাম, আমাকেই সে প্রসাদ বলিয়া ঠাওরাইয়াছে। গৃহাভ্যন্তরে কি শব্দ হইল।

ওঃ! বোধ হয় সুহাসিনী ঘরেই আছে, এবং নায়কের প্রতীক্ষা করিতেছে। কিংবা বোধ হয় প্রসাদ বাবু ইহার মধ্যেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন!

চিত্ত অস্থির হইলে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়া থাকে। মনে পড়িল যে, প্রসাদ বাবু ঘরে গেলে মকরাক্ষ তালা বন্ধ করিয়া দিত। কিন্তু হয় ত সুহাসিনী ঘরেই আছে, অতএব মকরাক্ষ নস্য পরামর্শানুযায়ী ব্যাপারসাধনে বিরত হইয়াছে।

দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া চকিতের ন্যায় ঘরে প্রবেশ করিলাম। দ্বারের সম্মুখেই একটা বিস্তৃত তৈলাক্ত পদার্থে পদতল সংলগ্ন হইবামাত্র আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলাম। এমন সময় বুঝিতে পারিলাম, মকরাক্ষ বাহিরে তালা বন্ধ করিয়া ছুটিয়া গেল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় আমি বলিলাম, "বাঃ!—"

৯

আমি দীপশলাকা জ্বালিলাম। আমার সাধের ক্যাষ্টর-অয়েলের পিপাটি শূন্য করিয়া প্রায় দশ সের তৈল কে মেজের উপর ঢালিয়াছে। আমার কুকুর "জেনি" ক্যাষ্টর-অয়েল মাখিয়া ঘরে বসিয়া আছে। শয্যার উপর একখণ্ড কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা—"সবিরাম জ্বরের ঔষধ।"

পদাঘাত করিয়া গবাক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। এ ঘর ও ঘর প্রবেশ করিয়া দেখি, সবই শূন্য। সুহাসিনীও নাই! প্রসাদ বাবুর পোর্টম্যান্টোও নাই!

"হায়! হায়! শালা ফাঁকি দিয়েছে গো!" চীৎকারের চোটে কুকুর ডাকিয়া উঠিল।

মকরাক্ষ। বাবু! যাহা হইবার, তা হইয়া গিয়াছে। আমি যতক্ষণ বারাণ্ডায়, সেই অবসরে বোধ হয় দুই জন ব্যাগ

হাতে পগার ডিঙ্গাইয়া চম্পট দিয়াছে। আমি নবীন দারোগাকে সংবাদ দিয়া আসিয়াছি।

আমি। তবে বেটা ঘরে তালা বন্ধ করিয়া গেলি কেন?

নস্য। প্রথমে অবস্থাটা বুঝিতে পারি নাই। আপনাকে না দেখিয়া বাবলাতায় খুঁজিতে গিয়াছিলাম; সেখান হইতে ফেরত আসিবার সময় ষ্টেশনের বড় বাবু বলিলেন যে, প্রসাদ বাবু ও বাবুর গিন্নী সাহেবগঞ্জের টিকিট ক্রয় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার সন্দেহ হওয়াতে দারোগাবাবুকে শীঘ্র আসিতে বলিযা এইমাত্র উপস্থিত হইলাম।

আমি শূন্যে হস্ত নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম,—"সব ব্যাটা চোর—চোর!"

নবীনচন্দ্র প্রবেশ করিবামাত্র আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।

নবীন। ব্যাপার কি? কিছু চুরি গিয়াছে?

আমি। না; গহনাগুলি রাখিয়া গিয়াছে।

নবীন। তবে?

আমি। ৪৯৭।৪৯৮ ধারা, পুলিসের ধর্তব্য নহে। আর দেখুন, আমার সন্দেহ হয়, ষ্টেশনমাষ্টার ইহার মধ্যে আছেন।

ওঃ! আমি ফৌজদারী মোক্তার! আমার বাটীতে ৪৯৭ ধারা! এ মুখ লইয়া যাইব কোথায়? নবীনচন্দ্র সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। কথাটা তোলপাড় করিয়া রাষ্ট্র করা যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

"যাইবে কোথায় ? তুই দিনেই অপরাধিদ্বয়কে ধরিয়া দিব। সাহেবগঞ্জে টেলিগ্রাফ করিব কি ?"

আমি। মোটেই না। চাঁদের কলঙ্ক ধরিয়া উপাড়িয়া ফেলিলেও চাঁদ পবিত্র হয় না। আমার জীবনের সাধ অনেক দিন ফুরাইয়াছে, কিন্তু প্রতিহিংসানল আরও জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মকরাক্ষ !

নস্য। বাবু !

আমি। আমার পায়ের কাঁটা তুলিয়া দাও; সাবান আন। গরম জল ফুটাও। এ কি সাধারণ যন্ত্রণা ? তাহার উপর আবার দে কোম্পানীর তৈল ! আচ্ছা, দেখা যাইবে, রংপুরের শালা কত দূর যায়। আমার কি ? আমার লজ্জা-সরম গিয়াছে, আমি—

নবীন দারোগা ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমি অঙ্গমার্জ্জনে রত হইলাম।

১০

লজ্জা, অপমান, ক্ষোভ, ধিক্কার, প্রতিহিংসার বোঝা মাথায় লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলাম। প্রায় সহস্রাধিক টাকা ব্যয় করিয়া অবশেষে এই ?

প্রায় এক সপ্তাহ পরে বাটীতে পঁহুছিয়াছিলাম। সন্ধ্যা-কালে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি, পিসীমা সলিতা পাকাই-তেছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি নয়নজলে পরিপ্লুত হইলেন। বুঝিতে পারিলাম, সংবাদ আসিতে বিলম্ব হয় নাই।

আমি। পিসীমা! সব হারাইয়াছি।

পিসী। বাবা! খবর পেয়েছ?

আমি। কিসের খবর? অন্য কোনও বিপদ হইয়াছে নাকি?

পিসী। বৌমা যে আর নেই! এই যে তার ভাই চিঠি লিখেছে!

পিসীমার ক্রন্দনধ্বনির মাত্রা চড়িতে লাগিল। আমি জানিতাম, পিসী সুচতুরা বুদ্ধিমতী, কিন্তু এই অভাবনীয় ঘটনায় মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। সংবাদ এই যে, সাহেব-গঞ্জের গঙ্গায় ঝড়ে নৌকাডুবি হইয়া নায়ক ও নায়িকা মারা পড়িয়াছেন! আমি বলিলাম, "ঈশ্বরের বিচার নাই। যেরূপ মোকদ্দমা, তাহাতে তাঁহার নিজ হাতে আইন লওয়াটা ভাল হয় নাই।"

প্রবলবেগে বাত্যা উঠিয়াছে। হায় রে, কত সাধ করিয়াছিলাম! আমার মধুযামিনী যে ঐ ঘরেই কাটিবে! হঠাৎ ক্রন্দন আমার চরিত্রলক্ষণ নহে, অথচ কাঁদিয়া ফেলিলাম।

পিসীমা। বাবা! তোর দোতলা ঘরে শয্যা পাতিয়াছি, একটু বিশ্রাম কর্‌গে।

ধীরে ধীরে উঠিলাম। সন্‌ সন্‌ শব্দে বায়ু আসিয়া গৃহের আলোক নির্ব্বাপিত করিল। আর আলোকেই বা কি হইবে? যাহার জীবনের আলোক নাই, তাহার বাহিরের আলোক দেখিয়া কি ফল? শয্যায় শয়ন করিয়া ঘোর রকম মনস্তাপ

হইল। একবার, দুইবার, তিনবার কাঁদিলাম। এ সংসারের পরিণাম যখন ইহাই, তখন মানবের ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, হিংসা কেন? শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া পরলোকের প্রতি একটা বিশ্বাস ছিল। করযোড়ে জগন্নাথকে ডাকিয়া বলিলাম, "নাথ! পরলোকে যেন সুহাসিনীকে দেখিতে পাই; আমার কোন্ দোষে সে আমাকে ছাড়িয়া গেল?" বাস্তবিক, আমি যে তাহাকে ভালবাসিতাম, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ রহিল না।

যেন ঊর্দ্ধ হইতে ধ্বনি হইল, "ছি, কেঁদ না!"

আমার প্রেতযোনিতে বিশ্বাস চিরকালই ছিল, কিন্তু বিশ্বাস থাকা ও প্রত্যক্ষ হওয়া, উভয়ের প্রার্থক্য অনেক। কাজেই বিশ্বাস ও আমি, উভয়েই ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলাম।

আমি। কে তুমি?

ভূত। সুঁহাসিঁনী—

একটা প্রবাদ আছে যে, মরিলেও ম্যালেরিয়া ছাড়ে না; যদি সুহাসিনী হয়, তবে নিশ্চয় ম্যালেরিয়া ছাড়ে নাই। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়া অঞ্চলে বাঁধা আদার কুচি ও কুইনাইন বাহির করিয়া ঊর্দ্ধে দেখাইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার জ্বর আসিয়াছে কি?"

ভূত। হাঁ।

আমি। আচ্ছা, একখানা আদার কুচি খাও ত ধন!

যেন কে আমার হস্ত হইতে আদার কুচি লইয়া খাইতে লাগিল। বাস্তবিক, আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ কি

কথনও সম্ভব হইতে পারে? ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। ঘর্ম্মাপ্লুত অবস্থায় পিসীকে চীৎকার করিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দুইটী কোমল হস্ত আমার মুখ চাপিয়া ধরিল, "নাথ! দাসীকে কেন এত কষ্ট দিতেছ?"

এবার নাকী স্বর নাই। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলাম, "একবার বল ত 'রাম'!" সে বলিল "রাম!" আমার অনেকটা সাহস হওয়াতে বলিলাম, "এ কি রকম! বাঃ!—"

১১

উপর্য্যুপরি স্নায়ুর উত্তেজক ঘটনাবলী আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

"তুমি কি সত্যই সুহাসিনী?"

সুহাসিনী। হঁা।

আমি। তবে প্রসাদ কই?

সুহাসিনী। সে আমার ভাই, তাকে সঙ্গে করে কল্য এখানে আসিয়াছি।

আমি। পিসীমা জানেন?

সুহাসিনী। জানেন বৈকি, তিনিই এই ফুলশয্যা পাতিয়া দিয়াছেন।

আমি। তবে তুমি ছিলে কোথা?

সুহাসিনী। আমি দড়িতে ঝুলিতেছিলাম। তুমি আমাকে পায়ে ঠেলিলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।

আমি সুহাসিনীকে নিকটে টানিয়া আনিলাম। জ্বর ছাড়িতেছিল।

আমি। প্রসাদ চলিয়া গিয়াছে?

সুহাসিনী। না; নীচের ঘরে শুইয়া আছে।

আমি। তোমরা আমাকে এমন ফাঁদে ফেলিলে কেন?

অন্ধকারের মধ্যে দুটি তারকার ন্যায় তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু দেখিয়া আমার হৃদয়ে ব্যথা লাগিল। দুজনের পরিশ্রমটা আমিই ঘাড় পাতিয়া লইলাম। তাহার পর আর কি? অনেক কৈফিয়ৎ-আদান-প্রদানের পর ইহাই স্থির হইল যে, সুহাসিনী আমারই, এবং আমিও তাহারই। সেও আমাকে বাসরঘরে ভালবাসিয়াছিল, আমিও বাসিয়াছিলাম; তবে বায়ু ও পিত্তের বৈষম্যে এতদিন সবিরাম জ্বরে ভুগিতেছিলাম, অবিরাম জ্বরে পরিণত হইতে পারে নাই। সেই অবধি আমরা বরাবর আদার কুচি ও কুইনাইন ব্যবহার করি। আর কি করিব? বাঃ!

দুই বন্ধু।

বিপিনচন্দ্র এবং বিহারীলাল যখন ২২ নং এবং ২৪ নং ————ষ্ট্রীটের বাটী ভাড়া করিয়াছিল, তখন ২৩ নং বাটী খালি পড়িয়াছিল।

উভয়েরই ২৩ নং বাটী পছন্দ হয়; কেন না, ভাড়া কম, এবং উভয় বন্ধুরই মতিগতি একপ্রকার। বাল্যাবধি উভয়ে দৃঢ়প্রণয়াবদ্ধ। সুতরাং এক জনকে অসুবিধায় ফেলিয়া কেহই ২৩ নং লইতে স্বীকৃত হইল না।

কাজেই ২৩ নং খালি পড়িয়া রহিল।

জগতে এরূপ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত বিরল হইলেও নূতন নহে। যদি উভয় বন্ধু একত্র ২৩ নং ভাড়া লইত, তবে

সম্ভবতঃ গোল মিটিয়া যাইত। কিন্তু তাহাতে অনেক বাধা ছিল। প্রথমতঃ বিপিন, নিরামিষাহারী, কিন্তু মদ্যপায়ী ; এবং বিহারী মাংসাশী, তামাক পর্য্যন্ত খায় না। দ্বিতীয়তঃ, বিহারী প্রায় সারারাত্রি জাগিয়া গ্রন্থ পাঠ করে, এবং মধ্যে মধ্যে কবিতা লেখে। বিপিন আপিস হইতে আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে।

বিহারী আবগারীর দারোগা। বিপিন মার্চেন্ট-আপিসের একটিং হেড বাবু। উভয়েই যুবক, এবং দেখিতে এক রকম। উভয়েই চাঁদনীতে একই দোকানে বস্ত্রাদি এবং ক্রেটীবাজারে একই দোকানে জুতা কিনিত। উভয়েরই সুখ দুঃখের কথা প্রায় একরকম, এবং একই কথায় উভয়ে হাসিত, কাঁদিত। কোনও হাসির কথা থাকিলে বিহারী বিপিনকে না বলিয়া হাসিত না, এবং কোনও কান্নার কথা থাকিলে বিপিন বিহারীকে না বলিয়া কাঁদিত না।

বিহারী আবগারীর দোকান প্রভৃতি বন্দোবস্তের সময় উপরি রোজগার করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল, বিপিনের সঞ্চিত ধন প্রায় তাহারই সমান। সুতরাং পরস্পরের প্রতি কাহারও কখনও লেশমাত্র হিংসার উদ্রেক হয় নাই।

উভয়েই অবিবাহিত, এবং একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভার কাহাকেও বহন করিতে হয় নাই।

বিপিনের মদ্যপান করিয়া ঘুমাইয়া যতখানি সুখ হইত, বিহারীর সারারাত্রি জাগিয়া কবিতা-লিখনে তাহাই হইত। উভয়েই সুখী, এবং হরিহর-আত্মা।

প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া হয় বিহারী বিপিনের বাটীতে যায়, নয় ত বিপিন বিহারীর বাটীতে আসে। তখন উভয় বন্ধু সেই জনাকীর্ণ মহানগরীর ছোট বড় কথা পরস্পরের মুখ চাহিয়া কহে। বুয়র-যুদ্ধ, আফ্গানিস্থানের সম্ভাবিত রাষ্ট্রবিপ্লব, দিল্লীর দরবার, আগামী কন্গ্রেস, গীতার দ্বৈতভাবার্থক টীকা, ষ্টার থিয়েটারের "সাবিত্রী" অভিনয়ের পরিপাট্য, ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া সমালোচনা করিয়া উভয়ে কলের জলে সর্ব্বাঙ্গ বিধৌত করিয়া মস্তিষ্ক শীতল করিত।

বিহারী বলিত, "বিপিন, মদটা ছাড়, আর যদি মদটাই খাইলে, তবে মাংসটা খাইতে দোষ কি?"

বিপিন। (ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক) "বিহারী, তোমার কল্যাণে দেশীর দরে বিলাতী খাইতেছি, তাহার উপর জীবহিংসা করাটা কি উচিত?"

যখন বিহারী নিরলসভাবে সুদীর্ঘ শীতকালের রাত্রিতে মানবজীবনের বিচিত্র অসারতা কাব্যের ছন্দোবন্ধে পিটিয়া গড়িয়া সূক্ষ্ম করিত, তখন বিপিনের সূক্ষ্মদেহ স্বপ্নক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বিহারীর আত্মার সহিত সদ্ভাবস্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিত।

আহা! সে জগতে কেই বা বিহারী, আর কেই বা বিপিন! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? স্থূলদেহের সংস্কার প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইলে জীবাত্মা স্বতঃই পরস্পরের সহিত মিলনে ব্যস্ত হয়।

এইরূপে অলক্ষ্যে ও অভাবনীয়রূপে বিহারীর সহিত বিপিনের মৈত্রী ক্রমেই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

উভয় বন্ধুরই দারপরিগ্রহ সম্বন্ধে কোনও আসন্ন উদ্বেগ ছিল না।

আর একটা বিশেষ কথা। উভয়ের চরিত্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত উভয়ে কিংবা উভয়ের বন্ধু ও প্রতিবাসিগণ কেহই কোনও দোষারোপ করিতে সক্ষম হয় নাই। যাহারা মদ ও মাংস খায়, তাহাদের মধ্যে এরূপ নৈতিক নিষ্কলঙ্কতার দৃষ্টান্ত প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় না।

যাহারা জ্ঞানী, তাহারা বলিত, উভয় বন্ধু যোগভ্রষ্ট। কেবল পূর্ব্বজন্মের সংস্কারটার জন্য, অর্থাৎ কর্ম্মফলের দৃঢ় নিয়ম বজায় রাখিবার জন্য, দিন কতক মদ্য মাংস এবং নিরামিষ চলিতেছে।

২

হেনকালে ২৩ নং বাটী ভাড়া হইয়া গেল।

পশ্চিম হইতে কোনও বৃদ্ধ ভদ্রলোক রুগ্ণা স্ত্রী ও অরুগ্ণ-দেহা বিধবা যুবতী কন্যা লইয়া চিকিৎসার জন্য নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়াও কোন ফল না পাইয়া, অবশেষে কলিকাতায় আসিলেন, এবং অনেক বাসাবাটী পরিদর্শন করিয়া অবশেষে ২৩ নংই পছন্দ করিলেন।

সামান্য কারণে ব্রহ্মাণ্ডে বিপ্লব ঘটে। শুনা যায়, ব্রীহি, যব, গোধূম প্রভৃতি অন্নের মধ্য দিয়া স্বর্গচ্যুত জীবগণ আবার

ইহলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। টীকাকার বলেন, ইহা ভিন্ন আর উপায় নাই; কেন না, খাদ্যের উপরই জীবন নির্ভর করে। জীব ইচ্ছা করিলে জগতের সমুদয় পথ রুদ্ধ করিতে পারে, কেবল অন্ননালীর পথ পারে না: কার্য্যগতিকে অন্ন ভিন্ন জীবাত্মার মানবের দেহকোষে সঞ্চারিত হইবার আর কোনও প্রশস্ত পথ নাই।

সেইরূপ সামান্য কারণেই উভয় বন্ধুর জীবনে একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। প্রথমতঃ ২৩ নং বাটীতে জনসমাগমবশতঃ উভয়ের প্রাত্যহিক কথোপকথনের মধ্যে একটা নূতন বিষয় আসিয়া পড়িল।

বিপিন। লোকটা একটু ব্রাহ্মধরণের।

বিহারী। বড় ভদ্রলোক, এবং অমায়িক।

বিপিন। আমি তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য নীলরতন ডাক্তারকে আনিবার পরামর্শ দিয়াছি।

বিহারী। আমি কেদার ডাক্তারকে ডাকিতে বলিয়াছি।

উভয়েই কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। যখন কোনও কথাই পূর্ব্বে পরামর্শ না করিয়া বন্ধুদ্বয় ইতিপূর্ব্বে প্রচার করে নাই, তখন এবার সেই নিয়ম কেন লঙ্ঘিত হইল, তাহা বিহারী ও বিপিন কেহই বুঝিল না। তবে উভয়েই ইহা বুঝিল যে, উভয়ের পরস্পরকে না বলিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নিকট সহানুভূতি-প্রকাশ একটু নূতন ধরণের হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং যখন ২৩ নং বাটীর শ্যামা ঝি ২২ নং বাটীতে

বিপিনকে না পাইয়া ২৪ নং বাটীতে বিহারীকে ডাকিতে গেল. তখন উভয়েই একটু সঙ্কুচিত হইয়াছিল।

বৃদ্ধ নবীন বাবু বিপিন ও বিহারীর ন্যায় সদ্বংশজাত কায়স্থ, এবং করুণাবাৎসল্যে ভরা হৃদয়। কোন্ ডাক্তারকে দেখাইলে ভাল হয়, তাহারই পুনঃপরামর্শের নিমিত্ত বন্ধুদ্বয়কে ডাকিযাছিলেন।

বিহারী বলিল, "বিপিন! তুমি যাও।"

বিপিন বলিল. "তুমি যাও।"

শ্যামা বলিল. "আপনারা আসিযা একটা স্থির করিয়া বলুন ; আমি যাই।"

আবার যখন পুরাতন স্নেহ আসিযা উভয় বন্ধুর হৃদয় আপ্লুত করিল, তখন উভয়েই এক জন ডাক্তার মনোনীত করিয়া নবীন বাবুকে জ্ঞাত করাইল। কিন্তু দুই জনের মধ্যে কেহই ২৩ নং বাটীতে গেল না।

বিপিন। এও একটা আপদ। পরের জন্য এত মাথাব্যথা অনেক সময় অসহ্য হইয়া পড়ে।

বিহারী। ঠিক তাই, দুই বাটীর মধ্যে একটা রুগী আসিয়া পড়িলে কার্য্যগতিকে জঞ্জাল বাধে।

বিপিন। ভদ্রলোকের মেযেছেলে, এখন তখন ছাতে উঠে ; তাই আমাকে পূর্ব্ব দিকের জানালা বন্ধ করিতে হইয়াছে।

বিহারী। আমিও পশ্চিম দিকের জানালাটা বন্ধ করিয়াছি।

তখন যদি তুমি ২৩ নং বাটীটা লইতে, তবে এ অসুবিধা ঘটিত না।

বিপিন। এক জনের ত হইত। এখন না হয় দুই জনের হইয়াছে।

দুই জনেরই সুখদুঃখের ভাগ কার্য্যগতিকে সমান দাঁড়াইয়া গেল। ইহাতে উভয়েরই অবস্থা উভয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় মস্ত, মাংস এবং নিরামিষ ইত্যাদি খাইতে লাগিল।

৩

সুলোচনা বিধবা হইলেও বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিবার বিশেষ আধ্যাত্মিক লালসা ছিল না। সত্য, সুলোচনা বিষাদচিহ্নস্বরূপ কালাপেড়ে শাড়ী পরিধান করিত। দারুণ স্বামিশূন্যতা অনুভব করিয়া মধ্যে মধ্যে চোখে জল আনিয়া ফেলিত। তাহাও সত্য। কিন্তু সুলোচনা হাল ছাড়িয়া দেয় নাই। সকলেই জানিত; সুলোচনার পূর্ব্বাপেক্ষাও সুন্দর বর জুটিবে। এরূপ সুখঘটনার কালবিলম্বের কারণ কেবল তাহার জননীর অসুস্থতা।

ঈশ্বরের কৃপায় ও ডাক্তারের সাহায্যে জননী সারিয়া উঠিলেন, এবং এই শুভসংবাদপ্রচারার্থ সুলোচনা তাহার কাবুলী বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দিল।

সুলোচনার কাবুলী বিড়াল তাহার পরলোকগত স্বামীর

প্রদত্ত স্মৃতিচিহ্ন। বিড়ালটি বড় সাধের. এবং অনেকটা উল্লিখিত স্বামীর স্থান অধিকার করিয়াছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পর, সুলোচনাকে নিজের জন্য এক জন ঝি রাখিতে হইয়াছিল। জ্যাকেট আঁটিয়া দিতে, চুলে কাঁটা পরাইয়া দিতে, সময়ে অসময়ে রূপের বাহবা দিতে, ক্রন্দনের সময় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে, এবং অন্যান্য ছোট বড় কার্য্যে সাহায্য করিতে, কিংবা বাধা দিতে, পূর্ব্বে সুলোচনার স্বামী ভিন্ন আর কেহই ছিল না। সুতরাং সেই কর্ম্মগুলির ভার যথাযোগ্যভাবে, বিড়াল, শ্যামা ঝি, এবং অন্যান্য ব্যক্তির উপর স্থাপন করিয়া সুলোচনা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

কাবুলী বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবার পূর্ব্বে বিপিন ও বিহারী তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিল না। সুতরাং যখন টুং টুং শব্দে ভ্রাম্যমাণ বিড়াল ছাতের উপর একবার পূর্ব্ব দিকে এবং অন্যবার পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিল, তখন বিপিন ও বিহারী উভয়েই স্ব স্ব গবাক্ষ ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া এই অভিনব শব্দের কারণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইল।

উভয়েই ইহাও জানিল যে, যখন বিড়াল ছাতে আসে, তখন সুলোচনাও বিড়ালকে ছাত হইতে ধরিয়া লইয়া যায়।

পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ!

পশুর বুদ্ধি হইতে মানববুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। তাহার প্রমাণে আরও বলা যাইতে পারে যে, বিহারী প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটা গোটা গন্ধা

চিংড়ী ভাজিয়া স্বীয় অৰ্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়নপথে রাখিয়া দিত। তদবধি বিড়াল যথাসময়ে উক্ত চিংড়ী সম্মুখের পদনখর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বাহিরে টানিয়া লইয়া গিয়া ভক্ষণ করিত।

বিপিন যখন উঁকি মারিয়া এই ব্যাপার দেখিল, তখন তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না।

অতএব বিহারীকে টেক্কা দিয়া বিপিন একটি ছোট খুরী দুগ্ধপূর্ণ করিয়া নিজের বাতায়নপথে বিকালে সাবধানে রাখিয়া দিল।

আমিষ আহার করিতে যেমন বিড়ালের পক্ষে সুবিধা হইয়াছিল, নিরামিষ আহার তেমন সোজা হইল না। কাজেই বিড়ালের গলা বাড়াইয়া দুগ্ধ পান করিতে কিঞ্চিৎ অধিক সময় লাগিত।

সুতরাং সুলোচনা একদিন এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং বাতায়নপার্শ্বে আসিয়া গৃহস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া ভবিষ্যতে দুগ্ধ সম্বন্ধে সাবধান হইতে পরামর্শ দিল।

বিপিন (গবাক্ষপার্শ্ব হইতে)। বড় সুন্দর বিড়াল। খাউক না। অমন বিড়াল দুধ খাইয়া যায়, সে ত আমার সৌভাগ্যের কথা।

সুলোচনা (সলজ্জভাবে)। না—না, সে কি!—ইহা বলিয়াই কোমল মুষ্টিপ্রহার করিয়াই বিড়ালকে লইয়া গেল। বিপিনের হৃদয়ও সেই বিড়ালের সঙ্গে গেল।

বিহারী হতাশভাবে পশ্চিম দিকের জানালা হইতে এই অভিনয় নিরীক্ষণ করিল। ক্রমে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

তৎপরদিন প্রত্যূষে যখন বিহারী ও বিপিন পরস্পরের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল, তখন কাহারও কথা জুটিল না; কাজেই বিপিন তামাকু খাইয়া চলিয়া আসিল, এবং বিহারী গত নিশির অর্দ্ধসমাপ্ত কবিতা সমাপ্ত করিল।

৪

নিরামিষভোজী হইলেও বিপিনের ভালবাসার মাত্রা বিহারী অপেক্ষা কম নয়। এই নূতন মদিরার আস্বাদন পাইয়া বিপিন পুরাতন মদির ত্যাগ করিল। বিপিনের নিদ্রার ভাগটাও কমিয়া গেল, এবং সময় কাটাইবার উপায় না পাইয়া দুই একটা কই মৎস্য ও হাঁসের ডিম খাইতে লাগিল। ইহার কারণে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, কাবুলী বিড়ালের কীটাণু (bacilli) বিপিনের দেহে সংক্রান্ত হইয়াছিল। নবীন প্রেম সম্বন্ধেও তাহাই বক্তব্য। বিজ্ঞান যেমন এ সব কথার রহস্য শীঘ্র বুঝাইয়া দিতে পারে, দর্শন তাহা পারে না।

বিহারীর সম্বন্ধে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, ঈর্ষ্যাপ্রযুক্ত তাহার শরীরের অনেক কীটাণু বাহির হইয়া গেল। কামনা হইতে ঈর্ষ্যা এবং ঈর্ষ্যা হইতে ক্রোধ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং একদিন প্রাতঃকালে যখন বিড়ালশ্রেষ্ঠ বাতায়নপথে মৎস্য না পাইয়া স্বভাবসুলভ ধ্বনি করিতেছিল, তখন বিহারী তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া গোটাকতক বজ্রমুষ্টি প্রহার করিল।

সুলোচনা ছাতের উপর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ জানালার নিকট গেল।

সুলোচনা। আপনি কেমন লোক মহাশয়? বিড়ালকে অত মাচ্ছেন কেন?

বিহারী। আপনি যদি বিড়ালকে না সামলান, তবে আমি মারিয়া ফেলিব।

সুলোচনা। ও কি দোষ করিয়াছে?

বিহারী। ঘণ্টার শব্দে আমার ঘুম হয় না, আর যতক্ষণ জাগিয়া থাকি—আপনি জানেন ত—আমি রাত্রি জাগিয়া কবিতা লিখি—ততক্ষণ উহার টুং টুং শব্দে আমার মাথা ঠিক থাকে না।

সুলোচনা। আপনি কবিতা লেখেন, তাহা আমি জানিতাম না। আমি কবিতা বড় ভালবাসি। আপনার কবিতা আমাকে দেখাইবেন কি?

বিহারীর ক্রোধ কতকটা প্রশমিত হইয়া অনুতাপের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্য সত্যই সুলোচনা তাহার বিড়ালের উপর বিহারীর অন্যায় অত্যাচারে কাঁদিয়া ফেলিল।

বিহারী ভাবিল, "আমি কি কাপুরুষ"—

বিহারী। আপনি কাঁদিবেন না,—আমার অপরাধ হইয়াছে, মার্জ্জনা করিবেন।

তখন বিহারী সহৃদয়তা জানাইবার জন্য মার্জ্জারকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিল, "পুস্—পুস আয়, আয়!—"

বিড়াল লাঙ্গুল নাড়িয়া স্নেহ জানাইল। পশুদিগের

কৃতজ্ঞতা স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হয়। সুলোচনা ধীরে ধীরে বিড়ালটি লইয়া বিহারীর হাতে দিল।

সুলোচনা। আপনি বড় নিষ্ঠুর। এমন কোমল শরীরে অত মারিলে বাচিবে কেন?

বিহারী। আর আমার হৃদয়টা কি পাষাণ?

সুলোচনার কোমল করস্পর্শে বিহারীতেও কীটাণু সংক্রান্ত হইয়াছিল; কারণ, পূর্ব্বোক্ত হিংসা প্রভৃতির কীটাণুর স্থলে এখন অন্য প্রকারের কীটাণু আসিয়া বিহারীর হৃদয়ে একটা মনোহর আন্দোলন উপস্থিত করিল। বিহারী নিজের বাছা বাছা কবিতা লইয়া সুলোচনাকে দিল, এবং সুলোচনাও একে একে তাহা দেখিয়া শুনিয়া লইল। শেষে একটা কবিতা দেখাইয়া বিহারী বলিল, "এটি কোনও বিশেষ লোকের জন্য রচিত হইয়াছে।"

সুলোচনা। কে লোক বল না—

বিহারীর হৃদয় ঐ মধুর "বল না" শুনিয়া অনিশ্চিত জগতে একটা লাফ দিল।

বিহারী। ও কবিতা তোমারই জন্য—

সুলোচনা অদৃশ্য হইল, কিন্তু স্বীয় গবাক্ষপার্শ্বে বিপিন মাথায় হাত দিয়া বসিল।

৫

যদিও উভয় বন্ধুর আপাততঃ অবস্থা সমান, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তাহারা সুখী নহে। বিপিন আর মোটেই বিহারীর বাটী

যায় না, এবং বিহারীও বিপিনের বাটীতে আসে না। তজ্জন্য কেহই বড় দুঃখিত নহে। উভয়ের মতিগতি, খাদ্যাখাদ্যেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এবং খরচপত্রের তালিকা সম্বন্ধেও উভয়ের পূর্ব্বাপর দৃষ্টি নাই। বৃদ্ধ নবীন বাবু স্ত্রীর আরোগ্যাবধি উভয়কে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন, এবং নবীন বাবুর স্ত্রীও বিপিন ও বিহারীর পরামর্শ না লইয়া কোনও কাজ করিতেন না।

কিন্তু বিপিন ও বিহারীর অদৃষ্টে শান্তি হইল না। সেই কবিতা-অর্পণকাল হইতে আর সুলোচনা ছাতে যাইত না, এবং বিড়ালের খাদ্যসংগ্রহ বন্ধ হইয়া গেল। সুলোচনার ও তাহার বিড়ালের আভ্যন্তরীণ ভাবটা যে কি, তাহা উভয় বন্ধু কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। বিপিন বিহারীর মুখ দেখিতে এবং বিহারী বিপিনের মুখ দেখিতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করিত।

যদি সুলোচনা বলিত, "বিহারী! তোমাকেই আমি ভালবাসি," কিংবা, "বিপিন! তোমাকেই আমি ভালবাসি," তবে যাহা হউক একটা মীমাংসা হইয়া যাইত। কিন্তু সুলোচনার হঠাৎ রঙ্গস্থল হইতে অন্তর্ধানে উভয় বন্ধুই মনে করিল যে, সুলোচনা চটিয়া গিয়াছে; অথচ উভয়েরই ধারণা যে, সুলোচনা তাহাকেই ভালবাসে। এরূপ স্থলে যাহা ঘটিতে হয়, তাহাই ঘটিল; অর্থাৎ, উভয়েই পূর্ব্বসংস্কার ইত্যাদি বর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল দেশী মদ খাইতে লাগিল। বিলাতীর খরচ আর কুলাইল না।

বৃদ্ধ নবীন বাবুর মনে একটা সাধ ছিল যে, বিহারী ও বিপিনের মধ্যে এক জনকে বাছিয়া লইয়া সুলোচনার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করেন্। কিন্তু বিহারী ও বিপিনের মদ্য-পানের ঘটা দেখিয়া, উভয়েরই উপর তাঁহার ঘৃণা হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে একটা সঙ্গীন ঘটনা উপস্থিত হইল। একদিন রাত্রিকালে বিহারীর ঘরে সুলোচনার কাবুলী বিড়াল কোনও ক্রমে প্রবেশ করে; বিহারী তাহাকে বাঁধিয়া রাখিল।

প্রত্যূষে বিড়ালের সন্ধান না পাইয়া সুলোচনা ছাতে গেল। দেখিল, বদ্ধ বিড়াল নির্জ্জীবপ্রায় হইয়া বিহারীর ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

তখন বিপিন বাতায়নপথে উদিত হইলে সুলোচনা মুখ ভার করিয়া একবার বলিল, "দেখুন ত কি অন্যায়।"

বিপিন বুঝিতে পারিল। তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়া বহির্দ্বারে গেল, এবং তদ্দণ্ডেই বিহারীর ঘরে গিয়া বিড়ালকে বন্ধনমুক্ত করিয়া কোলে তুলিয়া লইল।

উভয়েরই চক্ষু রক্তবর্ণ।

বিহারী বলিল, "শীঘ্র রাখ।"

বিপিন অবজ্ঞাসূচক হাসি হাসিয়া একবার উন্মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া সুলোচনার দিকে চাহিল।

বিহারীও দেখিল। তৎপরেই উভয় বন্ধু আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় পরস্পরকে আক্রমণ করিল।

এই মল্লযুদ্ধের বর্ণনা অনাবশ্যক; তবে এই পর্য্যন্ত বলিলেই

যথেষ্ট হইবে যে, সাধের বিড়ালটি উভয়ের দেহ চাপা পড়িয়া, এবং উভয়ের টানাটানিতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

রুধিরাক্ত কলেবর বিপিন ও বিহারী সারাদিন সেই ঘরে মাতাল অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

৬

সুলোচনার যে মূর্চ্ছা হইয়াছিল, তাহা প্রথমে কেহ দেখে নাই। সন্ধ্যার সময় সুলোচনা শয্যায় শুইয়া স্থিরনেত্রে সন্ধ্যাতারকা দেখিতেছে।

বিড়ালের ইহজগৎ ছাড়িবার সহিত, সুলোচনারও সংসারে সঙ্গে যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা ঘুচিয়া গিয়াছে।

সুলোচনা কাহাকেও ভালবাসে নাই। সেই মার্জ্জারই তাহার প্রথম ভালবাসা, এবং শেষ ভালবাসা। বাস্তবিক, একেবারে অধিক ভালবাসা কখনও স্বাভাবিক হইতে পারে না।

সুলোচনার বিড়ালের সহিত তাহার একমাত্র স্বামীর স্মৃতি সন্ধ্যাবায়ু জাগাইয়া তুলিয়াছে। সুলোচনার কোমল হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে পাষাণে তাহার একমাত্র স্বামীর দেবমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা ইহজন্মে মুছিবার নয়।

সুলোচনা ধীরে ধীরে উঠিয়া মস্তকের কেশগুলি কর্ত্তন করিয়া ফেলিল, কালাপেড়ে শাড়ী ফেলিয়া সাদা শাড়ী পরিধান করিল। কাগজপত্র, কবিতা, সিঁদুর, সাজ সজ্জা—সব দূরে ফেলিয়া দিল।

সুলোচনার মূর্ত্তি স্থির হইয়া আসিল। সে শ্যামা ঝিকে বলিল, "মৃত বিড়ালটাকে আন্।"

জনকজননী কত বুঝাইলেন, কিন্তু সুলোচনার জীবন যে গভীর স্তরে পড়িয়া গিয়াছে, সেখানে পার্থিব আশ্বাসবাণী পঁহুছিল না।

কাজেই নবীন বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সম্পূর্ণ বিধবার মূর্ত্তি দেখিয়া, কন্যা সহ সেই রাত্রিকালেই দেশে যাত্রা করিলেন। তার পর আর তাঁহাদের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না।

রাত্রি দশটার পর বিহারীর নেশা ভঙ্গ হইল। বিহারী দেখিল, বিপিন পড়িয়া আছে। বিহারীর স্মৃতিপথে মল্লযুদ্ধের কথা আসিতে সে একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া ২৩ নং বাটীতে গেল। দেখিল, বাটী জনশূন্য। বিহারী শুনিল যে, নবীন বাবু সপরিবারে চলিয়া গিয়াছেন। বিহারী ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, "বিপিন!"

বিপিন। হুম্—

বিহারী। তাহারা চলিয়া গিয়াছে।

বিপিন। হুম্—

বিহারী সারারাত্রি বসিয়া বিপিনের গাত্র টিপিয়া, ঔষধ খাওয়াইয়া, গোলাপজলে মাথা ধৌত করিয়া, প্রাতঃকালে দেখিল, বিপিন প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

বাস্তবিক, দশটার সময়ই হুঁস হইয়াছিল, কিন্তু বন্ধুর পুরাতন কোমল করের সস্নেহ আভাস পাইয়া সে আরাম করিয়া পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ ঘুমাইয়াছিল।

যখন সূর্য্য উঠিতেছিল, তখন বিপিন বলিল, "দেখ বিহারী, পূর্ব্বেই আমাদিগের একটা ভুল হইয়াছে।"

বিহারী। কি?

বিপিন। ঐ ২৩ নং বাটী খালি থাকিতে দেওয়া উচিত হয় নাই।

বিহারী। আমারও তাহাই মত।

অতঃপর সেই দিনই উভয়ে উঠিয়া ২৩ নং বাটীতে একত্র গেল, এবং ইহাও আশ্চর্য্য বলিতে হইবে যে, উভয়ের খাদ্যাখাদ্যের বিভিন্নতা আর রহিল না; কেন না, উভয়েই সাবধানে মদ্য, মাংস, নিরামিষ প্রভৃতি সমান অংশে খাইতে লাগিল, এবং উভয়েরই খরচ এক সমান দুই অংশে বিভক্ত হওয়াতে আর কোনও ক্ষোভের কারণ রহিল না।

উভয়েরই অবস্থা এখন এক প্রকার, অতএব উভয়েই সম্পূর্ণ হরিহরাত্মা।
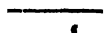
বাজে খরচ

১

পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সে হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের অজীর্ণ রোগ হয়। এক বৎসরের পর অন্য বৎসর ভেড়ার পালের মত একে একে চলিয়া গেল, কিন্তু চাটুর্য্যের অজীর্ণ রোগ সারিল না।

চল্লিশের কোঠায় পদার্পণ করিয়া চাটুর্য্যের জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হইল। উভয়ের অনুকম্পায় চাটুর্য্যে বুঝিতে পারিলেন যে, বাজে খরচই অজীর্ণ রোগের কারণ।

কিন্তু এ কথা কাহাকেও বলিলেন না।

কোনও গূঢ় সত্য হৃদয়ঙ্গম হইলে, জীব-শরীরে একটা লক্ষণ প্রকাশ পায়। হরিহরেরও তাহাই ঘটিল। অর্থাৎ, হরিহর সামান্য কারণেই চটিতে আরম্ভ করিলেন।

চাটুর্য্যের চুল পাকিতে আরম্ভ করিল। শরীরের মসৃণ চর্ম্ম শুষ্ক ও বিলোল ভাব ধারণ করিল। সকলে বলিল, "মধ্যমনারায়ণ তৈল মাখ, এবং মকরধ্বজ খাও।"

চাটুর্য্যে বলিলেন, "চুল পাকিলে এবং চর্ম্ম শুষ্ক হইলে কিছু আসে যায় না। অতএব বাজে খরচের আবশ্যকতা নাই।" ইহা বলিয়াই পুনরায় উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। পাকাচুলের সংখ্যা আরও বাড়িয়া গেল।

দেহের গঠন ও আবরণের সামঞ্জস্য করিবার নিমিত্ত চাটুর্য্যে হাফ্-বুট ছাড়িয়া স্থায়িভাবে ঠন্‌ঠনিয়ার চটী ধরিলেন। মৎস্য ছাড়িয়া নিরামিষ, দুগ্ধ ছাড়িয়া দধি ও ঘোল, গয়ার তামাক ছাড়িয়া বিষ্ণুপুরের চারি সের দরের তামাক, ফরাসডাঙ্গার ধুতি ছাড়িয়া মোটা থান, কোমল শয্যা ছাড়িয়া কেবল কম্বল, এবং সংসারের কচকচি ছাড়িয়া কেবল শিবের স্তোত্র লইয়া, চাটুর্য্যে নূতন জীবনের পত্তন করিলেন।

চাটুর্য্যের গৃহিণী বাপের বাড়ী গিয়াছিল। এক মাসের মধ্যে স্বামীর জীবনে এ হেন ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিয়া কিছু দিশাহারা হইয়া পড়িল।

রমাসুন্দরী বলিল, "যখন সবই ছাড়িলে, তখন আমাকে ছাড়িয়া একটা ঝি লইয়া ঘর সংসার কর।"

যদিও রমাসুন্দরী অনেক দুঃখে এ কথা বলিয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনও অশ্লীলতার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং চাটুর্য্যে প্রথমে ভাবিলেন, কথাটা মন্দ নয়, অনেক

বাজে খরচ কমিয়া যাইবে। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর ভাবিয়া দেখিলেন, সেটা কোনও কাজের নয়।

সুতরাং একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া চাটুর্য্যে বলিলেন, "সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন বড় কঠিন কাজ, চালাকীর কথা নয়। একটু ধীর হও, এবং ভাবিয়া দেখ, ভবিষ্যতের দিকে তাকাও, মানবজন্মের উদ্দেশ্য কি, তাহাও বুঝিতে চেষ্টা কর।"

রমাসুন্দরীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। সে তদ্দণ্ডেই দুই টাকা বার আনা পাচককে, এবং এক টাকা তের আনা ঝিকে চুকাইয়া দিয়া, চাটুর্য্যের শীর্ণ সংসারবৈরাগ্যজীর্ণ পা দুখানি কোমল করতল দ্বারা টিপিতে গেল।

চাটুর্য্যে বলিলেন, "আমার সেবা করিবার কোনও দরকার নাই; আগে আত্মসেবা, আত্মদৃষ্টি ও আত্ম-অবলম্বন শিক্ষা কর।"

রমাসুন্দরী বলিল, "তবে আমার মাথার বেণীটা খুলিয়া দাও।"

বেণীবন্ধন খুলিতে চাটুর্য্যের তিন ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। খোকা দুগ্ধ না পাইয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অতএব "বডী" খুলিবার আর সময় হইল না।

চাটুর্য্যে মনে করিলেন, "ঝিটা আরও দুই দিন থাকিলে ভাল হইত। এ সব যন্ত্রণা আমার ভোগ করা অসম্ভব।"

কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না। আরও চটিয়া গেলেন। তাহাতে কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি হইল না।

২

রমাসুন্দরীর ভ্রাতা যদুনাথ প্রাতঃকালে চাটুর্য্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দেশে রওনা হইল। যাইবার সময় সে চাটুর্য্যের প্রতি একটু কাতরভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,

"দিদিকে একটু দেখ্‌বেন, বাপের বাড়ীতে কখনও কষ্ট পায় নাই, আর বিশেষতঃ এই সময় প্লেগ রোগে অনেক লোক মরিতেছে।"

হরিহর চাটুর্য্যে চটিয়া লাল হইলেন।

"তোমরা প্লেগের কি বোঝ ভায়া? এই দেখ, পূর্ব্বে এক একটা সংসারের কত আত্মীয় কুটুম্ব রোগে মারা পড়িত,—আজ ছেলে, কাল পিতা, পরশু শ্যালক প্রভৃতি; কিন্তু গেল দশ বৎসরের মধ্যে কয়টা লোককে মরিতে দেখিয়াছ? ইহা কেবল বিশ্বনাথের কৃপা বলিতে হইবে। কিন্তু এরূপ কৃপাবৃদ্ধি হইলে ক্রমে বংশবৃদ্ধি হইয়া যাইবে, তখন লোকে খাইবে কি? কাজেই হঠাৎ অধিক সংখ্যায় মৃত্যু হইতেছে। যাহা হউক, আমি ইতিপূর্ব্বেই 'লাইফ ইন্সিওর' করিয়াছি, কোনও ভয় নাই।"

যদু চলিয়া গেলে চাটুর্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম আসিয়া বলিল, তাহার স্কুলের বেলা হইতেছে, এখনও হাঁড়িতে ভাত চড়ে নাই।

চাটুর্য্যে। কেন?

রাম। ঝাছ আসে নাই।

চাটুর্য্যে। তোমরা মাছ ছাড়িয়া দাও না কেন?

রাম। তরকারীও নাই।

চাটুর্য্যে আবার চটিলেন। "তোমার মাকে কে বলিয়াছিল যে, ঝিকে ছাড়াইয়া দাও? এত বড় সংসারে একটা চাকর না রাখিলে চলিবে কেমন করিয়া?"

যাহা হউক, চাকর নিযুক্ত না করিয়া চাটুর্য্যে স্বয়ং মাধব বাবুর বাজারে গেলেন, এবং মৎস্য তরকারী প্রভৃতি লইয়া আসিলেন। ইত্যবসরে রাম বৈঠকখানা ফাঁকা পাইয়া পিতার বাক্স হইতে পাঁচ টাকা চুরি করিল।

চাটুর্য্যে ফিরিয়া আসিলে রমা মাছ কুটিতে বসিল, এবং চাটুর্য্যে খোকাকে বাহিরে আনিয়া দৈনিক হিসাব মিলাইতে বসিলেন।

দেখিলেন, পাঁচ টাকা দশ আনা কম্‌তি পড়িতেছে। ক্রমেই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে খোকা চেষ্টাপূর্ব্বক দোয়াতের কালি শুভ্র বিছানায় ঢালিয়া ফেলিল।

দুই বৎসরের বালকের এবংবিধ গর্হিতাচরণ দেখিয়া চাটুর্য্যে খোকার পৃষ্ঠদেশে একটা কঠিন ওজনের চাপড় মারিলেন। আদরের খোকা জীবনসংগ্রামে এই সর্ব্বপ্রথম চড় খাইয়া প্রথমতঃ নীলবর্ণ হইয়া গেল, এবং তৎপরে মাণিকতলার দীঘি ব্যাপিয়া একটা 'রীড-পাইপে'র মত চীৎকার করিয়া উঠিল। ক্রমেই রমাসুন্দরী ও পাড়ার লোক জুটিল। চাটুর্য্যে বেগতিক দেখিয়া অনাহারে চটীজুতা পায়ে আপিসে গেলেন। পুত্র রাম

না খাইয়া খোকার পৃষ্ঠদেশে কনকধুতুরার প্রলেপ দান ও গরম সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করিতে বসিল, এবং মধ্যে মধ্যে কাঁদিয়া খোকার যন্ত্রণার সহিত ঢিমেতেতালায় মাত্রা দিতে লাগিল।

বিড়াল মৎস্য খাইয়া গেল; এক জন সমদুঃখিনী প্রতিবাসিনী আসিয়া এক বাটী তৈল চুরি করিয়া লইয়া গেল; রাম স্কুলে "লেটে" গিয়াছে বলিয়া হেডমাষ্টার স্মরণার্থ চারি আনা জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

সে রাত্রিকালে কে কোথায় শুইয়া থাকিল, তাহা বলা যায় না; কিন্তু ফলে শ্মশানভীতির মত একটা ভাব প্রাঙ্গণে খেলা করিতে লাগিল। প্রদীপও জ্বলে নাই।

৩

প্রাতঃকালে শিবস্তোত্র পঠিত না হওয়াতে শিবলোকে ভক্তিলহরীর অভাব হইয়াছিল কি না, তাহা কেহ জানে না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, সারা দিনরাত্রি উপবাসের পর সপরিবার "চাটুর্য্যে অ্যাণ্ড সন্‌স্" কোম্পানীর ক্ষুধার জ্বালায় কাহারও দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল না।

এরূপ স্থলে কেন্দ্রস্থান আক্রমণই বৈজ্ঞানিকী প্রথা। হরিহর চাটুর্য্যে চটি খুলিয়া রমাসুন্দরীর ঘরে গেলেন।

অবশ্যই প্রথমে খোকার প্রতি পাষণ্ডের ন্যায় ব্যবহার ও স্ত্রীর প্রতি পশুবৎ আচরণ প্রভৃতি যথাবিনীতভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া, এবং অধীনতা, অজীর্ণরোগ, প্রভৃতির বিশেষ কারণ দর্শাইয়া, এবং প্রত্যেকবারই কেন্দ্রস্থান হইতে বিতাড়িত

হইয়াও চাটুর্য্যে নিরুৎসাহ হইলেন না। ক্রমে আধ্যাত্মিকতা, কর্ম্মভোগ প্রভৃতি বৃহৎ রকমের দার্শনিক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াও যখন কোনও ফল দর্শিল না, তখন হস্তধারণ ও "খোকার মাথা খাও" এবং "আমার মাথা খাও" প্রভৃতি মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা উপায়ে অবশেষে চাটুর্য্যে রমাসুন্দরীর সহিত একটা আপাততঃ ছোট খাট রকমের সন্ধি স্থাপন করিলেন।

সন্ধির সর্ত্তের মোতাবিক চট্টোপাধ্যায়কে মাছ কুটিতে হইল, খোকাকে দুধ খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইতে হইল, বাজার ত করিতেই হইল। তবে এ যাত্রা বাটনা বাটিতে হইল না।

চাটুর্য্যে চারিটি অন্ন মুখে দিয়া আফিসে গেলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বেলা তিনটার সময় পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হইল। অজীর্ণরোগীর হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা কল্পনাতীত। অতএব চাটুর্য্যে সঙ্গে একটা পয়সাও আনেন নাই। পূর্ব্বে কোনও কোনও বন্ধু পাণ্টা ভদ্রতার খাতিরে দুই চারি পয়সার জলখাবার চাটুর্য্যেকে দান করিত, কিন্তু এখন মূল ভদ্রতার প্রস্রবণ বাজে-খরচ রুদ্ধ হইয়া যাওয়াতে সে সুখ আর কপালে ঘটিল না। কাজেই আট আনার জলখাবার ধার করিয়া এক বেলাতেই চাটুর্য্যে গলাধঃকরণ করিলেন।

এ কথা চাটুর্য্যে কাহাকেও বলিলেন না।

সন্ধ্যার সময় বাটী আসিয়া পুনরায় গৃহকর্ম্মরত চাটুর্য্যের ঘন ঘন উদ্গার উঠিতে লাগিল। বাজারের জলখাবার খাইয়া

এরূপ দুরদৃষ্ট সঞ্চয় করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না, এবং পাছে মূল কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, সেই কারণ হরিহর ভাত খাইতে বসিলেন।

রাত্রি দশটার সময় রমাসুন্দরী বলিল, তাহার জ্বর হইয়াছে। প্লেগের সময় হঠাৎ জ্বর একটা বিশেষ আতঙ্কের কথা, সুতরাং বাক্যব্যয় না করিয়া চাটুর্য্যে ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। ডাক্তার বলিলেন, এখনও লক্ষণ বুঝা যাইতেছে না; পরদিন দেখিয়া যাহা হয় স্থির করিবেন, অত কেবল দুই টাকা দর্শনী ও অষ্ট আনার ঔষধেই চাটুর্য্যে পার পাইলেন।

রুগ্নার শুশ্রূষার নিমিত্ত একটা ঠিকা ঝি ডাকিতে হইল। ঝির সম্মুখে রন্ধন ও মাছ কুটা প্রভৃতি নিন্দনীয় কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত পাচক ও চাকরের পুনরধিষ্ঠান হইল।

চাটুর্য্যে অনেকটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিন্তু যখন দ্বিপ্রহর নিশীথে ঘুমন্ত খোকার ও অর্দ্ধঘুমন্ত রমাসুন্দরীর শিয়রে জাগিয়া চাটুর্য্যে অদৃষ্ট-জঞ্জালের কথা ভাবিতে লাগিলেন, তখন পুনরায় তাঁহার অগ্নিমান্দ্য ও বায়ু বর্দ্ধিত হইল। ভাবিলেন, সর্ব্বশুদ্ধ মরিয়া গেলে আপদ চুকিয়া যায়।

কাজেই পাকাচুলের সংখ্যা আরও বাড়িয়া গেল।

৪

এইরূপ অবস্থাগত স্পন্দনে ক্রমে হরিহর চট্টোপাধ্যায়ের জ্ঞানের বিকাশ হইতে লাগিল, এবং তিনি অচিরাৎ দুই একটি সার সত্যের আবিষ্কার করিলেন। তাহা এই :—

১। বাজে খরচ বৃদ্ধি পাইলে অজীর্ণতারও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

২। অজীর্ণতা কমাইতে গেলে বাজে খরচ বাড়াইতে হয়।

সুতরাং

৩। বাজে খরচ বাড়াইলে অজীর্ণতার হ্রাসও হয়, এবং বৃদ্ধিও হয়।

ইহার মধ্যে কতটুকু সত্য; এবং কতটুকু অসত্য, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া, চট্টোপাধ্যায় যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না।

সংসারে স্বীয় মতের পোষকতা করিলে সকলেরই আনন্দ হয়; কিন্তু জগতের নিয়ম এই যে, কেহই কাহারও মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করে না।

পরদিন যখন পত্নীর জ্বরের অনেকটা উপশম দেখা গেল, তখন চাটুর্য্যে বলিলেন, আর ডাক্তারকে ডাকিয়া কাজ নাই।

রমাসুন্দরী কোনও কথা না কহিয়া ভাত খাইতে বসিয়া গেলেন।

চাটুর্য্যে বলিলেন যে, ভাত খাওয়াটা উচিত নয়। এ মতভেদের ঐক্য হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল। শেষে নিরুপায় হইয়া পুনরায় দুই টাকা দর্শনী দিয়া ডাক্তারকে ডাকিতে হইল। ফলে, ডাক্তার বাবুর মতে ভাত খাওয়াই সুসিদ্ধ হইল।

মতভেদ হইলেই খরচ বাড়িয়া যায়। তাহা কে না জানে? শাসনপ্রণালী, দেশের আয় ব্যয়, পূর্ত্তবিভাগ ও বহুতর বিরাট

ব্যাপারে মতভেদ হইলে কত কমিশন বসিয়া থাকে, কত টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া যায়; সুতরাং এই সামান্য মতভেদে যে দুই টাকা খরচ হইয়া যাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু যে অন্তর্নিহিত অনলরাশি চাটুর্য্যে মহাশয়কে দগ্ধ করিতেছিল, তাহা ত দুই টাকায় নিভিল না! কাজেই চাটুর্য্যে ক্রমশঃ একটা রবিবার পাইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

চাটুর্য্যে কোনও সূত্রে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপযুক্ত পুত্র রামই পাঁচ টাকা বাক্স হইতে চুরি করিয়াছিল। এ বিষয় রামের নিকট উত্থাপন করা নিতান্ত কাপুরুষতা মনে করিয়া রামের মাতার নিকটই উত্থাপিত করিলেন।

রামের মাতা রামকে তাহা জানাইল। রাম স্বীয় চরিত্র-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি ত বাবার মত আপিসে ঘুস লই না।"

"তবে রে ব্যাটা!" বলিয়া চাটুর্য্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। রামও দৌড়িল। রাম একালের ছেলে। ফুটবল ও হাডুডু প্রভৃতি খেলিতে তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। সুতরাং দুই লম্ফে সে কালীমন্দির পার হইয়া চোরবাগানে সহপাঠী অধরের বাটীতে আশ্রয় লইল।

চাটুর্য্যে কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন, এবং রমাসুন্দরীকে ধিক্কার দিলেন। দ্বাপরের পিতৃসত্যপালনরত রামচন্দ্রের সহিত কলির রামের শোচনীয় পার্থক্য ও বঙ্গদেশের অধঃপতন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন।

গৃহিণী বলিল, "বাছা হয় ত দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে।"

চাটুর্য্যেরও তাহাই সন্দেহ হইল ; এবং রমাসুন্দরীর ক্রন্দন দেখিয়া সন্দেহ দৃঢ়তর হইল। ক্রমে তিনি স্থির করিলেন যে, রামকে মাসে মাসে কিছু না দিলে সে যে চুরি করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

রাম স্বীয় কোদণ্ড শরাসন প্রভৃতির উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া নিঃশব্দে সন্ধ্যাকালে বাটী আসিল, এবং দুই বেলার মাছের ঝোল,তরকারী ও দুগ্ধ একেবারে নিঃশেষ করিয়া একখানা বটতলার নভেল বিছানার প্রচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে বাহির করিয়া, এবং সম্মুখে পাটীগণিতখানি খুলিয়া রাখিয়া মনঃসংযোগপূর্ব্বক পাঠ করিতে লাগিল।

রমাসুন্দরী ভাবিল, বাছা কত কষ্টেই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছে। অন্য ঘরে চাটুর্য্যে ভাবিতেছিলেন, মানব কত কষ্টেই সংসারের অসারতা উপলব্ধি করে।

এমন সময় একখানা ঠিকাগাড়ী আসিয়া চাটুর্য্যের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

চট্টোপাধ্যায় কোনও অভিনব বিপদের আশঙ্কা করিয়া বহির্বাটীতে গেলেন, এবং ল্যাম্পপোষ্টের গ্যাসের আলোকে দেখিতে পাইলেন যে, এক জন যুবাপুরুষ গাড়ীতে বসিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বাটীর নম্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

যুবক। ২৪ নং কোন্‌টা ?

চাটুর্য্যের আতঙ্ক বাড়িল। তিনিই ২৪ নং বাটীর ভাড়াটিয়া।
অতএব আগন্তুক নিশ্চয়ই তাঁহারই অতিথি-রূপে অবতীর্ণ।

যুবক গাড়ী হইতে নামিয়া বহির্ভাগের কড়া ধরিয়া নাড়া দিল।

চাটুর্য্যে। কে হে ?

যুবক। হরিহর চাটুর্য্যের এই বাসা ?

চাটুর্য্যে। তুমি কে ?

যুবক। তুমি কে, বল না ? চাটুর্য্যে মহাশয়কে ডাকিয়া দাও। আমি বিনোদ।

বিনোদ চাটুর্য্যের পিতৃব্যতনয়। অনেক দিন ডিব্রুগড়ে কাঠের ব্যবসা করিতেছিল।

চাটুর্য্যে। কি আশ্চর্য্য ! বিনোদ ? এই প্লেগের সময় কলিকাতায় আসা ভাল হয় নাই।

বিনোদ একটা শূন্য নমস্কার করিয়া ঘরে গেল, এবং গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চাটুর্য্যেকে বুঝাইল যে, তাহার বড় বিপদ উপস্থিত। অর্থাৎ, তাহার প্রায় চারি হাজার টাকার স্লীপার (কাঠের কড়ি) রিজেক্ট (reject) হইয়া গিয়াছে। সাহেবের এই অন্যায় অমঞ্জুরীর কারণে তাহাকে অনেক টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

চাটুর্য্যে। এখন উপায় ?

বিনোদ। বিপদহারী মধুসূদন, এবং গিলাণ্ডার্স কোম্পানীর বড় বাবু।

উভয়ের মধ্যে কাহারও সহিত চাটুর্য্যের আপাততঃ সদ্ভাব ছিল না।

চাটুর্য্যে বুঝাইলেন যে, কারবার করিতে গেলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, এবং সংসারে সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে, তাহাতে অন্য লোকের হস্তক্ষেপ করা মূঢ়তামাত্র। ইহার ফলে একটির স্থলে দুইটা মারা যায়। তাঁহার পরামর্শ,—বিনোদের পক্ষে সেই রাত্রিকালেই কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল; নচেৎ এক দিকে প্লেগ ও অন্য দিকে হতাশ্বাস আসিয়া বিনোদকে আক্রমণ করিতে পারে।

বিনোদ কিন্তু তাহাতে মোটে কান না দিয়া বড় বৌর সহিত পরামর্শ করিতে গেল। চাটুর্য্যে ক্রমে চটিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে, সংসারে পাপের স্রোত রুদ্ধ করা মানবের অসাধ্য, এবং ইহার জন্য ঈশ্বর সম্পূর্ণ দায়ী। এই যে কংগ্রেসের দল, ইহারা কিছুই বুঝে না, এবং মিথ্যা দলবদ্ধ হইয়া পাপ বাড়াইতেছে।

বিনোদের সমাগমেও যে চাটুর্য্যের বাটীতে একটা কংগ্রেসের মত বিদ্রোহীর দল বাড়িয়া গেল, তাহা তৎক্ষণাৎ চাটুর্য্যে বুঝিতে পারিলেন।

৬

বিনোদের আগমনে খরচ বাড়িয়া গেল, এবং সময়ে অসময়ে বাটীতে বিদ্রোহীদিগের একটা গোপনীয় অধিবেশন

হইত, তাহাও চাটুর্য্যে আফিস হইতে আসিয়া বুঝিতে পারিলেন।

চাটুর্য্যে মনে মনে ভাবিলেন, "আমি পাল্লা খাটিয়া মরি, এবং ইহারা জলখাবার ও পান উড়াইয়া আমার বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করে।"

সেই দিন গৃহিণীর হস্তে বাজার-খরচ ফেলিয়া দিয়া চাটুর্য্যে বলিলেন যে, মাসের আর দশ দিন আছে, তাঁহার নিকট সম্বল পাঁচ টাকা মাত্র—এই তাহা।

রমাসুন্দরী বিনীতস্বরে বুঝাইল যে, চাটুর্য্যের শরীর ক্রমে খারাপ হইতেছে। এবং সকলের মতে তাহার হাওয়া বদলান উচিত।

চাটুর্য্যে। তোমরা নারীজাতি, অতএব গোমূর্খ। আমি অর্দ্ধবেতনে ছুটী লইলে পেট চলা দায় হইবে, সেটা ত তোমরা বুঝ না, কেবল অপব্যয় করিয়া অবস্থার প্রলয় ঘটাও।

ক্রমেই চাটুর্য্যের রাগ বাড়িয়া গেল, এবং সংসারে কতকগুলি ব্যপার স্কন্ধে চাপিলে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না, তাহাও ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন। এমন আর কয় দিন চলিবে? বিশেষতঃ, মহামারী রোগের সময় যদি এইরূপ ক্রমান্বয়ে চলিতে থাকে, তবে সংসারধর্ম্ম পালন করা অসম্ভব। কাজেই চাটুর্য্যে মহাশয়কে সকলকে ফেলিয়া এক দিকে চম্পট দিতে হইবে, ইহা নিশ্চিত।

এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব নূতন ভাব চাটুর্য্যের মস্তিষ্কে ক্রমশঃ ভীষণ আকার ধারণ করিল, এবং সে রাত্রি তাঁহার ঘুম হইল না। ইহার জন্য তাঁহার গৃহিণী যে সম্পূর্ণ দায়ী, তাহাতে চাটুর্য্যের কোনও সন্দেহ রহিল না।

ক্রমে হরিহর শিবস্তোত্রের উপর চটিয়া গেলেন, এবং বৃথা শরীরকে কষ্ট দিয়া আত্মত্যাগ যে একটা গণ্ডমূর্খের কাজ, তাহা বুঝিলেন।

দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে চাটুর্য্যে ডাকিলেন, "নব!"

ভৃত্য নব আসিলে পুনরায় বলিলেন, "দুই পয়সার গাঁজা লইয়া আয়।"

ভৃত্য পূর্ব্বেই চাঁটুর্য্যের অনবধানতার সুযোগ পাইয়া দুই এক পয়সার গাঁজা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল; তাহারই কিছু দুই পয়সার দরে চাটুর্য্যে মহাশয়কে দিল।

গঞ্জিকা টানা চাটুর্য্যের পূর্ব্বে অভ্যাস ছিল না। কিন্তু গঞ্জিকার আস্বাদন পূর্ব্বে অনেক সময় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গঞ্জিকার উগ্র-তেজে চাটুর্য্যের ক্রোধ অধিকতর উদ্দীপ্ত হইল। কোটরস্থ চক্ষু পাকাইয়া চাটুর্য্যে একবার সংসারটাকে শাসাইয়া লইলেন, এবং ক্রমে নেশা-বিজড়িত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রত্যূষে পাড়ার লোকে সকলে জানিতে পারিল যে, হরিহর চট্টোপাধ্যায় ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রলাপ বকিতেছেন, এবং দুই এক জন বলিল, তাঁহার বাহিরের ঘরে একটা ইঁদুর মরিয়া আছে।

সকলে বলিল, এ পাড়ায় এই প্রথম "প্লেগকেস্," এবং দুই এক জন সপরিবারে চম্পট দিল।

৭

"ওঃ! আমি ভগ্নহৃদয়। Broken heart—B. H.। শ্রীযুক্ত হরিহর চাটুর্য্যে B. H.; ওহে ডাক্তার! ভাষাতত্ত্ব বোঝ কি?"

চাটুর্য্যে প্রলাপ বকিতেছেন।

ডাক্তার। আপনি চুপ করুন।

চাটুর্য্যে। ভাষাতত্ত্ব বুঝিয়া দেখুন—ব্রোকন্—ব্রকন্—বকন্—ভগ্ন—হার্ট—হারীৎ—হৃৎ—হৃদয়—ইংরাজী কিংবা বাঙ্গালায় উভয়েরই সাঙ্কেতিক চিহ্ন—B. H.; যেমন তুমি এম্. বি, আমি তেমনই B. H.—আমার ঔষধে কি হইবে? আমার জলপটীতে কি হইবে? হৃদয়ে জলপটী দিতে পার, ডাক্তার? না,—তাহাতে নিউমোনিয়ার ভয়। এই যে কোটী কোটী ভারতসন্তানের হৃৎপিণ্ড ভাঙ্গিয়া গলা ও কুঁচকীতে সঞ্চারিত হইতেছে, তাহার কি অন্য কোনও উপায় আছে? কেবল হৃৎপিণ্ডের চিকিৎসা কর।

ডাক্তার ঔষধ দিয়া চলিয়া গেলেন। বিনোদ ও রমা-সুন্দরী আসিয়া শয্যার পার্শ্বে বসিল।

রাম অদূরে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। চাটুর্য্যে ভগ্নস্বরে বলিলেন, "বাছা রাম, সত্য বল, তুমি পাঁচ টাকা চুরি করিয়া কি করিয়াছিলে?"

রাম। বাবা, আমার অপরাধ হইয়াছে—আমি থিয়েটার দেখিয়াছিলাম।

চাটুর্য্যে। থিয়েটারের ত এক টাকা লাগে—আর বাকি চার?

রাম। আরও চারি জন বন্ধুকে দেখাইয়াছিলাম।

চাটুর্য্যে বলিলেন, "বেশ ভাল কৈফিয়ৎ বাবা—রাম! কিন্তু দেখ, আমার দশা দেখ। পিতৃহারা হইয়া ঐ পাঁচ টাকার মূল্য বুঝিতে পারিবে। এই মরণবাক্য স্মরণ রাখিও বাবা রাম!

"আর রমা!—ইহ জন্মে বোধ হয—হয় ত তুমি মনে করিতেছ, আমার মরিবার পূর্ব্বেই তুমি মরিবে—কিন্তু সেটা শক্ত—জ্ঞানের উদয় না হইলে কেহ যথার্থ মরিতে চায় না। এবং তুমি আমার মত ৫টী সন্তানের মায়ায় বদ্ধ—মায়ার নামই অজ্ঞান—শিবস্তোত্র দেখ।

"যাহা হউক, এখন কিছু রসগোল্লা আমাকে আনাইয়া দাও। সংসারধামে আমার এই শেষ সাধ।"

দুই এক জন প্রতিবাসী দূর হইতে সঙ্কেত করিয়া বলিল, "রোগীর যাহা ইচ্ছা খাইতে দাও, এবং যাহা ইচ্ছা করিতে দাও, প্লেগ বড় ভয়ানক রোগ।"

তৎক্ষণাৎ বাগবাজার হইতে এক টাকার রসগোল্লা আসিল। চাটুর্য্যে আরক্তনয়নে শয্যা হইতে উঠিয়া ঝাড়া এক ঘণ্টা স্নান করিলেন, এবং সমস্ত রসগোল্লাগুলি পার

করিলেন। অতঃপর এক ছিলিম গয়ার তামাক সাজিয়া খাইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে ঝাড়া সপ্তঘণ্টা ঘুমাইলেন।

তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, এবং কুল্পীর বরফওয়ালা শ্যাম বৎসরের প্রথম হাঁক্ দিতেছে।

সকলেই জানিতে পারিল, রসগোল্লা খাইয়া চাটুর্য্যের প্লেগ সারিয়াছে। কেবল নব বুঝিল, এ কেবল গঞ্জিকার গুণ।

৮

পর দিন চাটুর্য্যে সম্পূর্ণ অজীর্ণরোগমুক্ত হইলেন, এবং সাধের পত্নী রমাসুন্দরীর হস্তের অন্নব্যঞ্জনাদি খাইলেন। বিনোদও ত্রিশ টাকা খরচ করিয়া তাঁহার স্লীপারের ব্যবসায় পুনর্জ্জীবিত করিল, এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইল না।

বিনোদ ও চাটুর্য্যে উভয়েই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, জীবনধারণার্থ বাজেখরচ অন্যান্য খরচ অপেক্ষাও অধিক আবশ্যক।

চাটুর্য্যে। কি জান ভাই, অদৃষ্টের ফেরাফের অপূর্ব্ব রহস্য। তাহার মধ্যে মানব আপনার কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে গিয়া ঊর্ণনাভের জালে মক্ষিকার ন্যায় পড়িয়া যায়।

সন্ধ্যাকালে যখন ও পাড়ার স্বামীজী চাটুর্য্যেকে দেখিতে আসিলেন, তখন স্বামীজী বলিলেন, "চাটুর্য্যে তোমার উপর ঈশ্বরের অনুকম্পা অনেক—কি করিয়া বাঁচিলে বল ত? বোধ হয় অহিফেন খাইতে—না?"

চাটুর্য্যে। অহিফেন পূর্ব্বে খাইতাম, কিন্তু আরও কিছু বাজে খরচ করিয়া গাঁজা খাইয়া এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছি। এটা কাহাকেও বলিবেন না। দুইটাই প্লেগের ঔষধ।

স্বামীজী। আর কিছু নয় ত?

চাটুর্য্যে। আর শিবের স্তোত্র।

শেষ কয়টা দিন

ফটিক চক্রবর্ত্তীর জীবন-ইতিহাসের শেষ কয়টা দিন স্বাভাবিক সরল রেখা ছাড়িয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাব অবলম্বন করিয়াছিল। প্রাণিজগতে ইহা নূতন নহে। দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে চঞ্চল হয়, নদ-নদী জলধির সহিত মিশিবার পূর্ব্বে একটা বেতর আকার ধারণ করে। একটা অস্তিত্ব অন্য অস্তিত্বে বিলীন হওয়া কখনই সহজ ব্যাপার নহে। সেই মিলনের আলিঙ্গন, হৃদয়ের আবাহন, চিরজীবনদায়ী শোক, দুঃখ ও মায়ার উচ্ছ্বাস, সকলই অপূর্ব্ব! এত কেন?

অবশ্য, এটা কাহাকেও অধিক বুঝাইতে হয় না। ক্ষুদ্র মহানের সহিত মিলিত হয়। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র থাকিয়া যায়। ক্ষুদ্র চলিয়া যায়। এরূপ যাওয়া আসা মায়াক্ষেত্রের প্রথা।

এ বিধান কঠিন। হৃদয় উৎপাটিত হইলেও ইহা অচল, এবং অবশ্যম্ভাবী।

আই, যখন ফটিক চক্রবর্ত্তী প্রায় বৃদ্ধাবস্থায় শ্রাবণের বারিধারার মধ্য দিয়া গৃহের দিকে চাহিলেন, তখন অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল যে, কালের পরীক্ষা সম্মুখে।

রোহিত মৎস্যের মুড়া খাইয়া ফটিকচন্দ্রের কেশগুলি বেশী পাকিতে পায় নাই। সেকালের লোকের শত বর্ষ পরমায়ু ছিল, সে হিসাবে ফটিকচন্দ্রের জীবনসূর্য্য মধ্যাহ্ন পার হইতেছিল মাত্র। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? ক্ষুদ্র ফটিকচন্দ্রকে একটা মহান্ কিছু বারংবার আকর্ষণ করিতেছিল। সে আকর্ষণের আভাস প্রায় দুই বৎসর অবধি ফটিক পাইতেছিলেন। আজি যেন বোধ হইল, আবার সেই আকর্ষণকারী ধীরে ধীরে খিড়কীদ্বার দিয়া ফটিকের দেহমন্দিরে আসিয়া উঁকি মারিতেছে। ফটিকচন্দ্র ভাবিলেন, "কি জঞ্জাল!" কিন্তু মন্দির আমূল কম্পিত হইতেছিল।

ফটিক চটিয়া বলিলেন, "আপনার কি সময় অসময় নাই?"

আগন্তুক ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমার সময় হইয়া আসিয়াছে। যিনি জগতের স্বামী, করুণাময় বিশ্বপালক, তিনি তোমাকে ডাকিয়াছেন। তোমার আনন্দের দিন নিকটবর্ত্তী।"

"পরম সৌভাগ্য! পরম সৌভাগ্য!" বলিয়া ফটিকচন্দ্র আগন্তুকের অভ্যর্থনা করিলেন। সুশীতল জল আনিয়া

আগন্তুকের চরণযুগল ধৌত করিতে নিযুক্ত হইলেন। ফটিকচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

আগন্তুক। তুমি এত কাঁপিতেছ কেন? ফটিকচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, লোকটা সোজা নয়। এ মহাজনের দূত। ইহার সহিত চালাকী খাটিবে না।

ফটিক। আপনার পদপ্রান্ত দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, তাহাতে আমার মুখ দেখিতে পাইতেছি। এটা যেন কেমন কেমন, তাই আমার ভয় পাইতেছে।

আগন্তুক। তোমার দেহ বন বাদাড় আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। আমাকে এইরূপ আবর্জ্জনার মধ্য দিয়া আসিতে হয়। তোমরা যদি শরীরটা পরিষ্কার রাখিতে, তবে আমাকে এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। দেখ ত!

আগন্তুক চরণ তুলিয়া দেখাইলেন। ফটিকচন্দ্র দেখিলেন, আগন্তুকের পদপ্রান্তে লক্ষ লক্ষ কীট ও কৃমি জোঁকের মত বসিয়া গিয়াছে।

আগন্তুক। এ সব তোমার দেহের। আমার সহিত স্বর্গে পঁহুছিবার পূর্ব্বে তোমাকে এইগুলি যত্নপূর্ব্বক ছাড়াইতে হইবে।

ফটিকচন্দ্র। এ পরিশ্রম ত সোজা নয়।

আগন্তুক। মোটেই না। ওটা ডিক্রীজারির খরচা।

ফটিকচন্দ্রের ত্রাস ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ফটিক। হঠাৎ ভগবান আমাকে দয়া করিয়া এ সময়

ডাকিলেন কেন? এই ভরা শ্রাবণ মাস, আর পথটাও বোধ হয় জলাকীর্ণ—অন্ততঃ মেঘে পরিপূর্ণ, ইহার মধ্যে—

আগন্তুক। তোমায় সে বিষয় ভাবিতে হইবে না। আমার সঙ্গে ওয়াটারপ্রুফ আছে।

ফটীকচন্দ্রের শরীর ক্রমশঃই হিম হইতে লাগিল, হস্ত পদ অবশ হইয়া আসিল। অতি কষ্টে বলিলেন, "মহাশয় যদি দয়া করিয়া কিছু দিন সময় দেন, তবে একটা বন্দোবস্ত করিয়া ফেলি। উৎখাতের পূর্ব্বে যে কি কষ্ট হয়, তাহা জানেন ত? একটু দয়া করুন। এই লউন আপনার প্রাপ্য।"

আগন্তুক দশটা টাকা লইয়া বলিলেন, "তথাস্তু।"

মহাজনের দূত সেই উৎকোচের দশ টাকা গ্রামের কোনও দরিদ্র পরিবারকে দান করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ফটিকচন্দ্র আপাততঃ কয়টা দিনের জন্য প্রাণ পাইয়া প্রথমতঃ গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

গৃহিণী দেখিলেন, ফটিকের মুখ বিবর্ণ! ফটিক চারি দিকে চাহিয়া ব্যঞ্জনবর্ণে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার সময় উপস্থিত! "এবার নিশ্চয়।"

গৃহিণী ভাবিল, কি জঞ্জাল! (বাস্তবিক ফটিকচন্দ্রের সময় অনেক দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; এখন "এক্সটেন্সন" ভোগ করিতেছিলেন মাত্র)। ইহার জন্য এত ব্যাকুলতা কেন?

"রেখে দাও তোমার চালাকী!" বলিয়া গৃহিণী ফটিকের জন্য রোহিত মৎস্যের মুড়া রাঁধিতে গেল।

ফটিকচন্দ্র স্নান করিয়া লেপ মুড়ি দিলেন। আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু ফটিকচন্দ্রের সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। ফটিক ভাবিতেছিলেন, মৃত্যুটাকে ফাঁকি দেওয়া যায় কিরূপে।

এরূপ স্থলে স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে হিতে বিপরীত হয়। অতএব গৃহিণীর পরামর্শ গ্রহণ করা বিধেয় নহে, তাহা ফটিক ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু স্ত্রী ও পুত্র ছাড়া ফটিকচন্দ্রের কেহই ছিল না। ফটিকচন্দ্র হতাশ হইতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন, খাওয়া দাওয়ার পর পুত্রের সহিত পরামর্শ করিবেন।

ফটিক-তনয় হেমাংশু শিক্ষিত যুবক। এণ্ট্রেন্স পাস করিয়া কলেজে পড়িত। ফটিকের সংস্থানের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি, হেমাংশু তাহার উত্তরাধিকারী। হেমাংশু মাতার আদরের সন্তান। উভয়েই কর্ত্তব্যজ্ঞান-চালিত হইয়া কর্ত্তা ফটিকচন্দ্রকে জীবনপথে খাড়া করিয়া রাখিয়াছিল। অহিফেন, দুগ্ধ ও রোহিত মৎস্যের প্রভাবে ফটিক দেহ বজায় রাখিয়া মনটাকে ঈশ্বরের চরণে সঁপিবেন, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত বিভীষিকার আবির্ভাব হইয়া পড়িয়াছিল।

হায়! হায়! কিছু অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিলে ফটিকচন্দ্র অনায়াসে ঈশ্বরপরায়ণ হইতে পারিতেন। কিন্তু এ কয়টা

দিনে কি হইবে? গুছাইয়া লইতে লইতেই সপ্তাহকাল কাটিয়া যাইবে, ঈশ্বরপরায়ণ হইবার সময় কই? ফলে হয় ত নরক? "কে জানে মা তারা! তুমিই জান।" ইহাই ভাবিয়া ফটিকচন্দ্র রন্ধনশালানিঃসৃত মৎস্য-ভাজার শব্দ শুনিলেন।

একটা মুলতুবীর দরখাস্ত দিলে হয় না কি?

না, চালাকী খাটিবে না। ডাক্তারের "হেল্‌থ সার্টিফিকেট্" দিলেও উপায় নাই। কালের টান বিষম টান।

গৃহিণী ভাত বাড়িয়া আনিলে পিতা পুত্রে খাইতে বসিলেন। ফটিকচন্দ্র মুড়া খাইলেন না।

গৃহিণী। ও কি! আমার মাথা খাও—

মরণচিন্তায় ফটিকের ঘোর অগ্নিমান্দ্য হইয়া আসিয়াছিল।

ফটিক। আমার হজম হইবে না।

গৃহিণী। তবে আমার মাথাটা খাইবে?

ফটিক। মরিলে কি কেহ সঙ্গে যায়? যখন তাহাই জান, তখন মাথার দিব্য দিয়া ফল কি?

হেমাংশু। মরিলে কেহ সঙ্গে যায় না সত্য, কিন্তু মরাটা কিছুই না; ওটা একটা ভ্রমমাত্র। বিজ্ঞান বলেন, আপনার দৈহিকস্ফুরণ যত দূর সম্ভব হইয়া গিয়াছে; এখন আপনার দ্বারা সৃষ্টির কোনও কার্য্য হইতে পারে না। ক্রমে ক্রমে পরমাণুসমষ্টি শিথিল হইয়া মূল উপাদানে মিশিয়া যাইবে।

ফটিক। তবে আমি কি অপদার্থ?

গৃহিণী ফটিকের মুখে ক্রোধের আভাস পাইয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা! তুই থাম্, লেখাপড়ার কথা কি সকলে বুঝে?"

ইহাতে ফটিকচন্দ্রের ক্রোধ প্রশমিত না হইয়া বরং বাড়িয়া গেল।

হেমাংশু গম্ভীরভাবে বলিল, "বিজ্ঞান না পড়িলে এ সব বুঝা শক্ত।"

ফটিকের মস্তকে একটা কুরুক্ষেত্রের মত আন্দোলন হইয়া গেল। নিমিষের মধ্যে ফটিকচন্দ্র বলিয়া ফেলিলেন, "হারামজাদা ব্যাটা! তুই দূর হ।"

তাহার পর উভয় পক্ষ হইতেই তুমুল শব্দ, এক পক্ষ হইতে পটাপট চটীর ধ্বনি ও ক্ষুদ্র পক্ষ হইতে ঘোর আস্ফালন।

গৃহিণী রমণীস্বভাবসুলভ কোমলতায় আচ্ছন্ন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

মার খাইয়া হেমাংশু ভাবিল যে, পিতার মস্তিষ্কের অবস্থা খারাপ। অতএব তাঁহার মরণের আশঙ্কা অমূলক না হইতে পারে।

গৃহিণী স্বামীর শারীরিক ও মানসিক বলবীর্য্যের আভাস পাইয়া বেশ বুঝিল যে, কর্ত্তার আপাততঃ বিলীন হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প।

স্বয়ং কর্ত্তা ফটিকচন্দ্রের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইতেছিল।

সন্ধ্যাকালে অতুল ডাক্তার ফটিকচন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন,

এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলেন। ডাক্তার ফটিকচন্দ্রকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এইরূপ আকস্মিক মৃত্যুভয় মানসিক বিকারমাত্র।

কিন্তু ফটিকচন্দ্রের পক্ষে ও জগতের পক্ষে আপাততঃ বিকার হইলেও, মৃত্যু নামক ঘটনা যে মিথ্যা হইবার নহে, তাহা নিশ্চিত; এবং মৃত্যুভয় কিছু নিন্দনীয় ব্যাধি নহে; অতএব সে ব্যাধির প্রতীকার করা ডাক্তারের নিতান্ত কর্ত্তব্য। সত্য ব্যাধিও রোগ, মিথ্যা ব্যাধিও রোগ।

অতএব অতুল ডাক্তার প্রথমতঃ আশ্বাসরূপ ঔষধে রোগের গোড়া মারিতে চেষ্টা করিলেন, এবং এ বিষয়ে গৃহিণী ও ফটিকতনয় সম্পূর্ণ যোগ দিলেন।

ডাক্তার। ফটিকবাবু! আপনি মান্য গণ্য একটা লোক। অবশ্য জানেন, সকলকেই মরিতে হইবে। আপনারও সময় আসিবে, তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা কর্ত্তব্য।

ফটিক। তাহা ত আছি।

ডাক্তার। দ্বিতীয়তঃ, আপনি জগতে চিহ্নস্বরূপ সুশিক্ষিত একটি পুত্রসন্তান রাখিয়া যাইতেছেন। আপনার স্নেহ, উদার চরিত্র, দানশীলতা প্রভৃতিও সর্ব্বসাধারণের মনে অঙ্কিত থাকিবে। জগতে জীব স্মৃতি রাখিয়া যায় মাত্র। যাহাতে সেটা ভালরূপে থাকিয়া যায়, তাহাই আপনার ন্যায় বুদ্ধিমানের আপাততঃ ভাবনার বিষয়।

ফটিক। তার পর?

ডাক্তার। অতঃপর মৃত্যুভয় স্বাভাবিক, কিন্তু তজ্জন্য অধীর হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। আপনার বিশেষ কোনও ব্যাধি দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু মৃত্যুর আশঙ্কা সমধিক-ভাবে প্রকাশ পাইলে বুঝিতে হইবে, হৃদ্‌যন্ত্রের কোনও অংশে দোষ ঘটিয়াছে।

ফটিক। যদি তাহাই হইয়া থাকে, আমাকে এমন একটা ঔষধ প্রদান করুন, যাহাতে আপাততঃ মৃত্যুটা স্থগিত থাকিতে পারে।

অতুল ডাক্তার যথাবিহিতরূপে একটা ঔষধের বিধান করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রাবণের বারিধারা আবার ধরণী ভাসাইতে লাগিল। ফটিকচন্দ্রের হৃদ্‌যন্ত্র ও স্নায়ুর ক্রিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চক্ষু ক্রমশঃ রক্তবর্ণ হইয়া কোটরে ঘুরিতে লাগিল। গৃহিণী যথাসাধ্য একবার সম্মুখীন ও একবার অন্তর্হিত হইতে লাগিল। পুত্র হেমাংশুশেখর কোনও বন্ধুর বাটীতে আশ্রয় লইল।

গভীর নিশীথে ফটিকচন্দ্রের দুর্ভাবনা বাড়িল। কথাটা এই, "যদি মরিতে এত ভয়, তবে সাহস করিয়া জন্মিয়াছিলাম কেন?" কিংবা, "যদি জন্মিতে ভয় হইয়াছিল, তবে মৃত্যুকে সানন্দে আলিঙ্গন করি না কেন?" কোনও সমস্যার সমাধান হইল না।

কথাটা এই দেহ লইয়া। এই দেহটা অল্পে অল্পে যদি খসিয়া পড়িত, তবে বোধ হয়, মৃত্যুটা সহিয়া যাইত। অন্য

কথা সংসার লইয়া। যদি সংসারটার মায়া অল্পে অল্পে জীবদ্দশায় চলিয়া যাইত, তবে মৃত্যুযন্ত্রণা বোধ হয় অর্দ্ধেক কমিয়া যাইত?

হায়! হায়! কতকগুলা বস্তু জড়ীভূত হইয়া এই জীবনটাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে! ইহার উপায় কি?

ঔষধ আসিলে ফটিকচন্দ্র পান করিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। গৃহিণী সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইলেও ফটিকের ভাল লাগিল না। দেহটাই যদি ছাড়িতে হয়, তবে হাত বুলাইয়া সেটার গৌরববৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন কি? অত্যন্ত বিরক্তি-সহকারে ফটিক হাত পা ছুঁড়িতে লাগিলেন।

কোনও রকম সুবিধা না পাইয়া গৃহিণী নিদ্রিতা হইল। ফটিকচন্দ্র বাহিরে গেলেন, এবং চাহিয়া দেখিলেন:—

তখন আকাশ পরিষ্কার। লক্ষ লক্ষ তারকা আকাশে জ্বলিতেছে, এবং সন্ সন্ শব্দে বাতাস বহিতেছে।

৪

ফটিকচন্দ্রের পিতা ৬ গোকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সিপাহী-বিদ্রোহের সময় কাণপুরে গোমস্তাগিরি করিতেন। বিদ্রোহের সময় শেঠীগণ কাণপুর হইতে চম্পট দিলে গোকুলচন্দ্র যত্নপূর্ব্বক গোটাকতক বহুমূল্য-রত্ন-আভরণের বস্তা সংগ্রহ করিয়া তদপেক্ষা বহুমূল্য জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

সেই বস্তাগুলি কলিকাতায় বিক্রয় করিয়া গোকুলচন্দ্র দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুই লক্ষ টাকায়

একটা সম্পত্তি ক্রয় করিয়া বক্রী দশ লক্ষ টাকা সুবর্ণমুদ্রায় পরিণত করিয়া বাস্তুভিটার কোনও গুপ্ত স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

গোকুলচন্দ্র মহা কৃপণ ছিলেন। প্রাণান্তেও কাহাকেও একটি পয়সা দেন নাই। মৃত্যুকালে গুপ্তধনের কথা পুত্র ফটিকচন্দ্রকে বলিয়া যাইবেন কি না, ইহাই মনে করিতেছিলেন। এমন সময় একটা বিকটাকার দীর্ঘকায় পুরুষ লগুড়-হস্তে স্বপ্নে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "দেখ ব্যাটা! যদি এ ধনের কথা কাহাকেও বলিস্, তবে তোর মাথা কাটাইয়া দিব।"

মৃত্যুভয় গোকুলচন্দ্রের বংশগত রোগ। লগুড়াঘাতের আশঙ্কায় গোকুলচন্দ্র ধনের কথা কাহাকেও বলেন নাই।

দীর্ঘকায় পুরুষ আরও বলিয়াছিল, "তোর বংশে যাহার সমস্ত দেহ খসিয়া কেবল মুণ্ড থাকিবে, সেই এ ধনের অধিকারী হইবে, কোনও ভাবনা নাই।"

এইরূপ শাসিত এবং পুনরায় আশ্বাসিত হইয়া গোকুলচন্দ্র মরিয়া যক্ষ-রূপে সেই গুপ্তধনের রক্ষক হইয়া থাকিয়া গেলেন।

গভীর নিশীথে যখন ফটিকচন্দ্র আকাশের তারা দেখিতেছিলেন, তখন অতুল ডাক্তারের ঔষধ তাঁহার হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল। ফটিকচন্দ্র ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে পুরাতন বকুল বৃক্ষের তলে আসিয়া মনে করিলেন, এটা বড় রমণীয় স্থান।

সেই বৃক্ষতলে বকুল-পুষ্প-সুবাসিত বাতাসে ফটিকচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িলেন। ফটিক স্বপ্ন দেখিলেন। প্রথমে বোধ হইল, তাঁহার পদযুগল খসিয়া পড়িয়াছে। সেই শোকে ফটিক-চন্দ্রের স্বপ্ন-জগতের দুই বৎসর কাটিয়া গেল। তৎপরে হস্ত-দ্বয়ও গেল, এবং পুনরায় দারুণ শোকগ্রস্ত হইয়া আরও দুই বৎসর কাটিল। হস্তপদবিহীন খর্ব্বাকৃতি ফটিকচন্দ্র অল্প সময়ের মধ্যেই উভয় অঙ্গের মায়া এড়াইতে পারিতেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, সকলের আছে, তাঁহার নাই, তখন ক্ষোভে ও ঈর্ষ্যায় মায়াটা থাকিয়া গেল।

ক্রমে ধড়টা মুণ্ডের নিম্নভাগ হইতে খসিয়া গেল। আর ক্ষুধা লাগিল না। প্রথমে ফটিকের বড় ভয় হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিতে পাইলেন যে, ইহাতেও তাঁহার মৃত্যুভয় নাই, তখন ফটিকচন্দ্রের মনে অপূর্ব্ব আশার সঞ্চার হইল—"বোধ হয় আমি অমর!"

অতুল ডাক্তারের ঔষধ যথাবিহিতরূপে কার্য্য করিতেছিল।

ফটিকচন্দ্র ভাবিলেন, আর সংসারের সহিত শরীরের কোনও সম্বন্ধ নাই, কিন্তু মুণ্ডটা সযত্নে রক্ষা করা নিতান্ত দরকার; এই মুণ্ড লইয়া যথাবিহিত আলোচনা করিলে হয় ত মৃত্যুযন্ত্রণা একেবারে এড়াইতে পারা যাইবে।

এই মুণ্ডের মধ্যেই ভালবাসা, স্নেহ, বৈরাগ্য, ভয়, ভরসা। কিন্তু যদি এই মুণ্ড শৃগালে লইয়া যায়, তবে রক্ষা করে কে? আবার দুর্ভাবনা! ফটিকচন্দ্র ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়!—

ঘটনাক্রমে ফটিকচন্দ্রের মুণ্ডের তলায় প্রোথিত ধনের রক্ষক ৺গোকুলচন্দ্র বাস করিতেছিলেন। রাত্রিকালে একটা মুণ্ডের সঞ্চার দেখিয়া যক্ষরাজ বুঝিতে পারিলেন, ইনিই সেই দীর্ঘকায় পুরুষ-কথিত বংশধর।

সময় বুঝিয়া ৺গোকুলচন্দ্র ধীরে ধীরে ফটিকচন্দ্রের মুণ্ডস্থিত টিকী ধরিয়া টানিয়া গাছের গোড়ায় লইয়া গেলেন।

ফটিকচন্দ্র আঁউ মাঁউ করিয়া জড়িত-জিহ্বায় বলিলেন, "তুমি কে ?"

৺গোকুলচন্দ্র বলিলেন, "আমি তোর বাপ গোকুল দাঁড়ুয্যে !"

ফটিকচন্দ্র অবসন্নপ্রাণে বলিলেন, "বাবা ! তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে ?"

গোকুল। এই দেখ্ না।

তৎপরে একটা গর্ত্তের মধ্য দিয়া গোকুলচন্দ্র মুণ্ডাবশিষ্ট ফটিকচন্দ্রকে দশ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রার ঘড়া দেখাইয়া বলিলেন, "বাবা ! আমার সময় হইয়া আসিয়াছে। আমি এত দিন এই ধনের প্রহরী ছিলাম। তুমি ইহার যথাবিহিত সদ্ব্যয় করিও।"

ইহা বলিয়া যক্ষরাজ চলিয়া গেলেন। তখন ভোর হইয়া আসিতেছিল। মুণ্ডবর বুঝিতে পারিলেন যে, কথাটা সত্য। বাস্তবিক, ধন সেইখানে পড়িয়া আছে।

ফটিক আরও বুঝিলেন যে, মুণ্ড খসিয়া গেলেও একটা কিছু থাকিয়া যায়। সেটাকে কেহ মারিতে পারে না। এই

তেত্রিশ বৎসর ধরিয়া স্বর্গীয় পিতা যদি ধনের রক্ষক হইয়া থাকিতে পারিয়াছেন, তখন আমাকে মারে কাহার সাধ্য ?

ফটিকচন্দ্র মুণ্ড ঘুরাইতে লাগিলেন। অন্ধকারে স্বপ্নের উপর স্বপ্ন আসিতে যাইতে লাগিল। পুত্র হেমাংশু এবং দারা ক্ষেমঙ্করী মুণ্ড লইয়া গঙ্গামৃত্তিকা প্রভৃতি লেপন করিল। শ্রাবণের বারিধারার সহিত তাহাদিগের চক্ষের জল মিশিল। তৎপরে শ্রাদ্ধের ব্যয় প্রভৃতির তালিকা হইল। মুণ্ড তাহাই দেখিতে লাগিল। অতি সাবধানে দেখিল। জ্যোতিঃশূন্য চক্ষু আর তখন কোটরে ঘুরিল না।

প্রভাতবায়ুর সহিত ঘর্ম্ম দিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইলে ফটিকচন্দ্র দেখিলেন যে, তিনি বকুলতলায় পড়িয়া আছেন। গাছের গোড়ায় একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত দেখিলেন।

ফটিকচন্দ্র বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, ডাক্তারী ঔষধের বলে একটা স্বপ্ন দেখিয়াছেন. কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে গুপ্তধনের আবিষ্কার মিথ্যা নহে। বাস্তবিক জাজ্বল্যমান দশ লক্ষ টাকার সুবর্ণমুদ্রা সেই গর্ত্তের মধ্যে বর্ত্তমান।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া ফটিক সেই সুবর্ণ-মুদ্রার ঘড়া বাহির করিলেন, এবং সেই দিন সন্ধ্যার সময় বড় বড় সিন্দুকে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে মোহর দিলেন।

তৎপরদিন লুক্কায়িতভাবে ফটিকচন্দ্র জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যাইলেন, এবং তাঁহাকে জানাইলেন যে,

তাঁহার পিতৃসঞ্চিত দশ লক্ষ টাকা তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত দুঃখী-দিগের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সেই গুপ্তধন সরকারী ধনাগারে রক্ষিত হইল। ফটিকচন্দ্র পরিত্রাণের নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

ফটিকচন্দ্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহিণী তখন রোহিত মৎস্যের মুড়া রাঁধিতেছেন।

ফটিকচন্দ্র বলিলেন, "ডাক্তার ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া আন; আজ আমার শেষ দিন।"

বাস্তবিকই ফটিকের আজ শেষ দিন। কালপুরুষ-দত্ত সপ্ত দিন কাটিয়া গিয়াছিল। শ্রাবণের অমাবস্যায় ফটিকচন্দ্র মরিতে প্রস্তুত হইলেন।

ফটিকের পূর্ব্বাবধিই দারাসুত প্রভৃতির উপর বড় মমতা ছিল না। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মায়া চলিয়া গিয়াছে। জগৎ প্রপঞ্চময়, ঘোর নিষ্ঠুর।

শরীরের মায়া পূর্ব্ববর্ণিত নিশীথে লোপ পাইয়াছে। মুণ্ডের মায়াটা মায়াই নহে। এ মুণ্ড থাকিলেই বা কি, এবং গেলেই বা কি? একটা নেশার ওয়াস্তা।

ডাক্তার ডাকিবার পূর্ব্বেই ফটিকচন্দ্র কসিয়া এক ছিলিম গঞ্জিকা টানিলেন; ক্রমে দুই ছিলিম, এবং পরে আরও তিন ছিলিম।

স্নায়ু, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ব্যস্ত হইয়া পলায়নতৎপর হইল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "বেগতিক।"

তৎপরে ক্রন্দনের রোল। ক্রন্দন ও আশ্বাসবাণীতে মৃত্যু-গৃহ ভরিয়া গেল।

ডাক্তার বলিলেন, "ফটিক বাবু! একটু ঔষধ খান!"

ফটিক চক্ষু উল্টাইয়া দেখাইলেন, "বৃথা।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "বাবা! বল গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম, হরে রাম হরে হরে!" ফটিকচন্দ্র ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আর বথামীতে কাজ নাই।"

সকলেই একমত হইয়া বলিল, "কাণে হরিনাম কর।" কিন্তু মধ্যে মধ্যে ফটিকচন্দ্রের নির্জীব প্রাণের পুনরুদ্যম দেখিয়া কেহ সাহস পাইল না। প্রতিবাসিগণ বলিল, "লোকটাকে দানায় পাইয়াছে।"

ফটিক বলিলেন, "তোর বাবার কি?"

ইহাতে সকলের বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গেল। গৃহিণী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ফটিকচন্দ্র এই অবসরে একবার অন্তর্দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, কালপুরুষ আসিয়া বসিয়া আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রস্তুত ত?"

ফটিক। কিসের প্রস্তুত?

আগন্তুক। ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ।

ফটিক। মহাশয়! আমার কোনও পুরুষ মরণের পর ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। ব্রাহ্মণ এই দেহেই

ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। তাঁহাকে ডাকিয়া আসুন ; আমি প্রস্তুত আছি।

আগন্তুক। তোমার স্পর্দ্ধা ত বড় কম নয়। এই কলুষিত শরীরে ভগবান আসিবেন ?

ফটিক। মুণ্ড পর্য্যন্ত ছাড়িয়াছি। শরীরে ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

আগন্তুক। তুমি এখনও অহঙ্কারের আসনে বসিয়া আছ।

ফটিক দেখিলেন, ঠিক। মায়া, মমতা, স্বার্থপরতা, সকলই গিয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গিয়াছে। আশা, নিরাশা, জন্ম, মৃত্যুর ভয় গিয়াছে। কিন্তু তথাপি তিনি যেন একাকী—সেই ঘোরতমসাবৃত শব্দ-রূপ-হীন জগতে একাকী। ফটিকচন্দ্র অন্ধকার ভেদ করিয়া ডাকিলেন, "দয়াময়! আমি একাকী কেন? আমার কি কেহ নাই ?"

অলক্ষ্যে শব্দ আসিল, "আমারও কেহ নাই।" বাস্তবিক, তাঁহারও কেহ নাই। জটাজূটধারী শ্মশানবাসী, শূন্যে বায়ুমধ্যে বিস্তৃত থাকিয়াও একাকী; বারিমধ্যে থাকিয়াও একাকী; অনলমধ্যে থাকিয়াও একাকী।

ঐ যে জগতের প্রাণ! তোমাদিগের জন্য সকলই উৎসর্গ করিয়াছেন, তথাপি একাকী। কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করে না। কেহ তাঁহার সাথী হয় না। তাঁহার স্নেহের প্রতিদান নাই, তাঁহার করুণার কৃতজ্ঞতা নাই।

ফটিক ডাকিলেন, "নাথ! এস, আমি তোমার সঙ্গে থাকিব; আমি তোমার চরণসেবা করিব।"

সেই অন্ধকার দীপ্তিমান হইল; স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল; পারিজাতের সুবাস বহিল। ধীরে ধীরে কালপুরুষ ফটিকের পদতলে পড়িয়া বলিল, "আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি এখন ঈশ্বরে মিলিত—মুক্ত, ভক্ত ও অমর।"

তখন ফটিকচন্দ্র বলিলেন, "কে, নাথ, তোমার স্নেহ, দয়া, ভালবাসা কৈ?"

ফটিকচন্দ্রের তখন নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। পুত্র হেমাংশু পিতার পদতলে বসিয়া কাঁদিতেছে। "বাবা! পাপ করিয়াছি, আপনিই গুরু, আপনিই ঈশ্বর, না বুঝিয়া অজ্ঞানে অহঙ্কারে কটু কথা বলিয়াছি, মার্জ্জনা করুন।"

সতী ফটিক-জায়া স্থিরনেত্রে স্বামীর জীবনসঞ্চার দেখিতেছিল। ফটিকচন্দ্র দেখিলেন, তাঁহার জীবন-তমালের উপর মাধবীলতার ন্যায় সে জীবনটী জড়িত রহিয়াছে।

এমন সময় স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ও পুলিস-দারোগা ফটিকচন্দ্রের উৎকট পীড়ার সংবাদ শুনিয়া আসিলেন, এবং তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত দেখিয়া আনন্দে ফিরিয়া গেলেন।

অতুলচন্দ্র ডাক্তার আগা গোড়া বাহাদুরী লইলেন।

ফটিকচন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, এবং হস্ত নাড়িয়া সকলকে বলিলেন—

"আমার এখন মরিবার ইচ্ছা নাই। অনিচ্ছাও নাই।

তবে শেষ কয়টা দিন দেখিয়া একটা কথা বুঝিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে বলিলাম—মনে রাখিও—বয়সে কিছু আসে যায় না, এবং মুণ্ড পর্য্যন্ত খসিয়া গেলে জীব জগতের কোনও উপকারে আসে না।—হেমাংশু! এ কথা তোমার ম্যাষ্টরকে বলিও।”

শারদীয় দুর্ঘটনা

১

অম্বরচুম্বিত কৈলাসশৃঙ্গে শরতের প্রথম চন্দ্রকিরণ শত শত শিলাখণ্ডে কিশোর সুবর্ণতনু বিস্তৃত করিয়া হরপার্ব্বতীর পদসেবা করিতেছিল। হরজটানিঃসৃতা শুভ্রফেনাবগুণ্ঠিতা আকাশবাহিনী গঙ্গা ঈষৎকম্পিত পার্ব্বতীয় বায়ুর স্পর্শে নাচিতে নাচিতে উত্তর দিকে শিখর হইতে শিখর ভাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে যোগমগ্ন ঋষিগণের আশ্রমে যাইতেছিল। বিমল আকাশ। শিশিরস্নাত শত ফুলের পরিমল বহিয়া প্রকৃতি মহেশ্বরের পূজা করিতেছিল। বিশ্বনাথের অর্দ্ধনিমীলিত নেত্র। গৌরী অর্দ্ধ অঞ্চল পাতিয়া স্বামিপদতলে সুষুপ্তা।

মহেশ্বরের বসতবাটী কৈলাসের মধ্যভাগে। অত্যুচ্চ শিখরে তিনি কেবল যোগাসনে বসিয়া থাকেন। বাটীর

মধ্যে কেবল দুইটী ঘর। একটি ঘরে জয়া বিজয়া শুইয়া থাকে। অন্য ঘরে গৌরীর পুতুলে সজ্জিত প্রকাণ্ড বেদী বা মঞ্চ। গৌরী চিরকালই বালিকা, অতএব তিনি পুতুল খেলিয়া থাকেন। এই খেলার সময় মহাদেব ঘুমাইয়া পড়েন। খেলা সাঙ্গ হইলে, গৌরীও ঘুমাইয়া পড়েন। তখন জয়া বিজয়া চলিয়া যায়। বেদীপার্শ্বে সুবর্ণপ্রদীপ সারানিশি জ্বলিয়া থাকে।

বহির্ব্বাটী প্রায় শ্মশানের মত। ভাঙ্গা ঘরের সম্মুখে ষাঁড় শুইয়া থাকে। চতুর্দ্দিক আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর। ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে সর্পের বিবর। তন্মধ্যে গোটাকতক পুরাতন সর্প বাস করে; অবশিষ্টগুলি জটার মধ্যেই থাকে। প্রস্তরের দেয়ালে পেরেক ঠুকিয়া শিঙ্গা, ডম্বরু প্রভৃতি সযত্নে রক্ষিত। দক্ষিণ কোণে ত্রিশূলটা হেলিয়া থাকে। বিখ্যাত ত্রিপুরাসুর-বধের পর ত্রিশূল আর ব্যবহৃত হয় নাই সুতরাং তাহার আগাগোড়া মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ। একটা চারি ইঞ্চি পেরেকের উপর সিদ্ধির ঝুলি লম্বমান, এবং গৃহের মধ্যে সুবিস্তৃত ও কুঞ্চিত—উভয় প্রকারের বাঘছাল।

গৃহের অনতিদূরে নিম্ববৃক্ষ! বৃক্ষতলে নন্দী শুইয়া থাকে, এবং ভৃঙ্গী বৃক্ষের উপর থাকিতে ভালবাসে। যেখানে মদন ভস্ম হইয়াছিল, সেখানে উমার স্বহস্ত-রোপিত ধুতুরা গাছের ফুল চন্দ্রকিরণে ঝলসিতেছিল। তাহারই কিছু দূরে কার্ত্তিকের 'ব্যারাক'। ময়ূরের দৌরাত্ম্যরোধ করিবার জন্য নন্দী একটা

সপ্তহস্তপরিমিত আকন্দের বেড়া দিয়াছিল ; তাহা কালক্রমে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ময়ূর এ পারে আসে না। 'ব্যারাকে'র সম্মুখে সুন্দর ফুলের উদ্যান। সেখানে চিরকুমার-গণ কার্ত্তিকের সহিত বসিয়া বিস্রম্ভালাপ করেন। গণেশ উপবনে বেদপাঠ করেন। সেখানে অন্য কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ। সরস্বতীর কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই ; ঘুম পাইলে কখনও কখনও জয়া বিজয়ার ঘরে শুইয়া থাকেন : অবশিষ্ট সময় অলকনন্দার তীরে গিয়া দেবর্ষি নারদের নিকট বীণাবাদন করেন, এবং নারদ তাহার স্বরলিপি রচনা করিয়া থাকেন।

লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেই থাকেন। কৈলাস হইতে ক্ষীরোদ সমুদ্র অধিক দূর নয়। এমন কি, ক্ষীরোদ সমুদ্রে ডুব দিলে কৈলাসে আসা যায়।

ঘটনার দিনে হরপার্ব্বতী গৃহ ছাড়িয়া সর্ব্বোচ্চ শিখরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। আগামী শারদীয় মহোৎসবে দল বল সহিত ভগবতী মর্ত্তে আগমন করিবেন, তাহা হঠাৎ নন্দীর মনে পড়িয়া গেল।

নন্দী ডাকিল, "ভৃঙ্গী !"

ভৃঙ্গী বলিল, "হুঁ !"

নন্দী। দাদা ও দিদিবাবুদের নামে নোটিশ লিখিয়া ফেল।

অতি শীঘ্র ভৃঙ্গী বৃক্ষোপরি বসিয়া ভূর্জ্জপত্রে সনাতন প্রথানুসারে কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির নামে নোটিশ লিখিয়া ফেলিল। মর্ম্ম এই যে, "আগামী মহালয়া অত্যন্ত

সন্নিহিত ; এ পক্ষ হইতে অনুজ্ঞা-প্রচার হইতেছে যে, আপনারা স্ব স্ব বাহন সুসজ্জিত করিয়া বেলা তিনটার মধ্যে যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকিবেন।”

বাহন সম্বন্ধে প্রায়ই কৈলাসে প্রতি বৎসর গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। মাড়ওয়ারীগণ গণেশ পূজা করে বলিয়া কৈলাস-মূষিকগণ কলিকাতার বড়বাজারে যথোচিত সমাদৃত হইয়া বংশবিস্তার করিয়াছিল। তন্মধ্যে যাহারা প্লেগে মরিয়া গিয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি সত্ত্বেও যথাসময়ে প্রেতদেহে কৈলাসে পঁহুছিতে পারে নাই। যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহাদিগের ধরাতলের ফল মূল সুগন্ধ ছাড়িয়া কৈলাসে যাইতে মোটেই ইচ্ছা হইত না।

ময়ূরগণ ক্রমাগত বঙ্গের জলবায়ু ভোগ করিয়া ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং শরতের প্রারম্ভেই তাহারা বর্ষানিহারজনিত অবসাদে ক্লিষ্ট হইয়া কম্পজ্বরে পড়িত।

লক্ষ্মীপেচকগণ মর্ত্তের কালপ্যাঁচার ভয়ে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আসিতে চাহিত না।

নোটিশ পাইয়া সরস্বতী ছাড়া সকলেই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন, এবং যথাসাধ্য বাহনের যোগাড় করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে নন্দী নিমবৃক্ষে ষাঁড় বাঁধিয়া দেবীর বাহন আনয়ন করিতে গেল। যেখানে কৈলাস স্বর্গের দিকে হেলিয়াছে, তাহারই সন্নিকটে দুর্গম গিরিগহ্বরে ভগবতীর বাহন সিংহ মহিষাসুরকে কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিত।

প্রায় দুই ঘণ্টার পর নন্দী নিমবৃক্ষতলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কম্পিতস্বরে ডাকিল, "ভৃঙ্গী !"

ভৃঙ্গী। হুঁ !

নন্দী। সর্ব্বনাশ হইয়াছে। মহিষাসুর—নিরুদ্দেশ !

ভৃঙ্গী। পাগল না কি ? আর সিংহ ?

নন্দী। সেটা জিহ্বা বাহির করিয়া পড়িয়া আছে।

এক লাফে ভৃঙ্গী বৃক্ষ হইতে নামিয়া নন্দীর সহিত গহ্বরের দ্বারে গিয়া দেখিল, বাস্তবিকই মহিষাসুর ভাগিয়াছে, এবং দশনবিস্তার পূর্ব্বক পৌরাণিক সিংহ মহাশয় রক্তাক্তকলেবরে পড়িয়া আছেন !

২

এই অভাবনীয় লোমহর্ষণ কাণ্ডে নন্দীর নেশা ছুটিয়া গেল, এবং ভৃঙ্গীর গাত্র দিয়া ঘর্ম্ম বহির্গত হইতে লাগিল। পৌরাণিক সময় হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আবহমানকাল পূর্ব্ব-প্রথানুসারে সিংহেরই মহিষাসুরকে কামড়াইয়া থাকিবার কথা। এ প্রথার হঠাৎ কেন পরিবর্ত্তন হইল, তাহা শাস্ত্র দূরে থাকুক, ত্রিলোকে কাহারও বিদিত ছিল কি না সন্দেহ। বহুযুগ ব্যাপিয়া শিবপরিচর্য্যারত বৃদ্ধ নন্দী ভৃঙ্গীর বয়স অধিক হইলেও, সিদ্ধিসেবনবর্দ্ধিত বুদ্ধি কখনও লোপ পায় নাই। আজ সেই বুদ্ধি লোপ পাইতে বসিল।

নন্দী প্রথম আবেগে ভগবতীর নিকট সংবাদ দিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ইহা কেবল স্বীয় অমনোযোগিতার স্বপক্ষে

প্রমাণ দাঁড়াইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া ধীরে ধীরে আবার ভৃঙ্গীকে ডাকিল। হতবুদ্ধি ভৃঙ্গী নন্দীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

নন্দী। এ কথা মাকে কখনই বলা হইবে না।

ভৃঙ্গী। না।

নন্দী। তবে উপায় ?

ভৃঙ্গী। থানায় খবর দে।

কৈলাস পর্ব্বত গঢ়ওয়াল থানার এলাকাধীন। গঢ়ওয়াল কৈলাসশিখর হইতে বত্রিশ যোজনের পথ। রাতারাতি সমস্ত পথ হাঁটিয়া ভৃঙ্গী ও নন্দী প্রত্যূষে থানায় আসিয়া পঁহুছিল।

থানার দারোগা বিরিঞ্চি মিশ্র প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া খট্টাঙ্গে বসিয়া ছিলেন। শয্যার শিয়রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, এবং পার্শ্বে পঞ্চহস্তপ্রমাণ আগ্রার নলবিশিষ্ট আলবোলা। খট্টাঙ্গের নিম্নভাগে কীটদষ্ট হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত ফৌজদারি দণ্ডবিধি ও কার্য্যবিধি আইন একত্র বাঁধা।

দারোগা মহাশয় গত মাসের গোপনীয় প্রাপ্য প্রভৃতির সম্বন্ধে স্বহস্তলিখিত জমাওয়াশীল বাকীর খাতা একটি পুরাতন বাক্সে রাখিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পুনরবলোকন কর্ত্তব্য মনে করিয়া যেমন গাত্রোত্থান করিবেন, অমনই একটা বিকট চাপা শব্দ শুনিতে পাইলেন।

দারোগা মহাশয় সেই দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, দুইটা অসভ্য বর্ব্বর মনুষ্য তাঁহার দিকে চাহিয়া অঙ্গভঙ্গী করিতেছে।

দারোগা মহাশয় পার্ব্বতীয় ভাষা জানিতেন। তাহারই সাহায্যে নন্দীর বক্তব্য শীঘ্র বুঝিয়া ফেলিলেন; সংবাদ অভিনব ও গুরুতর দেখিয়া প্রথমতঃ থানার রোজনামচায় একটা খসড়া লিখিয়া ফেলিলেন, এবং পুনরায় তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "এটা গুমের সংবাদ, না চুরীর?"

নন্দী। সেটা বুঝিয়া দেখুন।

দারোগা। কেবল গুমের সংবাদে পুলিস তদন্ত করিতে বাধ্য নহে। কাহাকেও সন্দেহ না করিলে কিংবা চুরীর কথা স্পষ্ট করিয়া না বলিলে, প্রথম সংবাদ কেবল রোজনামায় থাকিয়া যাইবে।

ভৃঙ্গী এতক্ষণ পরে আইনের অর্থ চমৎকার বুঝিয়া ফেলিল, এবং বলিল, "তবে চুরীই লিখুন।"

দারোগা। তাহাতে প্রত্যেক নূতন কথায় এক টাকা করিয়া দর্শনী দিতে হইবে।

ভৃঙ্গী কোমর হইতে একটা সংস্কৃত মহিষের সিঙ্গ বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে এক ভরি আন্দাজ সুবর্ণখণ্ড দারোগার প্রসারিত হস্তে অবিলম্বে অর্পণ করিল।

দারোগা। কোনও ব্যক্তিবিশেষের উপর সন্দেহ হয়?

নন্দী। কিসের সন্দেহ?

দারোগা। এই মহিষাসুর চুরী সম্বন্ধে?

নন্দী। এটা কি সোজা কথা? কৈলাসপর্ব্বত হইতে অত বড় দুর্দ্দান্ত জানোয়ার চুরী করা কি মানুষের সাধ্য?

দারোগা। 'ন্যাশনাল কংগ্রেসে'র কোনও লোকের উপর সন্দেহ হয় না কি?

ভৃঙ্গী 'ন্যাশনাশ কংগ্রেস' নামটা শুনিয়া মনে করিল, হয় ত ত্রিপুরাসুরের বংশের কেহ। বিগত পৌরাণিক যুদ্ধে সেই বংশের কেহ ভৃঙ্গীর হাতে কামড়াইয়া দিয়াছিল। সুতরাং ভৃঙ্গী বলিল, "বোধ হয় তাই।"

তখন দারোগা প্রথম এজেহারের বহি বাহির করিলেন, এবং স্বয়ং তিন খণ্ড প্রথম এতেলা কাটিয়া ফেলিলেন। এক খণ্ড পুলিস আপিসে গেল, এবং অন্য খণ্ড ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হইল। তৃতীয় খণ্ড বহিতেই সংলগ্ন রহিল।

ভুলক্রমে দারোগা রোজনামচাটার সংশোধন করিলেন না। তাহাতে গুমের সংবাদই রহিয়া গেল।

৩

তৎপরে প্রথম সংবাদ পঠিত হইল। তাহা এই,—"তারিখ ১৬ই অক্টোবর, সন ১৯০৩, বেলা ৭॥০ ঘটিকা, অকুস্থান কৈলাস—গড়ওয়াল থানা হইতে বত্রিশ যোজনের পথ।—বাদীর নাম ভৃঙ্গী, পিতার নাম অজ্ঞাত—আসামীর নাম অজ্ঞাত, কিন্তু 'ন্যাশনাল কংগ্রেসের' কেহ—তদন্তকারী স্বয়ং দারোগা বিরিঞ্চি মিশ্র—ওকুস্থানে রওনা হইলেন—অতঃপর বিবরণ এই যে, ছাএল ভৃঙ্গী ছাএল নন্দী সমভিব্যাহারে আসিয়া উপরোক্ত সময়ে সংবাদ দিতেছে যে—কৈলাস পর্ব্বতের গহ্বরে (সেখানে চৌকিদার নাই) স্বয়ং জগজ্জননী দুর্গাদেবীর বাহন

সিংহ মহিষাসুর নামক দুষ্ট জানোয়ার অথবা দৈত্যরাজের বক্ষঃ-স্থল নখরে ও স্কন্ধদেশ দন্তে বিদ্ধ করিয়া পড়িয়া থাকিত। এই মহিষাসুর বৎসর বৎসর ধরাতলে প্রদর্শিত হয়, এবং তজ্জন্য অনেক টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। মহিষের মূল্য অজ্ঞাত, সম্ভবতঃ ১০॥০ টাকা। গত কল্য সন্ধার পর উপরোক্ত মহিষাসুরকে গুম দেখিয়া রক্ষক ছাগলগণের মনে সন্দেহ হয়, কিন্তু মালিকগণ নিদ্রাভিভূত থাকায় কালব্যয় না করিয়া বরাবর থানায় চলিয়া আসে। উক্ত মূল্যবান মহিষ নিশ্চয় কোন চোর লইয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ না থাকায় ছাগল ভৃঙ্গী 'ন্যাশনাল কংগ্রেসে'র কোনও সভ্যদ্বারা এই কার্য্যসমাধা হইয়াছে তাহা নিশ্চিত জানিয়া এত্তেলা দিতেছে।—ছাগলগণের মধ্যে ভৃঙ্গী লেখাপড়া জানে, কিন্তু পার্ব্বতীয় বর্ণমালা অধীন অজ্ঞাত থাকায় উভয়ের টিপ সহি লওয়া হইল, এবং সংবাদ পাঠ করিয়াও শুনান হইয়াছে। সহি দারোগা বিরিঞ্চি মিশ্র। নন্দী ও ভৃঙ্গীর টিপ সহি।"

অতিকষ্টে বহু গিরিশিখর পর্ব্বত কন্দর উপত্যকা নদ নদী প্রভৃতি পার হইয়া নন্দী ভৃঙ্গীর সাহায্যে দারোগা বিরিঞ্চি মিশ্র দুই জন কনেষ্টবল লইয়া কৈলাসে পঁহুছিলেন। দৈবসাহায্য ব্যতীত কেহ সশরীরে কৈলাসে পঁহুছিতে পারে না। কৈলাসে ফল মূল ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না, অতএব সে রাত্রি দারোগা মহাশয় কেবলমাত্র মূল খাইয়া বৃক্ষতলে ঘুমাইয়া থাকিলেন। তৎপর দিন মাল-তালিকা ও অকুস্থানের চিহ্ন টুকিয়া লওয়া হইল। নূতন মনুষ্যের সমাগম দেখিয়া কার্ত্তিক

পূর্ব্বেই বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। মহাদেব ও গৌরী পূর্ব্ববৎ সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গেই বিহার করিতেছিলেন। সে স্থান অগম্য। অনেক চেষ্টা করিয়াও দারোগা তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গ অতিক্রম করিতে পারিলেন না। অতঃপর ঘটনাস্থল পুনঃপুনঃ দর্শন করিয়াও কেহই সিংহকে খুঁজিয়া পাইল না। বোধ হয়, সিংহ জ্ঞানসঞ্চারের পর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রাতারাতি অন্য কোনও পর্ব্বতে আহারের অনুসন্ধানে গিয়াছিল। সার কথা এই যে, দারোগা মহাশয় ঘটনার কোনও বিশেষ প্রমাণ পাইলেন না। সন্ধ্যাকালে তিনি নন্দীকে ডাকিয়া বলিলেন, "কেহ সাক্ষী না দিলে মোকদ্দমা টেঁকা অসম্ভব।"

নন্দী। তবে উপায়?

দারোগা। মালিকগণকে এখানে ডাকিয়া আন।

নন্দী বিস্মিতবদনে বলিল, "আপনি কি পাগল? দেবাদিদেব মহাদেব ও শক্তিস্বরূপিণী গৌরীর সমাধি ভঙ্গ করিয়া এখন ডাকিয়া আনে, ত্রিলোকে এমন সাধ্য কাহার আছে?"

বিরিঞ্চি মিশ্র অদ্বৈতবাদী। দেবতাগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অনেকটা সন্দেহ ছিল। তিনি জানিতেন, অনেক পাণ্ডা দেবতার নাম করিয়া ঠকাইয়া খায়। হয় ত নন্দী ভৃঙ্গী তাঁহার সহিত প্রবঞ্চনা করিতেছে।

প্রথমতঃ, তাঁহার পদোচিত সম্মান হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ, তিনি একপ্রকার অনাহারেই ছিলেন; এবং তৃতীয়তঃ, ভৃঙ্গীর নিকট পুনরায় সুবর্ণের কোনও আভাস না পাইয়া দারোগা

মহাশয় চটিয়া উঠিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত স্থানে হঠাৎ একটা কাণ্ড করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়া অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া দারোগা মহাশয় বলিলেন, "একটা উপায় আছে।"

ভৃঙ্গী। কি ?

দারোগা। আমি মহিষাসুরের সন্ধান করিতে যাই; তোমরা আমার সঙ্গে আইস। যেখানে যেখানে খানাতলাসী করিব, তোমরা উপস্থিত থাকিবে, এবং মাল পাওয়া গেলে গৃহস্বামীকে কৈলাসে ওৎ করিতে দেখিয়াছিলে, ইহা বলিয়া সনাক্ত করিবে। আপাততঃ কিছু সুবর্ণ সংগ্রহ করিয়া আন।

নন্দী ভৃঙ্গী স্বীকৃত হইয়া তাহাই করিল। ইতিমধ্যে কনেষ্টবলদ্বয় সিদ্ধির ঝুলি ও বাঘছালের সন্ধান পাইয়া একমনে তাহাই চুরী করিতেছিল। দারোগা তাহাদিগকে কেবলমাত্র সিদ্ধি লইবার অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া অবিলম্বে নন্দী ভৃঙ্গীর সহিত গড়ওয়ালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৪

কথিত খানাতলাসী অনেক সৎ ও অসৎ লোকের ঘরে হইয়া গেল। অনেক পুরুষ ও রমণী তলাসীর চোটে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইল। কিন্তু মহিষাসুর পাওয়া গেল না। কার্য্যগতিকে দারোগা "সি" ফারম্ দিলেন। দারোগার মন্তব্য এই, "মোকদ্দমা সত্যও হইলে হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে, তবে যত দূর তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, মোকদ্দমা মিথ্যা, কিন্তু মিথ্যা প্রমাণ করিবার সাক্ষী নাই, সত্য প্রমাণের সাক্ষীও নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এরূপ রিপোর্টে প্রায়ই সন্তুষ্ট হইতেন না। সত্য কিংবা মিথ্যা বিশিষ্টরূপে অবগত না হওয়া পুলিস ও ম্যাজিষ্ট্রেট উভয়ের পক্ষেই লজ্জার কথা। অতএব তিনি একটা ছোট-খাট মন্তব্য লিখিয়া হুকুম দিলেন যে, ভৃঙ্গী ও নন্দী উভয়েই কারণ দর্শাইবে যে, কেন তাহাদিগকে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ২১১ ধারায় চালান দেওয়া হইবে না। পূজার ছুটী সন্নিহিত বলিয়া সাহেব মোকদ্দমার নথী শ্রীযুক্ত রামধন বসু ডিপুটীর আদালতে বিচারের জন্য সমর্পণ করিলেন, এবং লিখিয়া দিলেন যে, যেহেতু উভয় ব্যক্তিই, অর্থাৎ নন্দী ও ভৃঙ্গী আদালতে হাজির আছে, তাহাদিগকে ডাকিয়া একেবারে কারণ দর্শাইতে বলা হউক।

বসুজা মহাশয়ের নিকট মোকদ্দমার ভার অর্পণ করিবার অন্যতর কারণ এই যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ; শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি উক্ত ধর্ম্মের শাখা প্রশাখা লইয়া এক সময় অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন, এবং একটা হইতে অন্যটায় লাফ দিয়া ও অন্যটা হইতে আর একটায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, সকলের গোড়া কি, তাহা বুঝিয়াছিলেন।

মোকদ্দমার নথী লইয়া বসুজা মহাশয়ের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। যদি বাস্তবিক মহিষাসুর চুরী গিয়া থাকে, তবে এ বৎসর দেবীর মর্ত্তে আগমন অসম্ভব। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন, এবার পূজার সময় গৃহিণী ও আত্মীয়বর্গের নূতন কাপড় প্রভৃতি ক্রয় করিবার কোনও দরকার নাই। অতএব তিনি

মনে মনে কৃতসংকল্প হইলেন যে, মহিষাসুর যাহাতে না পাওয়া যায়, এবং নন্দী ভৃঙ্গী কৈলাসে শীঘ্র ফিরিতে না পারে, তাহারই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, এবং মোকদ্দমার স্থির বিচারের জন্য স্থানীয় তদন্ত প্রয়োজন, এইরূপ মন্তব্য লিখিয়া মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিবেন।

আদালত লোকারণ্য। মোকদ্দমার উপর বৎসরের ফলাফল নির্ভর করিতেছে। নন্দী ভৃঙ্গী কৈলাসে না ফিরিলে হরপার্ব্বতীর সাজসজ্জার যোগাড় করিবার অন্য লোক নাই; অপিচ, স্বয়ং মহিষাসুর অন্তর্হিত! ইহার শেষ ফল দেখিবার জন্য বিংশসহস্রাধিক লোক গড়ওয়ালে উপস্থিত।

বসুজা মহাশয় স্বীয় হুকুম প্রচার করিয়া নন্দী ভৃঙ্গীকে জানাইলেন যে, যে হেতু মোকদ্দমার সাক্ষী সবুত কিছুই নাই, সুতরাং স্থানীয় তদারক আবশ্যক। কিন্তু কৈলাস বহুদূরবর্ত্তী, সুতরাং হঠাৎ দুর্গম পথে ভাল দিন না দেখিয়া যাত্রা অসম্ভব অতএব তিনি ছুটীর পরে মোকদ্দমা গ্রহণ করিবেন। ততদিন নন্দী ভৃঙ্গী প্রত্যেকে দশ সহস্র টাকার জামীন ও মুচেলকা দিবে। অন্যথা হাজত!

'হাজতে'র হুকুম শুনিয়া অনেকের হৃৎকম্প হইল। দুই জন অজানিত লোকের জামীন হইতে কেহই স্বীকৃত হইল না। এক জন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল, "শিবের অনুচর হাজতে যায়, এমন হিন্দু কেহ কি নাই যে, তাহাদিগকে রক্ষা করে?" কিন্তু লোকটার প্রস্তাবের অনুমোদন কেহ করিল

না, এবং যদিও তাহার নিজের যথেষ্ট সঙ্গতি ছিল, তথাপি সে স্বয়ং নিজে ও বিপদ ঘাড়ে করিতে স্বীকৃত হইল না।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। সকলেই যেন একটু চিন্তা-ভারজড়িত। আদালত জনাকীর্ণ, তবু নীরব, নিস্তব্ধ। অসংখ্য তারা আকাশে, অসংখ্য হৃদয় ধরাতলে,—সকলই যেন ম্লান হইয়া গেল।

সকলেই যেন বুঝিল, এ বৎসর দুর্গোৎসব হইবে না। এ বৎসর দেবী কৈলাসেই রহিয়া যাইবেন। উপায় নাই।

বসুজা মহাশয় বলিলেন, "ঘটনা অভাবনীয়। ইহাতে হিন্দুমাত্রেরই চিন্তান্বিত হইবার কথা, কিন্তু মাটীর প্রতিমা গড়াইয়া আমরা পূজা করি,তাহাতে দেবীর যাতায়াতের কোনও সম্বন্ধ নাই। অতএব তোমরা বাৎসরিক আমোদ আহ্লাদ করিতে কুণ্ঠিত হইও না।

নন্দী ভৃঙ্গী হাসিতে গেল।

৫

দেবী আসিবেন না, এ সংবাদ শীঘ্রই বঙ্গে প্রচারিত হইল। এই নিদারুণ সংবাদে অনেক হিন্দু কাঁদিয়া ফেলিল। অনেক ফরাসডাঙ্গার কাপড়ের গাঁইট বড় বড় দোকানে খোলা হইল না। জুতার দর কমিয়া গেল। বিপদ দেখিয়া দেশহিতৈষি-গণ "টাউনহলে" একটা 'বিরাট' সভা আহ্বান করিলেন। অনেক বক্তৃতা বাদবিসংবাদের পর নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি সর্ব্বসাধারণের অনুমোদিত হইল।—

১। দেবী না আসিলেও পূজা বন্ধ হইতে পারে না। তবে এই দুর্ঘটনার স্মরণার্থ কেবল প্রতিমার কাঠামোয় মহিষাসুর থাকিবে না, এবং মহিষাসুরের মূর্ত্তি কেন লুপ্ত হইল, তাহার কৈফিয়তে একটা টিকিট মারিয়া তাহাতে সুবর্ণাক্ষরে "পলাতক" লিখিয়া দিতে হইবে।

২। নন্দী ভৃঙ্গীর মূর্ত্তি চালচিত্রে হাজতে দেখান হইবে।

৩। মহিষাসুরের অভাব সত্বেও সিংহের বীরত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত তাহার দন্তপাটীতে 'ন্যাশনাল কংগ্রেস' অঙ্কিত করিয়া দিতে হইবে।

কংগ্রেসের অনেক ডেলিগেট তৃতীয় মন্তব্যে বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তাঁহাদিগের উপর গোড়াতেই মিথ্যা দোষারোপ হইয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইল, তখন তাঁহাদিগের কোনও আপত্তি রহিল না।

অতঃপর বঙ্গে ঢাক ঢোল বাজিয়া উঠিল। আবার জুতার দর বাড়িয়া গেল। আবার পাশীশাড়ী, গন্ধতৈল ও এসেন্স শ্রাবণের বারিধারার মত ঘরে ঘরে বর্ষিত হইতে লাগিল।

মিত্র মহাশয়দিগের প্রকাণ্ড ঠাকুরদালানে টিকিট মারা সিংহবাহিনীর প্রতিমা ও নূতন সাজসজ্জার বাহার দেখিবার জন্য অনেক লোক দাঁড়াইয়া গেল।

সপ্তমী পূজার আরম্ভ হইল।

সুন্দর তাড়িতালোকে, সুন্দর পুষ্প পত্রে, সুন্দর মুখের

বাহারে মিত্র মহাশয়দিগের বৈঠকখানা স্বর্গের নন্দনকানন নিন্দিতেছিল। রাত্রি দশটা।

সকলেই মধুপানে মত্ত। হৃদয়ে হৃদয়ে, আঁখিতে আঁখিতে, কণ্ঠে কণ্ঠে, আনন্দসুধা বহিতে লাগিল। প্রত্যহ নয়, মাসে মাসে নয়, বৎসরকার দিন! এমন সময় আনন্দসুধা ত বহিবেই।

বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে সারঙ্গরবমিশ্রিত আনন্দগান পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিতেছে। মুখে সুধার হাসি, ফলং ঐশ্বর্য্য; হৃদয়ে সুবর্ণখচিত সুনীল ওড়না, ফলং ভ্রমণ; পৃষ্ঠদেশে লম্বমান বেণী, ফলং মৃত্যুবৎ! সৌরজগতের দ্বাদশ রাশি স্তব্ধ। চন্দ্র সূর্য্য মাতোয়ারা।

এমন সময়ে গৈরিকবসনপরিধৃত, মস্তকে জটাভার, হস্তে ভগবদ্গীতা, কৃষ্ণবর্ণ মানুষের মত একটা পদার্থ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সভার লোক সকলেই ত্রস্ত হইল। চিকের আড়াল হইতে রমণীগণ পলায়ন করিলেন। একটা মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল।

মিত্রজা। মহাশয়ের নিবাস?

মহিষ। পূর্ব্বে 'আট্‌লাণ্টিস' নামক স্থানে বাস করিতাম; কিন্তু গত দুই সহস্র বৎসর অবধি কৈলাসের গহ্বরে বাস করিতেছিলাম।

সকলেই বুঝিতে পারিল, স্বয়ং মহিষাসুর উপস্থিত!

সকলের গাত্র হইতে ঘর্ম্ম বহিয়া শুভ্র কামিজগুলির 'কলার' ও 'কফ' তুলার মত নরম হইয়া গেল। জিহ্বা শুকাইয়া আসিল।

মহিষাসুর ধীরে ধীরে বলিলেন, "ভয় নাই! তোমরা প্রতিমা পূজা কর, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু আমার বক্তব্য ইহাই যে, বিশ্বে একই 'সৎ', এবং অন্য সব মায়া ও মিথ্যা। এই মায়াভ্রমে পতিত হইয়া তোমরা অনর্থক কাল অতিবাহিত করিতেছ। তোমাদিগের ভ্রমদূরীকরণার্থ আমি এত দূর আসিয়াছি। যখন সকলেই 'সোহং', তখন এ আড়ম্বর কেন?

সকলেই বুঝিল, মহিষাসুর বেদান্তবাগীশ! তখন বীণা, স্যারঙ্গ প্রভৃতি থামিয়া গেল।

৬

মহিষাসুর সকলকে অভয়প্রদানপূর্ব্বক হিন্দু ষড়্দর্শনের সামঞ্জস্য করিলেন, এবং তাঁহার প্রণীত গীতার নূতন টীকা মিত্র মহাশয়কে ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কিত করিবার ভার দিলেন। মূল্য চারি আনা মাত্র।

এ মূল্য লইবার মহিষাসুরের উদ্দেশ্য এই যে, অহা দ্বারা জাহাজের মাশুল-সংগ্রহপূর্ব্বক আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিতে যাইবেন।

সকলে এ সাধু উদ্দেশ্যে বাহাদুরী না দিয়া থাকিতে পারিল না।

মহিষাসুরের বদান্যতা, ধর্ম্মপরায়ণতা ও গভীর মিষ্ট ভাবে সকলেই চমৎকৃত হইল, এবং সকলেই স্বীকার করিল যে, দেবী

এ হেন ধর্ম্মবীরের উপর অত্যাচার করায় তাঁহার পাষাণী নাম সার্থক হইয়াছে মাত্র।

সেই শারদীয়া সপ্তমীর দ্বিপ্রহর নিশীথে মিত্র মহাশয়ের বাটীতে একটা গুপ্ত-সমিতি স্থাপিত হইল। যাঁহারা 'ক্রিয়াবান' অর্থাৎ হঠযোগ প্রভৃতির ক্রিয়া করেন, তাঁহারাই সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। স্বয়ং মহিষাসুর যোগ-শিক্ষক।

অষ্টমীর দিন সকলে যোগাসনে বসিলেন। নবমীর মধ্যেই "গীতা" সটীক মুদ্রিত হইল, এবং—কোম্পানী তাহার 'কপী-রাইট' কিনিয়া লইয়া সার্দ্ধ চারি সহস্র টাকা মহিষাসুরকে দিলেন।

পূজা চলিতে লাগিল, কিন্তু কর্ত্তাদের সমাগম বিরল হইয়া পড়িল। কার্য্যগতিকে গৃহিণীগণ ও রাজবাটীতে অগ্রমহিষীগণ ষোড়শোপচার বজায় রাখিয়া মৃৎপ্রতিমার পূজা করিতে লাগিলেন।

বিজয়াদশমীর সন্ধ্যার সময় প্রাঞ্জল ইংরাজী-ভাষায় বিজ্ঞান-সঙ্গত বক্তৃতা দ্বারা মহিষাসুর সিং ও জটা দোদুল্যমান করিয়া বেদান্ত প্রচার করিলেন। প্রায় দুই লক্ষ শিক্ষিত বৃদ্ধ, যুবা ও অপোগণ্ড বালক নিমেষের মধ্যে জ্ঞানলাভ করিল।

এ দিকে কৈলাসে কার্ত্তিক ও গণেশ বাহন না পাইয়া, এবং নন্দী ভৃঙ্গীর টিকী না দেখিয়া মনে করিলেন যে, এ বৎসর দেবী তাঁহাদিগকে বিশ্রামার্থ অবকাশ দিয়াছেন। সরস্বতীও তাহাই মনে করিয়া অলকনন্দার তীরে বীণা লইয়া চলিয়া গেলেন।

লক্ষ্মী নারায়ণ-বিরহ-বিধুরা হইবার কোনও সম্ভাবনা না দেখিয়া ক্ষীরোদসমুদ্রে ডুব দিয়া প্রবাল মাণিক্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

মহাদেব যোগমগ্নই থাকিয়া গেলেন।

দশমীর দিন দেবীর মায়ানিদ্রা ভঙ্গ হইল। আকাশ পরিচ্ছন্ন। বিহঙ্গগণ পক্ষপুট বিস্তৃত করিয়া নীল আকাশের তলে শুভ্ররেখাশ্রেণীর ন্যায় বিচরণ করিতেছিল! সূর্য্যদেব কৈলাসশিখরে জ্বলন্ত সিন্দূররেখা অঙ্কিত করিয়া ক্ষীরোদসমুদ্রের বক্ষে ডুব দিতেছিলেন।

দেবী দেখিলেন, ক্ষুধার্ত্ত সিংহ তাঁহার পদতলে। কৈলাস জনশূন্য। রাশিচক্রে চাহিয়া দেখিলেন যে, দশমীর সন্ধ্যা আগত-প্রায়।

ধ্যাননেত্রে দেবী অনেকটা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু নিদ্রা-জড়িত তৃতীয় নেত্র তখনও উন্মীলিত হয় নাই। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রজ্বলিত হইল।

ক্রোধটা মহাদেবের দিকেই গেল। কিন্তু মহাযোগীর ধ্যানভঙ্গ করিতে পারিল না।

তখন দেবী কুন্তল হইতে কেশ উৎপাটিত করিয়া মহামারী সেনার সৃষ্টি করিলেন। তাহারা চতুর্দ্দোল সাজাইয়া দিল। সেই দশমীর সন্ধ্যায় মহাশক্তির সেনা গগন ছাইয়া বঙ্গদেশের দিকে ধাবিত হইল।

তাহার পূর্ব্বেই মহিষাসুর "সটীক গীতা"র টাকা লইয়া পঞ্জাব মেলে রওনা হইয়াছে।

কৈলাসে মহাদেব ধ্যানাবস্থায় হাসিলেন।

৭

দেবীর মর্ত্তে গিয়া মহিষাসুরকে ধরিবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। ত্রিকালজ্ঞা ভগবতী জানিতেন যে, মহিষাসুরের মুক্তির সময় হইয়াছে। সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া মায়ের পদতলে বাস করিয়া সে ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ই সঞ্চিত করিয়াছিল। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ দুর্গার মর্ত্তলোকের উপর টান বিংশ শতাব্দীতেও অন্তর্হিত হয় নাই। সেই পূর্ব্বাভাস অকালে, অর্থাৎ দশমীর দিন জাগরিত হওয়াতে, পূর্ব্ববর্ণিত ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল।

যখন দশমীর চন্দ্রমা শারদ গগনে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উদিত হইতেছিল, তখন অলক্ষ্যে মহাশক্তি বঙ্গে আবির্ভূতা হইলেন। সেকালের ভক্তগণ আঁধার গৃহে সিদ্ধি ঘুঁটিয়া চুপ করিয়া বন্ধুগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শিক্ষিত যুবারা মহানগরীর পথে রেশমী চাদর উড়াইয়া থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে যাইতেছিল। বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি দশমীর আলিঙ্গন ও নমস্কারের প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অবশেষে হতাশ্বাস হইয়া একালের নব্য যুবকগণকে মনে মনে ধিক্কার-প্রদান-পূর্ব্বক লুচি সন্দেশের যোগাড় করিতে যাইতেছিলেন। সাধ্বী বঙ্গবধূগণ ছাতে বসিয়া দক্ষিণপবনে গত তিন রাত্রির অবসাদ দূর করিতেছিলেন।

দেবীর আগমন কেহ দেখিতে পাইল না! রোগী শয্যায়

উঠিয়া বসিল। দস্যু ঘরে ফিরিয়া গেল। কেহ দেখিতে পাইল না। মুমূর্ষু জনকজননীও দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত জঠরানল ভুলিয়া কঙ্কাল-বাহু দ্বারা বুকে করিয়া সন্তানসন্ততির পাণ্ডু মুখচুম্বন করিল। তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

সেই সভ্যতার আবরণের মধ্যে, সেই রাজপথের তাড়িতালোকের মধ্যে, সেই বিশ্ববিজয়িনী বক্তৃতা ও অভিনয়ের মধ্যে দেবী সন্তানগণের অবস্থা দেখিতে পাইলেন। জননীর হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইল। তিনি সৈন্যগণকে সংবরণ করিতে গেলেন, কিন্তু তাহারা তখন চলিয়া গিয়াছিল।

দেবী সিংহকে মর্ত্তে রাখিয়া একাকিনী একাদশীর আঁধারে অনশনে কৈলাসে ফিরিয়া গেলেন। কেহই দেখিল না।

মহেশ্বর সকলই দেখিতেছিলেন, এবং নন্দী ভৃঙ্গীর অভাবে জয়া বিজয়ার দ্বারা সিদ্ধি ঘুঁটাইয়া খাইতেছিলেন।

দেবী আসিয়া শয়নমন্দিরে গেলেন, এবং অভিমানে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

রাত্রি পোহাইয়া গেল; তথাপি দেবী নিদ্রার ছলনা করিয়া পড়িয়া থাকিলেন। বেদীর উপর সুবর্ণপ্রদীপ পূর্ব্ববৎ জ্বলিতে লাগিল।

দেবাদিদেব জয়া বিজয়াকে ইঙ্গিতে বিদায় করিয়া গৌরীর লঘু হেমবর্ণ দেহ দুই হাতে তুলিয়া লইয়া পঞ্চমুখে দেবীর মুদ্রিত ত্রিনয়ন পঞ্চবার চুম্বন করিলেন।

গৌরী মায়াবিস্তার করিয়া হরহৃদয় হইতে অপসৃত হইয়া আবার বেদীর নিম্নে লুকাইলেন।

শঙ্কর মায়া ভাঙ্গিয়া আবার গৌরীকে ধরিলেন। কিন্তু দারুণ অভিমান ভাঙ্গিল না।

মহাদেব ধীরে ধীরে বলিলেন, "পার্ব্বতী! মহিষাসুর তোমারই মায়া-নিঃসৃত, তোমারই সংস্পর্শে সে মুক্ত হইয়াছে, এবং কৈলাস ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহা জানিয়াও তোমার ক্রোধ সঞ্চার হইল? কর্ম্মক্ষেত্রে সকলকেই ফলভোগ করিতে হয়। অতএব অভিমান করিও না।"

পার্ব্বতী। তুমি আমার মহিষাসুরকে ধরিয়া দাও।

মহাদেব। আচ্ছা, প্রতিশ্রুত হইলাম। নন্দী ভৃঙ্গীও আসিবে, এবং তোমার সিংহ মহিষাসুরকেও লইয়া আসিবে। নূতন লীলা প্রকটিত হইবে। তুমি এতদিন ঘুমাইয়া ছিলে, একবার সন্তানগণের দিকে চাহিয়া দেখ।

অনেক অনুনয় বিনয়ের পর গৌরী ফলমূল খাইতে গেলেন। মহাদেব সিদ্ধি পান করিয়া কণ্ঠের বিষের জ্বালা নিবারিত করিলেন।

৮

তাহার পরদিন গড়ওয়াল আদালতে বসুজা মহাশয় সাহেবের তাড়া খাইয়া ছুটীর মধ্যেই নন্দী ভৃঙ্গীর মোকদ্দমার বিচার করিতে বসিয়া গেলেন।

মুলতুবীর উপর ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বাবধি চটা। বসুজা

মহাশয়ের আলস্য সম্বন্ধে পূর্ব্বাবধিই তাঁহার মন্তব্য নোটবহিতে টোকা ছিল ; এবার বাৎসরিক রিপোর্টে বসুজার মস্তকভাগটা উড়াইয়া দিবেন, তদ্বিষয়ে সাহেব স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন।

বসুজা মহাশয় বিরিঞ্চি মিশ্র দারোগাকে ডাকাইয়া তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করিলেন। স্থানীয় তদন্ত আবশ্যক বোধ হইল না। এমন সময় এক জন উকীল আসিয়া নন্দী ভৃঙ্গীর তরফে বক্তৃতা জুড়িয়া দিল।

বক্তৃতার আয়োজন দেখিয়া বসুজার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কে ?"

উকীল। রামানন্দ সিংহ।

বসুজা মহাশয় খিয়সফির উপর জাতক্রোধ ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি কাহার হুকুমে বক্তৃতা করিতে আসিয়াছেন ?"

উকীল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমে।

বসুজা মহাশয় বক্তৃতা শুনিতে বাধ্য হইলেন। বক্তৃতার মর্ম্ম এই যে, বাস্তবিক নন্দী ভৃঙ্গী চুরীর কোনও সংবাদ দেয় নাই। তাহার প্রমাণে রোজনামচার নকল প্রদর্শিত হইল। কেবল বিরিঞ্চি মিশ্র দারোগার ষড়যন্ত্রে অনর্থক কংগ্রেসের উপর দোষারোপ করিয়া একটা মিথ্যা প্রথম এত্তেলা লিখিত হইয়াছিল, এবং বুর্ব্বর নন্দী ভৃঙ্গীর টিপ্-সহি লওয়া হইয়াছিল। এই ব্যাপারে কংগ্রেস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। বিশেষতঃ, সিংহের দন্তে 'কংগ্রেস' অঙ্কিত হওয়াতে দেশের লোকের অসারতা ও অধঃপতনশীলতা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার মূল

কারণ,—পুলিস। পুলিসের যথোচিত শাস্তি আবশ্যক। অপিচ, রামানন্দ সিংহ আরও বলিলেন যে, বাস্তবিক মহিষাসুর 'গুম' হইতে পারে না। কেন না, সমস্ত ঘটনাই স্বপ্নজগতের। মনুষ্যের দেহের মধ্যে astral body নামক একটা দেহ আছে। তাহাতে মধ্যে মধ্যে স্বপ্ননামক পদার্থ প্রকটিত হয়। স্বয়ং বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ের যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মূলপ্রকৃতিই ইহার কারণ, এবং তন্নিবারণার্থ থিয়সফিক্যাল সমিতি অনেক উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন।

বসুজা। অত্র আদালতকে তাহার প্রমাণ দেখাইতে পারেন?

রামানন্দ। অবশ্য।

অনতিবিলম্বেই একটা 'বরিশাল গনে'র মত শব্দ হইল, এবং অলক্ষ্যে কতকগুলা ভূতপ্রেত আসিয়া বসুজার স্কন্ধে আরোহণ করিল।

সভয়ে বসুজা ডাকিলেন, "মা জগদম্বা! রক্ষা কর। দোষ আমার নয়, বিরিঞ্চি মিশ্র দারোগার।"

কাঁপিতে কাঁপিতে বসুজা রায় লিখিলেন, এবং তাহাতে বিরিঞ্চি মিশ্রকে যথেষ্ট গালাগালি দিলেন।

রায় প্রকাশিত হইল। নন্দী ভৃঙ্গী বেকসুর দায়মুক্ত। সকলে রামানন্দ উকীলের জয়জয়কার করিতে লাগিল। এমন সময়ে একটা মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

সকলে দেখিল, অদূরে সিংহের স্কন্ধে চড়িয়া মহিষাসুর

কৃতাঞ্জলিপুটে অধোবদনে পূর্ব্বাভিমুখে যাইতেছে। বলা বাহুল্য, সিংহ মহিষাসুরকে বোম্বাই নগরের ডকে গিয়া গ্রেপ্তার করিয়াছিল; কিন্তু মহাদেবের কৃপায় অসুর কোনও প্রকারে সিংহের দন্ত এড়াইয়া স্কন্ধে চড়িয়া বসিয়াছিল।

বসুজা এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া রামানন্দ সিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার কোনও Esoteric ব্যাখ্যা আছে?"

রামানন্দ। জ্ঞান যুক্তকরে ভক্তিপথে যাইতেছে।

বসুজা। কেমন করিয়া?

রামানন্দ। শক্তির চোটে।

খুকী

আমাদের খুকীর নাম এখন বলিব না।

খুকীকে "কচি মেয়ে"ও বলিতে পার, "ডাগর মেয়ে"ও বলিতে পার। যাহাই বল, খুকী কিন্তু বড় টুক্‌টুকে মেয়ে। খুকী একখানা মোটা কাপড় পরিয়া থাকে। হাতে কেবল দু'গাছি বালা।

খুকীর মা খুকীর বিয়ের জন্য ভাবে। খুকী কেবল দীনু দার স্ত্রীর জন্য ভাবে। দীনু কৈবর্ত্তের স্ত্রী পোয়াতি। দীনু বলিয়াছিল, "খুকীমণি, আমার সন্তান হইলে তোকে মা বলিয়া ডাকিবে।"

সেই দিন হইতে খুকী সারা রাত্রি ভাবিয়া আকুল। "মা" কি মধুর নাম! মা হইবে মনে করিয়া খুকী দিন দিন বাড়িতে

লাগিল। অঙ্গের মাধুরী ফুটিয়া উঠিল। খুকীর দিকে যে তাকাইত, সে আর নয়ন ফিরাইতে পারিত না।

খুকীর পিতা এককালে জমীদার ছিলেন। তিনি বাঁচিয়া নাই। জমীদারীও নাই। কেবল এক ঘর পূর্ব্বের প্রজা আছে—সে-ই দীনু কৈবর্ত্ত। খুকীর মা এখন দরিদ্র বিধবা। কতকগুলি সেকালের গহনা আছে মাত্র।

খুকীর মামার ইচ্ছা, খুকীর সঙ্গে হরিপুরের জমীদারের ছেলের বিবাহ হয়। ছেলেটী বড় সুন্দর। শান্ত, সুধীর এবং ডাক্তারী পাশ। জমীদারীর আয় দুই লক্ষ টাকা হইলেও, হরিপুরের জমীদার তাঁহার পুত্রকে ডাক্তারী পড়াইতেছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ডাক্তারী শিখিলে, পুত্র হঠাৎ রোগে মারা যাইবে না। অতি অল্প বয়সেই নরেন্দ্র ডাক্তারী শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথের বয়স মোটে এই বাইশ বৎসর।

খুকীর মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেছিল, "এমন দিন কি আর হবে!"

তেমন দিন হইবার সম্ভাবনা হইল। খুকীর মামা আসিয়া বলিল, "লীলা (খুকীর মা), নরেন্দ্র বাবু স্বয়ং বেলা চারিটার সময় খুকীকে দেখিতে আসিবেন!"

খুকীর মা ব্যস্ত হইল। পুরাতন কাঠের সিন্দুক হইতে

একখানা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বেনারসী সাড়ী বাহির করিল, এবং নিজের ডায়মণ্ড-কাটা চিরুণ্ বাহির করিল।

দিনটা বড় দুর্য্যোগের। ঘন অন্ধকার করিয়া পশ্চিমে মেঘ উঠিতেছিল। "তবুও কি জানি, যদি মেয়ে দেখিতে আসে।" তাহাই মনে করিয়া খুকীর মা খুকীকে ডাকিল।

খুকী ঘরে নাই। সে টুপ্ করিয়া দীনুর বাটীতে চলিয়া গিয়াছে। দীনুর স্ত্রীর তখন একটি টুক্‌টুকে ছেলে হইয়াছে।

খুকী তাই আনন্দে অধীর। সে ভাবিতেছিল, "কখন আমার ছেলেকে দেখিব।" এমন সময় দীনু বাহিরে আসিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল "খুকী! দিদিমণি! তোর ছেলে বুঝি বাঁচে না।"

"সে কি দীনু দা?" বলিয়াই খুকীর চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল।

দীনু। দিদিমণি! তার অবস্থা যেন কেমন কেমন। সকলে বলিতেছে, ডাক্তার ডাকিলে বাঁচিবে। আমি গরীব মানুষ, ডাক্তার কোথায় পাইব?

খুকীর মনে পড়িল, এক ক্রোশ দূরে যাদব ডাক্তার থাকে। সে কলাবাগান পার হইয়া এক ছুট দিল। তখন কাল মেঘ প্রথম গর্জ্জনে জলস্থল কাঁপাইতেছিল।

দীনু ভাবিল "খুকী কোথায় গেল?" খুকীর মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের খুকী কই?"

দীনু সভয়ে বলিল, "এইমাত্র সে দৌড়িয়া গেল।"

খুকীর সন্ধান করিয়া কেহই পাইল না। দুই শত বিঘার মাঠ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। তার পর আর দেখা যায় না।

৩

কিন্তু খুকীর সে জ্ঞান নাই। তীক্ষ্ণ বারিধারা ভেদ করিয়া খুকী কুড়ি মিনিটে প্রায় এক ক্রোশ রাস্তা পার হইতেছিল। খুকীর পায় কাঁটা ফুটিয়া ব্যথা লাগিয়াছিল। ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? সম্মুখেই একটা খাল। তাহার পর যাদব ডাক্তারের বাড়ী।

খালের মধ্যে গভীর জল। গলা-জলে নামিয়া খুকী আর অগ্রসর হইতে পারিল না। সে সাঁতার জানে না। তবে বুঝি সন্তান বাঁচিবে না! আকাশের দিকে চাহিয়া খুকী কাঁদিতে লাগিল। হে ভগবান্, আমার ছেলেকে বাঁচাও!

বোধ হয়, ভগবান্ শুনিলেন। সেই সময় সর্ব্বাঙ্গে ওয়াটার-প্রুফ আবৃত এক জন ভদ্রলোক টম্‌টম্ হাঁকাইয়া যাদব ডাক্তারের বাটীর দিকে যাইতেছিলেন। তিনিও খাল দেখিয়া স্থগিত হইলেন, এবং খালে একটী টুক্‌টুকে মেয়েকে কাঁদিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

প্রথমে তিনি বাটীর দিকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাক্তার বাটীতে আছেন?"

খালের অপর পার হইতে যাদব ডাক্তারের বাগানের এক জন মালী উত্তর দিল "না, বাবু কলিকাতায় গিয়াছেন।"

খালের মধ্যে খুকী তাহাই শুনিয়া অন্ধকার দেখিল। সে

জলে ডুবিয়া যাইতেছিল। আগন্তুক ভদ্রলোকটী তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ খুকীকে জল হইতে তুলিয়া তীরে আনিলেন।

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাবে?"

খুকী ক্ষীণ কাতর স্বরে বলিল, "ওগো! দীনুদার ছেলে বাঁচে না, এক জন ডাক্তারকে কোথায় পাইব বলিয়া দিন্ না।

আগন্তুক। কত দূর?

খুকী। ঐ গ্রামে।

আগন্তুক। আমি এক জন ডাক্তার।

খুকীর কাঁচা সোনার বর্ণ আবার দীপ্ত হইয়া উঠিল। খুকী সোনার বালা দু'গাছি খুলিয়া বলিল, "আপনার কষ্ট হবে, আপনি এ দু'গাছি লউন। দীনুদা বড় গরীব। তাঁহার নিকট কিছু চাহিবেন না।"

কি সুন্দর মুখ! কি সুন্দর হাত দুখানি! কি সুন্দর কথা!

৪

কি মনে করিয়া আগন্তুক ডাক্তার বাবু বালা দুগাছি সযত্নে পকেটে রাখিলেন। এই তাঁহার প্রথম ব্যবসায়।

ডাক্তার বাবু। তুমি টম্‌টমে উঠিতে পারিবে?

খুকী উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না। কণ্টকের ব্যথা বড় যন্ত্রণা দিতেছিল।

ডাক্তার বাবু খুকীর ক্ষীণদেহ, রূপরাশির সহিত, দুই বাহুতে ধরিয়া, টম্‌টমে তুলিয়া দিলেন। ওয়াটারপ্রুফটা খুলিয়া খুকীর

গাত্র আবৃত করিয়া দিলেন। তীক্ষ্ণ কশাঘাতে অশ্ব তীরবেগে ছুটিতে লাগিল। রাস্তা সোজা। চক্ষের নিমেষে দীনুর কুটীর দেখা দিল।

তখন খুকীর সন্ধানে সকলে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কোনও বাক্যব্যয় না করিয়াই ডাক্তার বাবু এবং খুকী প্রসবগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

খুকী বলিল, "ঐ ঘরে, আমি যাব ?"

ডাক্তার। না।

ডাক্তার বাবু সাড়া দিয়া ঘরে গেলেন। প্রসূতি অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিল। সদ্যোজাত শিশু তখনও মরে নাই। নিকটে দীনুর বৃদ্ধা মাতা বসিয়া কাঁদিতেছিল। বাহিরে বৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "কোনও ভয় নাই।" তাহার পর তিনি শিশুর এবং মাতার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এবং টম্‌টম্‌ হইতে ঔষধের বাক্সটা আনিয়া দুই জনকে দুইটা ঔষধ দিলেন।

এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। খুকী তখনও বাহিরে দাঁড়াইয়া। ডাক্তার বাবু বাহিরে আসিলেন। তাঁহার মুখ প্রফুল্ল।

খুকীর আশার সঞ্চার হইল—"বাঁচিবে ত ?"

ডাক্তার। "বাঁচিয়াছে"। কোনও ভয় নাই।

খুকী কৃতজ্ঞতাভরে ডাক্তারের হাত দুখানি জড়াইয়া ধরিল। সেই হাতে কি যাদু মাখা ছিল, তাহা এ সংসারে সকলে জানে না।

ডাক্তার বাবু বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

খুকী বলিল, আমি "সূর্য্যমুখী।"

ডাক্তার বাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। যেমন সুন্দর মেয়েটী, তেমনই সুন্দর নাম!

ডাক্তার বাবু। তোমার বাড়ী কোথায়?

খুকী। ঐ!

কলাবাগান পারেই খুকীদের দোতালা বাড়ী। ডাক্তার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কাহাদের বাড়ী?"

ইত্যবসরে দীনুর মা ডাক্তারের জন্য যথাসম্বল দুইটী টাকা লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, "ও যে জমীদারের পুরাণো বাড়ী। আহা! তিনি বাঁচিয়া থাকিলে কি আর আমাদের টাকার অভাব! নাও বাবা! আমার যা আছে—এই দুটী টাকা নাও।"

খুকী বলিল, "না না, আমি ডাক্তার বাবুকে টাকা দিয়াছি। তুমি টাকা রাখ; আর আমায় ছেলেকে কখন দ্যাখাবে? ঐ যে সে কাঁদছে।" খুকীর সর্ব্বশরীর নাচিয়া উঠিল।

দীনুর মা। কি দয়াময়ী মেয়ে! যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। যেমন বাপ, তেমনই মেয়ে।

ডাক্তার বাবু বুঝিতে পারিলেন, সূর্য্যমুখী কে। ধীর গম্ভীর

ভাবে সূর্য্যমুখীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "চল, তোমাদের বাড়ী যাই।"

ডাক্তার বাবুর হাত কাঁপিতেছিল। খুকীর যেন তাহাতে একটু লজ্জা হইল। খুকী অবনতবদনে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে কলাবাগান পার হইল।

তখন বৃষ্টি থামিয়াছে। সূর্য্যদেবও পাটে নামিয়াছে। ডাক্তার বাবু যুবা। সুন্দর। অতি সুন্দর! খুকীর হাত ধরিয়া তিনি আরও সুন্দর হইলেন।

খুকীর বস্ত্র সিক্ত। বালা দু'গাছি হাতে নাই। খুকী ডাকিল, "মা, তুমি কোথায়? ডাক্তার বাবু তোমায় ডাক্‌ছেন।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "সূর্য্যমুখী, তুমি একটু দাঁড়াও, তোমার চুল মুছিয়া দিই।"

খুকী বলিল, "না, মা মুছাইয়া দিবে।"

ডাক্তার বাবু। কখনও না, আজ হইতে আমিই মুছাইয়া দিব।

৬

খুকী ফাঁপরে পড়িল। ডাক্তার বাবু তার সন্তানের প্রাণ-দাতা। তাঁহার কথা এড়াইতে পারে না। অথচ ডাক্তার বাবুকে দেখিয়া খুকীর লজ্জা বাড়িতে লাগিল। কৈ, এতক্ষণ ত লজ্জা হয় নাই! এ আবার কি জঞ্জাল!

ডাক্তার বাবু, খুকীর চুল মুছাইয়া দিতেছিলেন; তখন খুকীর মা ও মাতুল আদাড়, বাদাড়, বন প্রভৃতি খুঁজিয়া হায়রাণ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

খুকীকে দেখিয়া খুকীর মা কাঁদিয়া ফেলিল, "ওগো পোড়ার-মুখী, তোর কি একটু ভয় নেই! তের বৎসরের মেয়ে একটুও বুদ্ধি নাই! এই বৃষ্টিতে গিয়াছিলি কোথায়?"

হারাধন পাইয়া খুকীর মা, আগন্তুক ডাক্তার বাবুকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই। খুকীর মামা বলিল, "লীলা! একটু থাম, নরেন্দ্র বাবু সম্মুখে।"

কি লজ্জার কথা! কি বিস্ময়ের কথা! খুকীর মা ঘোমটা [illegible] র সারিয়া গেল। ওমা! খুকীর বালা দু'গাছি কোথায় গেল!

নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া খুকীর মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আমি সূর্য্যমুখীর নিকট হইতে এই দু'গাছি বালা পাইয়াছি; আজ তাহাই দিয়া সূর্য্যমুখীর মুখ দেখিলাম। আশীর্ব্বাদ কর, "যেন এই দুইগাছি বালা আমি সূর্য্যমুখীর হাতে চিরদিন দেখি।"

সূর্য্যমুখী লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল। মার কতই আনন্দ! তদপেক্ষা আনন্দ দীনুর!

সূর্য্যমুখী মামাকে চুপি চুপি ডাকিয়া বলিল, "ওঁকে বলিও, যেন আমার ছেলেকে দেখিয়া যান।"

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমাদের ছেলে, কেবল ওঁরই নয়।"

সেই প্রথম প্রেমের সূত্রপাত! সেই প্রেম আজীবন ছিল। লক্ষ্মী সূর্য্যমুখী রাজরাণীর ন্যায় সুখে দিন কাটাইয়াছিল, এবং তার ছেলেকে ডাক্তারী শিখাইয়া বড়মানুষ করিয়া দিয়াছিল।

যে হেতু ও সে হেতু।

১

দীনু সরকারের জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সংসারের ঘটনাবলীর সচরাচর একটা কারণ থাকে। কোন ঘটনার একটার অধিক কারণও থাকে, এবং কোনটার বিশেষ কারণ আপাততঃ থাকে না, কিন্তু পরে প্রকাশ পায়।

যে হেতু বিবাহ করিলে প্রায় পুত্র কন্যা জন্মিয়া থাকে, অতএব দীনুর পিতার ভাগ্যে দীনু জন্মিয়াছিল। এবং সে হেতু দীনুর মাতার পুত্রসাধ মিটিয়াছিল। অতএব স্ত্রীর আহ্লাদ দেখিয়া দীনুও অপর্য্যাপ্ত পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন।

যে হেতু মাতৃস্নেহ হইতে গাঢ়তর স্নেহ জগতে বিরল, অতএব দীনু আদরে বাড়িয়া 'বুদ্ধিতে খাট' হইয়াছিল। দীনু দেখিতে

অতি সুশ্রী, কিন্তু তাহার পিতা মাতা কেহই সুশ্রী ছিল না। ইহার কারণ আপাততঃ কিছুই বুঝা যাইবে না, কিন্তু পরে প্রকাশ পাইবে।

দীনুর পিতার, দীনুর মাতার ও স্বয়ং দীনু সরকারের ও পাওনাদার প্রভৃতির যুক্ত অদৃষ্টক্রমে দীনুর পিতার হঠাৎ কাল হইয়া গেল। যে হেতু স্বামী মানবলীলা-সংবরণ করিলে স্ত্রী বিধবা হইতে বাধ্য, সে হেতু দীনুর মাতা বিধবা হইল।

সামান্যমাত্র অন্নের সংস্থান রাখিয়া দীনুর পিতা ভবধাম হইতে স্বর্গধামে গিয়াছিলেন। অতএব দীর্ঘ সপ্তদশ বৎসর ধরিয়া অনাথা বিধবাকে দীনুর ভরণপোষণ ও অধ্যয়নের নিমিত্ত ভিক্ষা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

দীনু বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধগতি অবলম্বন করিয়া দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। গতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সকলে বলিল, "দীনু, লেখাপড়া ছাড়িয়া দাও।" অতএব দীনু সকলের পরামর্শ গ্রহণ করিল।

দীনুকে সকলে ভালবাসিত।

২

যে হেতু অতি বৃদ্ধ হইলে প্রায় বাঁচে না, সে হেতু দীনুর মাতা মরিয়া গেল। দীনুর মাতা মৃত্যুকালে দীনুকে দীনুরই হাতে সঁপিয়া গেল, যে হেতু আর কেহ ছিল না।

মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া দীনু সন্ধ্যাকালে ভগ্ন বাটীর প্রাঙ্গণে বসিয়া কাঁদিল। যে হেতু দীনুর বুদ্ধি নিতান্ত অপ্রখর ছিল

না, এবং পূর্ব্ব হইতে দুঃখে, যত্নে, স্নেহে লালিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহার অধিকমাত্রায় কাঁদিবারই কথা।

দীনুর যে গ্রামে বাস, সেই গ্রামের জমীদার অটল বসু ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ। দীনুর পিতার জীবদ্দশায় বসুজা মহাশয় অনেকবার দীনুকে "ঘরজামাতা" করিবার অভিপ্রায়ে তস্য পিতার নিকট প্রস্তাবনা উত্থাপিত করিয়াছিলেন।

ক্রন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া ও সংসারের শূন্যতা প্রভৃতি অনুভব করিয়া দীনু সরকার নত ও দুঃখ সন্তপ্ত-বদনে বসুজা মহাশয়ের বহির্বাটীতে মুণ্ডিত-মস্তকে উপনীত হইল। যে হেতু অনেক বাকী খাজনা জমীদারের প্রাপ্য ছিল।

অষ্টাদশবর্ষীয় সুন্দর-মুখশ্রী-যুক্ত যুবকের পরিচিত মস্তকে ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশের অভাব লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ বসুজা মহাশয় দুঃখিত হইলেন; যে হেতু স্বার্থ ও নিঃস্বার্থভাব উভয়ই দুঃখস্রোত-পরিচালনার উপযোগী হইয়াছিল।

৩

অতএব বসুজা মহাশয় কহিলেন, "দীনু, তোমার এই দুরবস্থার সময় আমি বাকী খাজনার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে চাহি না।"

দীনু সে হেতু করযোড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। বসুজা মহাশয় পুনর্ব্বার বলিলেন, "দীনু, তোমার মাথার উপর এখন কেহই নাই, এবং সংসার বড় ভীষণ স্থান। তোমার বুদ্ধি কম, কিন্তু তুমি সুন্দর, সুশীল ও সচ্চরিত্র। এমন অবস্থায় তোমাকে পুত্রপদে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা করিয়াছি।

যে হেতু আমার পুত্রসন্তান নাই, অতএব পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে সকলে পরামর্শ দিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলে আমার আদরের কন্যা মাতঙ্গিনীর ভবিষ্যতের অবস্থা ভাল না হইতে পারে। সে হেতু আমার ইচ্ছা তোমাকে গৃহ-জামাতা করতঃ মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাদিগের পুত্রসন্তানের মুখ দেখিয়া আমি মনের আনন্দে সংসার হইতে অপসৃত হই।"

উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া বসুজা মহাশয় গোমস্তাকে বলিলেন, "দেখ, দীনু সরকার অদ্য হইতে আমার গৃহজামাতা, এবং বিষয়ের উত্তরাধিকারী; যে হেতু তিন কুলে আমার কোনও আত্মীয় স্বজন নাই। সে হেতু দীনুর পুরাতন বাটী ভূমিসাৎ করতঃ অচিরাৎ তাহার মাল মশলা সংগ্রহ করহ। উহা দ্বারা বাকী খাজনা শোধ হইবে। দীনুর স্থাবর সম্পত্তি দুই এক টাকা মূল্যের যাহা আছে, বেচিয়া খাতায় জমা কর।"

"যে হেতু দীনু এখন আমার উইল অনুসারে অত্রস্থ জমিদারীর মালিক হইবে, এবং আমার গৃহ জামাতা হইবে, সে হেতু, তাহার পূর্ব্বপুরুষের ও পূর্ব্ব বাসস্থানের চিহ্ন রাখা কোনও মতেই বাঞ্ছনীয় নহে।"

৪

গোমস্তা হুকুম পালন করিতে গেল। পিতৃ-মাতৃ-ভিটা-হীন দীনু স্বীয় অবস্থার মর্ম্ম সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়া বসুজার পুষ্করিণীর পাড়ে জল খাইতে গেল। যে হেতু এবংবিধ ব্যাপারে তাহার দারুণ তৃষ্ণা লাগিয়াছিল। দীনু বাল্যসখী মাতঙ্গিনীকে

বড় ভয় করিত ; কারণ, মাতঙ্গিনী বয়সে দীনু অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট হইলেও, আয়তনে ও বলবুদ্ধিতে দীনু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সময় পাইলে সে দীনুকে চড়টা, চাপটা, ইঁট পাটকেলটা মারিত। যে হেতু তাহার স্মৃতি দীনুর মানসপটে অঙ্কিত ছিল, সে হেতু দীনুর অত্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল।

সে হেতুই দীনু গাভীর ন্যায় অপর্য্যাপ্ত জলপান করিয়া গ্রাম্য স্কুলের দিকে গেল, এবং ভূতপূর্ব্ব শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "বিশ্বেশ্বর দা', বিবাহ হইলে স্ত্রী কি মরিয়া থাকে?"

বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক তাবৎ বৃত্তান্ত সংগ্রহপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে দীনুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দীনু বাবু, আপনার অদৃষ্ট ভাল। তামাক্ ইচ্ছা করুন।"

দীনু সরকার সে হেতু ভূতপূর্ব্ব শিক্ষকের সম্মুখে সভয়ে তামাকু পান করিল, এবং আড়ে আড়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মাষ্টার পুনরপি বলিলেন, "যে হেতু আপনি ভবিষ্যতে পরগণা শিবহাটীর ষোল আনার মালিক, আপনার স্ত্রীর নিকট মারি খাইতে কোনও আপত্তি উত্থাপন করা উচিত হয় না, সে হেতু অধিক বলা বাহুল্য—"

দীনু আশ্বস্ত হইবার চেষ্টা করিল, যে হেতু অন্য কোনও উপায় ছিল না।

বহু আড়ম্বরে, ঘোরতর বাদ্যভাণ্ডের সহিত একদা রাত্রি

কালে দীনুর বিবাহ হইয়া গেল। যে হেতু বিবাহ রাত্রিকালে হইয়া থাকে।

সকলে যে হেতু বলিল, "দীনুর কপাল ভাল। পথের ভিখারী হঠাৎ এত বড় উচ্চপদস্থ হওয়া, ইহা কি আমার তোমার পক্ষে সম্ভবে? এই জন্যই দীনুকে এত সুন্দর করিয়া বিধাতা গড়িয়াছিলেন; এই জন্যই দীনু এত সুধীর শান্ত; ওঃ! সেই হেতু।"

ইহাই ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে দীনবন্ধুর শরণাগত হইল, এবং সে হেতু দীনু সকলকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনাদি করিয়া চা খাওয়াইল। যে হেতু (ইহাও জানা থাকে যে) দীনু পূর্ব্বে অনেকের বাটীতে সকালে বিকালে চা খাইয়া আসিত।

বিবাহের কিছুদিন পরেই আয়ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি দীনুকে বুঝাইয়া এবং কন্যা মাতঙ্গিনী দেবীকে দীনুর ভার সমর্পণ করিয়া, এবং গোমস্তা পরমবৈষ্ণব শ্রীনিত্যানন্দ দাসকে সাক্ষী রাখিয়া, বৃদ্ধ বসুজা বৃন্দাবনে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। দীনুর মুখ শুকাইয়া গেল। যে হেতু, তাহা বলা বাহুল্য। দীনু বলিল, "প্রতিপালক! এ সময়ে তীর্থে না গিয়া—"

মাতঙ্গিনী সরোষে চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "চোপ্! বাবা তীর্থে যাবেন না ত আমাদের আঁচল ধ'রে বসে থাক্‌বেন?"

দীনু বলিল, "অবশ্য—সে কথা ঠিক—",

জামাতার উপর পুত্রীর প্রতাপ অন্তরে লক্ষ্য করিয়া বসুজা

মহাশয় সানন্দে মালা জপ করিলেন, এবং বলিলেন, "দেখ নিতাই, আমাদের দীনু কি শান্ত ছেলে!"

নিত্যানন্দ সে হেতু বলিল, "প্রভুর ইচ্ছা—সকলই প্রভুর ইচ্ছা!" এবং চক্ষু উল্টাইয়া স্বর্গের দিকে আরোপিত করিল।

সেইদিনই বসুজা মহাশয় বৃন্দাবনে গেলেন, এবং যাইবার সময় কন্যাকে বলিলেন "মা, দীনুকে দেখো; তোমার পুত্র-সন্তান হইলে আবার আসিব; দীনুকে দেখো, তার মাথার উপর কেহই নাই।"

কন্যা বলিল, "কোনও ভয় নাই, বাবা, তুমি যাও।"

সে হেতু বসুজা মহাশয় গেলেন।

৬

ক্ষীর, সর, নবনী, রোহিত মৎস্যাদি প্রচুরপরিমাণে সেবা করিয়াও দীনু ক্রমে শীর্ণ হইতে লাগিল। যে হেতু—কেবল খাইলেই যে সকলে হৃষ্টপুষ্ট হয়, তাহা নহে।

সেইদিন মাতঙ্গিনী দীনুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "দেখ, তুমি রোগা হইতেছ, ইহার কারণ কি?"

দীনু। বোধ হয়—যে হেতু আমার রোগা ধাত্।

মাতঙ্গিনী। দেখ, আমার সঙ্গে চালাকী খাটিবে না—তুমি চা ছাড়িয়া দাও; আর অত রাত্রি জাগিয়া ইয়ারদের সঙ্গে পাশা খেলিও না। ফের্ যদি কথা না শুন, তবে বুঝা যাইবে।

বাটীর মধ্যে চা বন্ধ হইয়া গেল, এবং সেইদিন হইতে আজ্ঞাধীন পরমবৈষ্ণব গোমস্তা নিত্যানন্দ দাসের তদ্বিরে ইয়ারগণ সন্ধ্যার সময় ভদ্রাসনে আর প্রবেশ করিতে পারিল না।

সে হেতু দীনবন্ধু সন্ধ্যার সময় এবং পুনর্ব্বার সকালে, উপর্য্যুপরি নিদ্রাভিভূত হইতে লাগিল। যে হেতু চা না খাইলে একটা কিছু খাওয়া চাহি, এবং তাহা না খাইলে নিদ্রাভিভূত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু এ দস্তর বন্ধ হইয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গের পর মাতঙ্গিনী দাসীর রোষ বর্দ্ধিত দেখিয়া দীনু পূর্ব্বাপেক্ষা ভয় পাইল, এবং একদিন নিদ্রার আবশ্যকতা বুঝাইতে গিয়া দীনু দুইটা চাপড় খাইল।

এবং মাতঙ্গিনী রক্তবর্ণ চক্ষু বিস্তৃত করিয়া বলিল, "তুমি নিতান্ত অকর্ম্মা এবং অলস। তোমার হাতে পড়িয়া আমার ইহকাল পরকাল গেল। হায়! হায়! বাবা কি অন্য পাত্র খুঁজিয়া পান নাই?"

যে হেতু মাতঙ্গিনী এবম্প্রকারে ঘোর রবে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, সে হেতু দীনুকে তাহার পদযুগল স্পর্শ করিয়া কাতরস্বরে বলিতে হইল, "ওগো! তুমি কেঁদ না; আমি দরিদ্র, অভাগা, পথের ভিখারী; ইহার উপর অশান্তি ও ক্রন্দন প্রভৃতির যন্ত্রণা সহ্য করিতে আর পারি না, ওগো! থাম।"

মাতঙ্গিনী বলিল, "তবে তুমি অত ঘুমাইও না। বরঞ্চ আমি ঘুমাইলে মাথায় বাতাস করিও।"

৭

সে হেতু দীনু প্রতিদিন মাতঙ্গিনী শুইলে তাহার মাথায় বাতাস করিত, এবং বাতাস করিয়া বিশ্রান্ত হইয়া পড়িত।

তাহারই মধ্যে একদিন মাতঙ্গিনীর ঘোর নিদ্রাবস্থা লক্ষ্য করিয়া দীনু বিমল বাতাস খাইতে খিড়কী পুষ্করিণীর দিকে গেল। তখন দ্বিপ্রহর।

দীনু একটা কামিনীগাছের সুশীতল ছায়া দেখিয়া সেখানে গিয়া বসিয়া পড়িল, এবং যে হেতু তাহার মনের অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছিল, সে হেতু আকাশ পাতাল ভাবিয়া দীনু কাঁদিতে লাগিল।

দারুণ রৌদ্র, তাহার উপর জ্যৈষ্ঠ মাস। পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ সকলেই সন্তপ্ত। এমন সময় কামিনী বৃক্ষের তলে একটা লোককে কাঁদিতে দেখিয়া পুষ্করিণীর জলে অর্দ্ধমগ্না ও অর্দ্ধনগ্না একটি বালিকা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া লুক্কায়িতভাবে বৃক্ষের দিকে গেল।

কিন্তু বিধির লিখন! দীনু তাহা দেখিতে পাইল, এবং বালিকাও তাহা বুঝিল।

দীনু ডাকিল, "কে ও, সরলা!"

সরলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিল, "আপনি কাঁদ্ছেন কেন?"

দীনু বলিল, "যে হেতু আমি অভাগা।" সে হেতু কি ভাবিয়া সরলাও কাঁদিল।

অনেক দিনের কথা—দীনুর মাতা বলিয়াছিল, "বাবা, আমাদের যদি অবস্থা ভাল হয়, তবে তোর সঙ্গে সরলার বিবাহ দিব।"

সরলা মিত্রদিগের কন্যা। লাবণ্যভরা—সুন্দরী, স্নেহের আধার। তিন বৎসর পূর্ব্বে শিবহাটীর হাটে মাছ কিনিতে গিয়া সরলা বর্ষাকালে কর্দ্দমে আছাড় খাইয়াছিল, এবং দীনু তাহাকে স্কন্ধে করিয়া খাল পার করিয়া দিয়াছিল। সেই দিন হইতে দীনুর সুন্দর মুখ ও কোমল হৃদয়ের স্মৃতি মধ্যে মধ্যে সরলার মনে জাগিত। সে হেতু বোধ হয় দীনুরও জাগিত।

দীনু বলিল, "সরলা! মাতঙ্গিনী আমাকে ধরিয়া মারে।"

সরলা বলিল, "তুমি পলাইয়া যাও না কেন?"

দীনু। কোথায় যাব?

সরলা ভাবিল, "তাই ত!"

সরলার রুচিমুখ ম্লান হইয়া গেল। দীনু সে হেতু চক্ষের জল মুছিল। অর্থাৎ—জগতে কেহ ভালবাসিলে কাহারও কাঁদিতে ইচ্ছা করে না।—

৮

সরলা দুই তিনবার অনিমেষনয়নে দীনুর মুখপানে চাহিয়া চলিয়া গেল।

তাহা ঊর্দ্ধ হইতে মাতঙ্গিনী দেখিয়াছিল। যে হেতু

মাতঙ্গিনী নিদ্রাভঙ্গের পর বিস্ফারিতনয়নে ত্রিতল ছাতে আরোহণপূর্ব্বক দীনুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল।

মাতঙ্গিনী কম্পিতা হইয়া পড়িল। যে হেতু দৃশ্যটা কিছু অভাবনীয়, স্বপ্নের এবং চিন্তার অগোচর।

দীনু ফিরিয়া আসিলে মাতঙ্গিনী বলিল, "তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

দীনু। ঘাটের ধারে।

মাতঙ্গিনী। কেন?

দীনু।—ঘুম পাইয়াছিল, সে হেতু রৌদ্রে বেড়াইতেছিলাম।

মাতঙ্গিনী। আর কে ছিল?

দীনু। কৈ, তা আমি দেখি নাই।

এই অভূতপূর্ব্ব মিথ্যা কথায় মাতঙ্গিনীর আর সন্দেহ রহিল না। মাতঙ্গিনী ঘোর রবে বলিয়া উঠিল, "তোমার এই কাজ? ওঃ বিশ্বাসঘাতক!..."

এবং মূর্চ্ছাসংবরণ করিয়া মাতঙ্গিনী ডাকিল, "নিত্যানন্দ! এস ত!"

পরম বৈষ্ণব গোমস্তা নিত্যানন্দ মালা হাতে করিয়া আসিল। যে হেতু বিপৎকালে জপ করাই উত্তম কল্প।

মাতঙ্গিনী বলিল, "উহাকে দড়ি দিয়া বাঁধ!"

দীনু সে হেতু একটু অপমানিত বিবেচনা করিয়া উগ্রস্বরে বলিল, "কেন, আমার দোষ কি?"

"দোষ কি?" বলিয়াই মাতঙ্গিনী একটা প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাত

করিল, এবং সেই মুষ্ট্যাঘাত নিবারণ করিতে গিয়া নিত্যানন্দ দীনুর উপর পড়িয়া গেল, এবং পুনর্ব্বার উঠিয়া মাতঙ্গিনীর আজ্ঞাক্রমে দীনুর হাত পা বাঁধিল, এবং রামসিংহ দরওয়ানের সাহায্যে সকলে তাহাকে ধরিয়া পুষ্করিণীর পাড়ে শিমুল বৃক্ষের গোড়ায় বাঁধিল।

মাতঙ্গিনী বলিল, "সকলে দেখুক, পরনারীর উপর দৃষ্টিপাত করিলে স্বামীর কি শাস্তি হইয়া থাকে।—"

দীনু কাতরস্বরে বলিল, "ওগো! আমি দৃষ্টিপাত করি নাই, আমি অশ্রুপাত করিতেছিলাম, তাহা দেখিয়া সরলা কাঁদিয়াছিল।"

মাতঙ্গিনী বলিল, "আচ্ছা, সরলা আবার কাঁদুক, তুমি আবার কাঁদ। দেখি, কে কত কাঁদিতে পার!"

এইরূপে শিবহাটীর ষোল আনা জমীদারীর মালিক শিমুল বৃক্ষের তলায় বন্ধনদশায় পড়িয়া রহিলেন।

৯

কেন যে এই দশা ঘটিল, তাহা সকলের জানা সম্ভবপর নহে। রামসিংহ বলিল, "উঁহার মেষ রাশি, এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে মেষের বন্ধন-ভয়, এইরূপ পঞ্জিকায় প্রকাশ, সেই হেতু।"

পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ বলিল, "ওঃ শাস্ত্র কি সত্য! এবং পঞ্জিকায় ইহাও প্রকাশ যে, আষাঢ় মাসে মেষের স্ত্রীলাভ—সে হেতু কি বিবেচনা করহ?"

ঘোরা রজনী। মাতঙ্গিনী পরিশ্রান্ত হইয়া সুষুপ্তা, এবং

দ্বারবান রামসিংহই পুষ্করিণীর পাড়ে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত।

দীনু বলিল, "রামসিং! একটু চা খাওয়াইতে পার?" যে হেতু দীনুর তৃষ্ণা পাইয়াছিল।

রামসিংহ বিশ টাকায় রফা করিয়া দীনুর জন্য চা আনিতে গেল। উদ্যান পার হইতে না হইতে একটি বালিকা আসিয়া রামসিংহের পদযুগল জড়াইয়া ধরিল।

সরলা বলিল, "রামসিং! দীনুকে ছাড়িয়া দে, আমি তোর জন্য এই সোনার মালা এনেছি।"

রামসিংহ বহু চিন্তাপূর্ব্বক কহিল, "আচ্ছা, কিন্তু বাবুকে গ্রাম হইতে পলায়ন করিতে হইবে।"

সরলা চক্ষু মুছিয়া বলিল, "বেশ।"

রামসিংহ চা আনিতে গেল, এবং সোনার মালা পাগড়ীর মধ্যে রক্ষা করিল; যে হেতু তাহার কোর্ত্তায় পকেট ছিল না।

ইত্যবসরে সরলা ধীরে ধীরে দীনুর নিকট গিয়া তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল, এবং একবার কম্পিতস্বরে বলিল, "পালাও।"

দীনু বলিল, "আমি এখনও চা খাই নাই।"

সরলা। আমাদের বাড়ীতে চা আছে, সেখানে খাবে, চল।

দীনু সরলাদের বাড়ী গেল। সরলা তাহার অগ্রজ সুধীর মিত্রের এপার্টম্যাণ্টো হইতে চা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি জল গরম করিল, এবং রন্ধনশালা হইতে চিনি আনিয়া একবার

হতাশভাবে বলিল, “দুধ নাই।” যে হেতু অত রাত্রিতে দুগ্ধ পাওয়া যায় না।

১০

দীনু বলিল, “দুধের দরকার নাই।” অতঃপর দীনুর চা খাইয়া মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। প্রায় দুই মাস ধরিয়া সে চা খায় নাই।

দীনু বলিল, “সরলা, তুমি আজ আমাকে স্বাধীনতা দিয়াছ। আমার দিবার কিছুই নাই, কিন্তু মনে রেখো—আমি সংসার হইতে চলিলাম—যেখানেই যাই, তোমার স্নেহ সহৃদয়তা অনুক্ষণ ধ্যান করিব।”

ইহার পর সেই রাত্রিকালে নব্য উকীল সুধীর মিত্রজা মহাশয়ের সহিত দীনুর কি পরামর্শ হইল, এবং পরদিন প্রভাতে শিবহাটীর ষোল আনা মালিক নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িলেন।

রামসিংহ চীৎকার করিয়া সকলে বলিল, “কি প্রতাপ! বাবু দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইয়াছেন,” এবং গ্রাম শুদ্ধ লোক কি হারামজাদা! কেহ আমার আর্ত্তনাদ শুনিল না?”

সকলে বলিল, “বাকি খাজনার দায়ে লোকটা ঘরজামাতা হইয়াছিল, এখন যথাসর্ব্বস্ব সুবর্ণ ও জহরৎ লইয়া পলায়ন করিয়াছে।”

কেবল ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক বিশ্বেশ্বর প্রামাণিক বলিল, “না।” যে হেতু সে সকল কথা জানিত।

১১

পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দ মাতঙ্গিনীর সহিত বৃন্দাবনে গেল, এই যথাক্রমে উভয়ে তাবৎ বৃত্তান্ত বসুজা মহাশয়কে জানাইল।

বসুজা মহাশয় মালা জপিতে জপিতে বলিলেন, "ব্যাটা কি হারামজাদা! উহার পেটে এত বুদ্ধি ছিল, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।"

নিত্যানন্দ। সে হেতুই এই ঘটনা।

বসুজা মহাশয় সরোষে উইল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন, "কুছ পরওয়া নাহি, উহার নামে বাকি খাজনার নালীশ করহ, এখনও তামাদি হয় নাই।"

বসুজা মহাশয় তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, এবং সে হেতু মাতঙ্গিনীও সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিল; এবং বাকি খাজনার নালিশও হইল।

কিন্তু এ দিকে সুধীর চন্দ্র মিত্র অন্যায় উৎখাতের বর্ণনা করিয়া দীনুর তরফে বসুজা মহাশয়ের নামে নালিশ ঠুকিয়া দিল।

উভয় পক্ষের সমান অবস্থা, সে হেতু সকলেই পরস্পর রফা করিতে বাধ্য হইলেন।

রফার সর্ত্ত এই,—দীনু মাতঙ্গিনীকে বৈষ্ণবধর্ম্মানুসারে খালাস দিবে, এবং মাতঙ্গিনী ইচ্ছানুসারে অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিবে।

অতএব আষাঢ় মাসে দীনু বৈষ্ণব হইল, এবং খালাস

পাইয়া কলিকাতায় গেল। সেখানে কোনও সাহেব দীনুর ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বলিল, "যে হেতু তুমি নিরেট মূর্খ, অথচ সৎ সে হেতু তোমাকে আমার হাউসের মুৎসুদ্দি করিয়া দিলাম।"

শুনা গিয়াছে, সুধীর মিত্র দীনুর জামীনস্বরূপ দশ হাজার টাকা হাউসে আমানত রাখিয়া দীনুকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। সে হেতু কৃতজ্ঞতার আবেগে দীনু সরলাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া হৃদয়-মন্দিরে স্থাপিত করিল।

এই বিবাহের পর দীনুর ক্ষুধা বাড়িয়াছে, এবং সুন্দর মুখে চাপা অংশগুলি পরিপূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। দীনুর বুদ্ধিও খুলিয়াছে, এবং প্রায় বিশ জন বৈরাগ্য প্রত্যহ দীনুর বাটীতে চা খায়; সে হেতু উদারচরিত্র, সৎ ও সহৃদয় লোকের বাটীতেই সকলে চা খাইয়া থাকে।

এই সব ঘটনা হেতু দীনুও সুখী; এবং পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দের সহিত কণ্ঠীবদল করিয়া মাতঙ্গিনীও সুখী। বসুজার বিস্তীর্ণ জমিদারী এখন ঠাকুরের সেবায় লাগে, এবং সে হেতু অনেক দীনদুঃখী প্রতিপালিত হয়। যে হেতু সকলই ভগবানের ইচ্ছা!

সম্পূর্ণ।